ISSN-0971-8435

যোজনা
ধনধান্যে

সেপ্টেম্বর, ২০১৮ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

বিশেষ সংখ্যা

কর্মসংস্থান ও স্বনিযুক্তি

প্রধানমন্ত্রীর বার্তা

শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন

কর্মসংস্থান সংক্রান্ত ক্ষেত্রে একাধিক নতুন প্রকল্পের সূচনার পাশাপাশি সরকার ২১ শতকের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে মানব সম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমাদের যুবাদের স্বাধীন হতে হবে, কর্মে নিযুক্ত হতে হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।
(২০১৭ সালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণ)

ভারতের যুবাদের দক্ষতা ও ক্ষমতার ওপর আমরা বাজি রেখেছি। "শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন"-এর মন্ত্রে আমরা বিশ্বাসী– যার মাধ্যমে উদ্ভাবন ও উদ্যোগের জন্য যথোপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে সমগ্র মানব সমাজের উন্নতিকল্পে অভিনব উপায়ের পীঠস্থান হয়ে উঠছে এই দেশ।
(১৬ ডিসেম্বর ২০১৭। মিজোরামে টুইরিয়াল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে)

যুবদের জন্য নিত্যনতুন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। দক্ষতা উন্নয়ন থেকে উদ্ভাবন ও উদ্যোগ, সর্বত্রই আমাদের যুবারা সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করছে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাতে "নয়া ভারতের যুবা" নবীনতম উন্নয়নের সুযোগ পায়, সেই ব্যবস্থা গড়ে তোলার সময় এসেছে।
(৩১ ডিসেম্বর ২০১৭। 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান।)

দক্ষতা বিকাশকে পাখির চোখ করে আমরা এগিয়ে চলেছি। শিক্ষার পাশাপাশি যুবদের প্রশিক্ষণও সুনিশ্চিত করা হয়েছে। স্কিল ইন্ডিয়া মিশনের আওতায় প্রশিক্ষিত হয়েছে কোটি কোটি যুবা। আমরা যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকারী হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এই সব প্রজন্ম হবে উদ্ভাবক।
(১২ জানুয়ারী ২০১৮। জাতীয় যুব দিবস।)

সেপ্টেম্বর, ২০১৮

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**

সম্পাদক : **রমা মণ্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দুই বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- কর্মসংস্থানের বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য : সময়ের দাবি — রাজীব কুমার ৫
- নিয়মিত বেতনভুক্ শ্রমিক-কর্মীদের তালিকা সংক্রান্ত বিবরণীর সদ্ব্যবহার — টি. ভি. মোহনদাস পাই, যশ বৈদ ৯
- ভারতে কর্মসংস্থান : অগ্রগতির চিত্র — সুরজিৎ এস. ভাল্লা ১৬
- "উদ্ভাবন ও উদ্যোগই কর্মসংস্থানের চাবিকাঠি" : অমিতাভ কান্ত — যোজনা ব্যুরো ১৯
- ভারতীয় অর্থব্যবস্থা : কর্মসংস্থানে অগ্রাধিকার — বিবেক দেবরায় ২৩
- জীবিকার প্রসার ও বৈচিত্র্য — অমরজিৎ সিনহা ২৫
- শহরাঞ্চলে জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি — দূর্গাশঙ্কর মিশ্র ৩১
- প্রসঙ্গ কর্মসংস্থানের গতি বৃদ্ধি — হীরালাল সামারিয়া ৩৭
- কর্মসংস্থানের লক্ষ্যপূরণ কোন পথে ? — মনীষ সাভরওয়াল ৪০
- জনবিন্যাসগত সুবিধার সদ্ব্যবহার — কে. পি. কৃষ্ণাণ ৪৩
- মুদ্রা : ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও কর্মসংস্থানের চালিকাশক্তি — রাজীব কুমার ৫১
- অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ক্ষেত্র — অরুণ কুমার পান্ডা ৫৬
- কর্মসংস্থান : ভারতীয় দৃশ্যপট — গোপালকৃষ্ণ আগরওয়াল ৬০
- পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির সহায়ক — যুধবীর সিং মালিক ৬৩
- ভারতীয় শ্রম বাজারের নানা দিক — প্রবীণ শ্রীবাস্তব ৬৫
- ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ — সন্ধ্যা লিমায়ে ৬৯
- কর্মসংস্থানের নতুন পরিমণ্ডল — শোভা মিশ্র ৭১

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মণ্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৭৫
- যোজনা নোটবুক — —ওই— ৭৬
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— ৭৮
- প্রধানমন্ত্রীর বার্তা — যোজনা ব্যুরো দ্বিতীয় প্রচ্ছদ

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান চিত্র

আজ আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ভারত এক অত্যন্ত গৌরবময় স্থান কায়েম করেছে। শুধুমাত্র দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতি হিসাবেই নয়, বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম তরতাজা মানব সম্পদের মানদণ্ডেও। উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ দেশই এই মুহূর্তে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক জনসংখ্যার ভারে জর্জরিত। বিপরীতে, আগামী ২০২২ সালের মধ্যে ভারত উঠে আসছে বিশ্বের তরুণতম দেশের তকমা মাথায় নিয়ে। এই মুহূর্তে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশই নবীন প্রজন্মের মধ্যে পড়েন। আর জনগণের এই কর্মক্ষম তরতাজা টগবগে অংশভাকই দেশের সবচেয়ে মূল্যবান মানব সম্পদ বলে পরিগণিত। কিন্তু, জনসংখ্যার এই সৃজনশীল প্রতিভাশালী বিশেষভাবে উল্লেখনীয় অংশের কর্মসংস্থানের বিষয়টিই ক্ষমতাসীন যেকোনও সরকারের কাছে সর্বাধিক মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

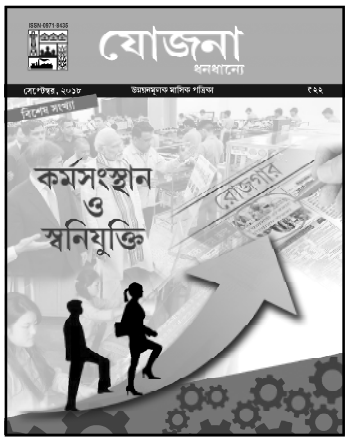

স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারত প্রাথমিকভাবে ছিল মূলত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। জনসংখ্যার সিংহভাগই কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকত। পরবর্তীতে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ধাপে ধাপে আধুনিকীকরণ ও শিল্পায়নের রাস্তায় হাঁটতে থাকায় এই দুই নিরিখেই বর্তমানে আমরা বেশ অনেকটা এগিয়ে রয়েছি বলা যেতে পারে। অতি সম্প্রতি এর সঙ্গে আর একটা প্রবণতা যুক্ত হয়েছে। তা হল স্বনিযুক্তির পালে হাওয়া দেওয়া। সরকার বিশেষভাবে সচেষ্ট নতুন উদ্যোগ স্থাপনে আগ্রহীদের বেশি বেশি করে সুযোগসুবিধা প্রদান করতে। এরই সূত্র ধরে 'জাতীয় যুব দিবস' উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "আমরা দেখতে চাই এদেশের তরুণেরা কর্মপ্রার্থী হিসাবে বসে না থেকে, বরং (নিয়োগকর্তা হিসাবে) অন্যদের জন্য কর্মনিযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে"।

ভারতীয় অর্থনীতির এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য উল্লেখনীয়। একইসঙ্গে তা সংগঠিত-অসংগঠিত, গ্রামীণ-শহুরে, কৃষি-অকৃষি, সুদক্ষ/দক্ষ-অদক্ষ এমন বহু ক্ষেত্রে বিভক্ত। কর্মসংস্থানের পালে হাওয়া জোগাতে যে পদক্ষেপই নেওয়া হোক না কেন, সামগ্রিকভাবে এই সমস্ত ক্ষেত্রের সমস্যাগুলি মাথায় রাখতে হবে, তার সমাধান খুঁজতে হবে। একদিকে অদক্ষ শ্রমিক শ্রেণিকে সুদক্ষ করে তোলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অন্যদিকে আবার অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের এক সংগঠিত ছাতার তলায় আনাটা বিশেষভাবে দরকার। দেশে এখনও পর্যন্ত কৃষিতেই কিন্তু সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কর্মনিযুক্তি হয়ে থাকে। তবে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রক্রিয়াকরণ, মেরামতি, নির্মাণ এবং গ্রাম তথা ছোটোখাটো মফঃস্বল শহরে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে অকৃষি ক্ষেত্রে যে কর্মসংস্থান হয়, তা গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী সিংহভাগ পরিবারের উপার্জনের উল্লেখযোগ্য উৎস। সরকারের তরফে হাতে নেওয়া 'এগ্রি-ক্লিনিক', 'এগ্রি-বিজনেস সেন্টার', জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা মিশন ইত্যাদির মতো প্রচেষ্টা গ্রামাঞ্চলে অকৃষি ক্ষেত্রে কর্মনিযুক্তির নিরিখে জোয়ার এনেছে। অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ বা MSME ক্ষেত্রটিতে স্বনিযুক্তির সম্ভাবনা প্রচুর। তবে সেটাই শেষ কথা নয়, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটিতে কর্মসংস্থানেরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে; কারণ হস্তচালিত তাঁত বা হস্তশিল্পের মতো MSME খুব বেশি রকম শ্রম-নিবিড়। জাতীয় ম্যানুফ্যাকচারিং নীতিতে হিসাব কষে দেখানো হয়েছে ২০২২ সাল নাগাদ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দশ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। সেই কারণেই বর্তমান সরকার এই ক্ষেত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করার নীতি নিয়েছে। সেই সূত্রেই 'Enterpreneurship Skill Development Programme', 'Prime Minister Employment Generation Programme', ঐতিহ্যবাহী শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য তহবিল গড়তে SFURTI প্রকল্প, ক্লাস্টার-ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি ইত্যাদি চালু করা হয়েছে।

মোটের ওপর শহরাঞ্চল ভিত্তিক চাকরিবাকরির ক্ষেত্রেও বেশ ভালো রকম একটা পরিবর্তন চোখে পড়ছে। ই-কমার্স, তথ্যপ্রযুক্তি, ডেটা অ্যানালিসিস, ফাইন্যান্স, পরিষেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন ধাঁচের চাকরির এবং শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের সুযোগসুবিধা বেড়েই চলেছে। নব্য উদ্যোগপতিদের ক্ষেত্রে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে প্রাথমিকভাবে মূলত দরকার দক্ষতা, মূলধন / ফাইন্যান্স, বিভিন্ন ছাড়পত্র ইত্যাদি। আর MUDRA, অটল উদ্ভাবন মিশন, স্কিল ইন্ডিয়া বা দক্ষ ভারত, স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া, জাতীয় শহুরে জীবিকা মিশন ইত্যাদি প্রকল্প বা কর্মসূচি তাদের সেই চাহিদা পূরণের উপরই বিশেষ নজর দিচ্ছে। একদিকে তো সরকার তরুণ প্রজন্মের জন্য নিজস্ব উদ্যোগস্থাপনের উপযোগী পরিবেশ পরিস্থিতি গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। অন্যদিকে আবার কর্মীদের মজুরিতে ভরতুকি প্রদান এবং কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংস্থা, কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগম ইত্যাদিতে আর্থিক দায়ভার বহন ইত্যাদি ইনসেনটিভের বন্দোবস্ত করে নব্য উদ্যোগপতিদের উৎসাহিত করছে দেশের বেকার সমস্যার সুরাহায় হাত বাঁটাতে। 'প্রধানমন্ত্রী রোজগার প্রোৎসাহন যোজনা-র আওতায় কর্মচারী পেনশন প্রকল্পে নিয়োগকর্তার তরফে প্রদেয় আর্থিক অঙ্কের একাংশ সরকার মেটায়। এদিকে পাশাপাশি আবার সরকার সাম্প্রতিক কয়েক বছরে এমন বেশ কয়েকটি বহু উদ্দেশ্যসাধক উন্নয়ন প্রকল্প চালু করেছে, যার দৌলতে বেকার জনসংখ্যার এক বিপুল অংশের পরোক্ষ কর্মসংস্থানের দরজা খুলে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, স্মার্ট সিটি, অম্রুত (AMRUT), হুনার সে রোজগার তক ইত্যাদি এমন গুটিকয় প্রকল্প/কর্মসূচির উদাহরণ, যা কিনা উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে চলেছে। কর্মসংস্থানের অফিসিয়াল ডেটায় কোথাও হয়তো সেই সংখ্যাটা হিসাবে আনা হয় না, কিন্তু সার কথা হল বড়োসড়ো সংখ্যক কর্মনিযুক্তি ঘটছে এই সূত্রেই। এবং এই বিষয়টিকে আমরা কোনও ভাবেই উপেক্ষা করতে পারি না। পরিবার ভিত্তিক সমীক্ষা চালিয়ে কর্মসংস্থানের আরও বেশি নির্ভরযোগ্য ডেটা প্রস্তুতের কাজটি ইতোমধ্যেই শুরু করে দেওয়া হয়েছে। সেই পূর্ণাঙ্গ ডেটা প্রস্তুতির কাজ শেষ হয়ে গেলেই উল্লিখিত কর্মসূচিগুলির অবদানের ছবিটা সুস্পষ্ট হবে।

যেকোনও আধুনিক অর্থনীতির সাফল্য সরাসরি জড়িত দেশের কর্মসংস্থানের পরিস্থিতির সঙ্গে। পূর্ণ বা একশো শতাংশ কর্মসংস্থান বলতে আদতে এমন এক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বোঝায়, যেখানে লভ্য যাবতীয় শ্রমসম্পদের সম্ভবপর সর্বাপেক্ষা কার্যকর ব্যবহার করা হয়। ভারত যে আর সেখান থেকে খুব বেশি পিছিয়ে নেই, দেশের বর্তমান ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থানের দৃশ্যপটটির দিকে নজর ঘোরালে তা বেশ স্পষ্ট হয়।

কর্মসংস্থানের বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য : সময়ের দাবি

রাজীব কুমার

*জোগানের তুলনায় শ্রমের চাহিদা কম হলে প্রকৃত মজুরির হার কমে। দুর্ভাগ্যবশত এখানেই নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব একটা বড়ো সমস্যা। শহরাঞ্চলে শ্রমের মজুরি-র গতিপ্রকৃতি নিয়ে সেভাবে কোনও তথ্যই পাওয়া যায় না বলতে গেলে। তবে, ২০১৪-২০১৮, এই সময়ের কৃষি এবং কৃষি ব্যতিরেকে নানা ক্ষেত্রে বার্ষিক গড় দৈনিক মজুরি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় **Labour Bureau** থেকে। দেখা যাচ্ছে, গ্রামীণ অঞ্চলে কৃষি ব্যতিরেকে অন্য ক্ষেত্রগুলির প্রায় সবকটিতেই প্রকৃত মজুরি (পুরুষকর্মীদের ক্ষেত্রে) বেড়েছে।*

ভারতের নবীন এবং ক্রমপ্রসারণশীল জনগোষ্ঠীর জন্য দরকার বিপুল কর্মসংস্থান। শুধু তাই নয়, চাই ভালো মানের কাজ। তবেই তাদের আশা পূরণ সম্ভব। কাজেই এদেশে কর্মসংস্থান অথবা বেকারি নিয়ে আলোচনা বা বিতর্ক চলতেই থাকে। কিন্তু এই আলোচনাকে অনেকটাই সীমাবদ্ধ করে দেয় তিনটি বাস্তব সত্য। প্রথমত, এদেশে কর্মরতদের ৮০ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত। ফলে এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া কঠিন। কর্মসংস্থানের পরিসর বা হালহকিকত জানাও বেশ দুরূহ। দ্বিতীয়ত, নতুন ভারত গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপ অসংগঠিত ক্ষেত্রে আরও নতুন নতুন কাজের সুযোগ তৈরি করেছে। এই বিষয়টিতে সরকারি তথ্য অপ্রতুল। তৃতীয়ত, এটা স্পষ্ট, নতুন যেসব কাজ পাওয়া যাচ্ছে, গুণমান কিংবা পারিশ্রমিক প্রায়শই কর্মপ্রার্থীর প্রত্যাশা মাফিক নয়। সরকারি কাজের জন্য জমা পড়া বিপুল পরিমাণ আবেদনে তা স্পষ্ট। কিন্তু, এর থেকে দেশে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বোঝা সম্ভব নয়।

সুষম উন্নয়নের পথে চলেছে ভারত। তা বজায় রাখতে গেলে নব্য যুবক-যুবতীদের কাজের সুযোগ করে দিতেই হবে। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাম্প্রতিক হার অনুযায়ী, প্রতি বছর কাজের বাজারে প্রবেশ করছেন ১ কোটি থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ। কর্মজগতে মেয়েদের উপস্থিতি বেশ কম, ২৭ থেকে ৩০ শতাংশের মতো (যা খুবই চিন্তার বিষয়)। তা সত্ত্বেও প্রতি বছর মোট নতুন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৮ কোটির মতো। নতুন কাজের সংস্থানের মাধ্যমে সকলের নিযুক্তির প্রশ্নে সংখ্যাটি অত্যন্ত বেশি।

আমাদের বক্তব্য হল বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এটা স্পষ্ট যে প্রতি বছরে বাড়তি এই কর্মপ্রার্থীদের সকলের কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে এ দেশে। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় বিগত বছরগুলিতে জমে থাকা বিপুল পরিমাণ বেকারের জন্য।

কর্মসংস্থান সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য

ভারতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে না কমেছে তা নিয়ে আলোচনায় অসুবিধা তৈরি করে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব। এ বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের সর্বেক্ষণ-কেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

গ্রাম এবং শহরাঞ্চলে, কৃষি, শিল্প কিংবা পরিষেবা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ বিষয়ে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা বা National Sample Survey (NSSO) তথা সরকারের রাশিবিদ্যা ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক

[লেখক উপাধ্যক্ষ, নীতি আয়োগ, ভারত সরকার। ই-মেল : vch_niti@govt.in]

(Ministry of Statistics and Implementation - MOSPI)-এর সমীক্ষাই সবচেয়ে সর্বাত্মক। এই সমীক্ষা শেষবার হয়েছে ২০১১-১২ সালের ওপর। কাজেই তাতে পাওয়া তথ্যাদি ৬ বছরেরও বেশি পুরোনো।

Labour Bureau-র বার্ষিক শ্রম সর্বেক্ষণের মধ্যে সাম্প্রতিকতমটি ২০১৫-১৬ সালের ওপর। কাজেই তাও কিছুটা পুরোনা। সুতরাং একেবারে সাম্প্রতিক নির্ভরযোগ্য তথ্য আমাদের হাতে নেই। Labour Bureau-র সাম্প্রতিকতম ত্রৈমাসিক কর্মসংস্থান সর্বেক্ষণটি ২০১৭-র তৃতীয় ত্রৈমাসিকের ওপর। এই সমীক্ষা করা হয়েছিল মাত্র ৮-টি ক্ষেত্রকে নিয়ে, যা দেশের অর্থনীতির মাত্র ১৫ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে [১]। তার থেকে সার্বিক কোনও চিত্র যে পাওয়া যায় না তা বলাই বাহুল্য।

নিযুক্তিবিষয়ক তথ্য

গত দু'বছর যাবৎ কর্মনিযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে CMIE-BSE-র প্রতিবেদনে। Centre for Monitoring Indian Economy বা CMIE-র কাজকর্মের ধরন নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন সুরজিৎ ভাল্লা এবং তীর্থ দাস (All You Wanted to Know About Jobs in India But Were Afraid to Ask, July 2018 [২], ভাল্লা ও দাস দ্রষ্টব্য)। CMIE-র তথ্যে প্রচুর সমস্যা এবং তা নির্ভরযোগ্য হয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ভাল্লা এবং দাস-এর মতে CMIE-র সমীক্ষা অনুযায়ী কাজের দুনিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রণের হার ২০১৪-র ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে নেমে ২০১৭-এ হয়েছে ১১ দশমিক ৭ শতাংশ। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তথ্যঘাটতির সমস্যা মেটাতে, কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিষয়টি পর্যালোচনার দায়িত্ব দিয়ে ২০১৭ সালে নীতি আয়োগের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক অরবিন্দ পানাগড়িয়ার নেতৃত্বে একটি কর্মীগোষ্ঠী গড়া

হয়। ওই বছরেরই জুলাই মাসে এই কর্মীগোষ্ঠী বার্ষিক ভিত্তিতে কর্মনিযুক্তি বিষয়ক সমীক্ষার পরামর্শ দেয়। পরিবার ভিত্তিক এই সমীক্ষার কাজ চলছে এখন।

NSSO-র গৃহভিত্তিক সমীক্ষার প্রথম প্রতিবেদনটি আগামী বছরের প্রথমার্ধে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়। তা পাওয়া গেলে, ভারতে কর্মসংস্থান বিষয়ক বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে অহেতুক বিতর্কের অবসান হবে।

কর্মসংস্থানের প্রসার সংক্রান্ত তথ্যাদি

- **বেতনভোগীদের তালিকা :**

সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরির সংখ্যা এবং মাসিকভিত্তিতে তার বৃদ্ধি সম্পর্কে অবহিত হতে বেতনভোগীদের তালিকাকে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে এদেশে। কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন বা EPFO-র সংশ্লিষ্ট তালিকা অনুযায়ী, ২০১৭-র সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৮-র এপ্রিল পর্যন্ত দেশে সংগঠিত ক্ষেত্রে ৪১ লক্ষ চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছে। এরও আগে ঘোষ এবং ঘোষ[৩], EPFO-র তথ্যকে প্রথম কাজে লাগিয়ে এবং Employees' State Insurance Corporation ও National Pension system-এর তথ্যের সঙ্গে তার তুলমূল্য বিচার করে দেখিয়েছিলেন যে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে এদেশে সত্তর লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এই দু'জন এই কাজের সময় নীতি আয়োগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অত্যন্ত যত্নসহকারে এরা বাড়তি সব সংখ্যা বাদ দিয়ে একেবারে সংকীর্ণ অর্থে (net) মোট নিযুক্তির সংখ্যা বের করে আনার চেষ্টা করেছেন। তাদের সমীক্ষা একেবারে নতুন কর্মপ্রার্থীদের ওপরেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোনওভাবেই যাতে দ্বৈতগণণা (double counting) না হয় সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন এরা। শুধুমাত্র EPFO-র সূত্রেই দেখা যাচ্ছে, ২০১৭-১৮ সালে ৫৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ২০১৬-১৭ সালে এই সংখ্যা ৪৫ লক্ষ। EPFO-র তথ্য প্রথমবার প্রকাশ হওয়ার পর এখন ব্যবহৃত হচ্ছে নিয়মিত। এই তথ্যসূত্র জানাচ্ছে, ২০১৭-র সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৮-র মার্চ পর্যন্ত ৪১ লক্ষ নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। সংখ্যাটি ঘোষ ও ঘোষ এর সমীক্ষার তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

বেতনভোগীদের তালিকা থেকে সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের আন্দাজ পাওয়া যায়। অসংগঠিত ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থানের প্রশ্নে সাফল্য এসেছে। সেখানে কাজের বাজার বেড়ে চলেছে প্রতিনিয়ত।

- **অসংগঠিত ক্ষেত্র :**

দেশের কর্মজীবীদের ৮০ শতাংশই কাজ করেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে। এখানে কাজের

সুযোগ আরও বাড়াতে চায় সরকার। নতুন অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে কাজের সুযোগের নানা দরজা খুলে গেছে। নতুন দুনিয়ায় তৈরি হয়েছে সদস্যতাভিত্তিক কর্মসংস্থানের পরিসর। উদাহরণ হিসেবে ওলা/উবের-এর চালক অংশীদার (driver partner) ফ্লিপকার্ট অ্যামজন-স্ন্যাপডিল-এর মত সংস্থার পণ্য অর্পন সংক্রান্ত পেশাদার (delivery professionals) কিংবা UrbanClap/Quikr Services-এর মতো গৃহপরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার পেশাদারদের কথা বলা যেতে পারে। এই পেশাদাররা কোনও সংস্থার তথাকথিত বেতনভুক্ত কর্মচারীর থেকে আলাদা। কাজেই কর্মসংস্থান সংক্রান্ত প্রথাগত হিসেব-নিকেশের বাইরে এরা।

আরও কিছু বলার আছে এখানে। ২০১৪-এ ভারতভিত্তিক ক্যাব বা যাত্রীযান সংস্থা 'ওলা'য় নিবন্ধীকৃত ছিলেন ২০-টি শহরের ৩৭ হাজার চালক-অংশীদার। ২০১৮-র মার্চে সংখ্যা অনেক বেড়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। ওই সময়ে ১১০-টি ভারতীয় শহরের ১০ লক্ষের বেশি চালক-অংশীদার নিবন্ধীকৃত 'ওলা'য়। 'ওলা'র সমধর্মী আন্তর্জাকি সংস্থা 'উবের'-এ এদেশে নিবন্ধীকৃত চালক-অংশীদারের সংখ্যা ওই সময় দাঁড়ায় ১২ লক্ষ। কাজেই, শুধুমাত্র ক্যাব পরিষেবা ক্ষেত্রেই এদেশে গত চার বছরে ২২ লক্ষের বেশি মানুষের কাজ মিলেছে। বড়ো শহরগুলিতে UrbanClap এবং Quikr Services-এর পরিষেবা প্রদানে নিযুক্ত ২৫ লক্ষেরও বেশি পেশাদার। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টটেন্ট, আইনজীবী বা অন্য নানা পেশায় প্রতি বছর যোগ দিচ্ছেন বেশ কয়েক হাজার মানুষ। এদের সহকারি হিসেবেও কাজ জুটছে অনেকের। তথাকথিত কর্মরতদের তালিকায় এদের হদিশ পাওয়া যায় না। এদের ধরলে দেশে কার্যকর নতুন কর্মসংস্থান-এর সংখ্যা বেশি হবে অবশ্যই।

সড়কপথে পণ্য পরিবহণ ক্ষেত্রে ২০১৩ সালে নিবন্ধীকৃত পণ্যস্থানান্তরকারী ট্রাক-এর সংখ্যা ছিল ৮১ লক্ষ। প্রতি বছর সত্তর হাজার নতুন ট্রাক এক্ষেত্রে নিবন্ধীকৃত হচ্ছে। তা ধরলে বর্তমানে ভারতের রাস্তায় চলাচলকারী ট্রাক-এর সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১ কোটি ২০ লক্ষ। যতদুর জানা যায়, ট্রাক পরিবহণ শিল্পে নিযুক্তরা খাতায়-কলমে কর্মসংস্থান বিষয়ক হিসেবের মধ্যে আসেন না। একথা অটোরিকশা চালক কিংবা আধাশহুরে বা গ্রামীণ এলাকায় পরিবহণ পরিষেবায় নিযুক্তদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এরা সকলেই কিন্তু কাজ করে উপার্জন করেন। এদের ধরলে শুধুমাত্র এক্ষেত্রেই উপার্জনকারী মানুষের সংখ্যা ১কোটি ২০ লক্ষ থেকে ১কোটি ৫০ লক্ষ বেড়ে যায়। রাস্তার পাশের খাবারের জায়গা, পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত কাজকর্ম, গ্রামের হাট-বাজারে কর্মরত স্বনিযুক্তদের মতো আরও অসংখ্য পেশায় নিযুক্তদের বিষয়েও গল্পটা একই। কাজেই, সংক্ষেপে এটুকুই বলা যায় যে এইসব অসংগঠিত কিংবা হিসেবের বাইরে থাকা ক্ষেত্রগুলির হিসেব ঠিকমত না হওয়া পর্যন্ত দেশে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত চালচিত্র কিংবা গত চার বছরে কাজের সুযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে সঠিকভাবে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না।

এ পর্যন্ত দেওয়া নির্ভরযোগ্য তথ্য এবং যুক্তিযুক্ত ধারণাকে ভিত্তি করে হিসেব কষলে বলা যেতে পারে গত ২ বছরে দেশে কম করেও সত্তর থেকে পঁচাশি লক্ষ মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। কর্মজগতে নতুন প্রবেশকারীদের কাজের সংস্থানের দিক থেকে দেখলে সংখ্যাটি যথেষ্ট স্বস্তিদায়ক।

- **স্বনিযুক্তি :**

স্বনিযুক্তদের প্রসঙ্গটি নিয়েও আলোচনা দরকার। দেশজুড়ে স্বনিযুক্তি, উদ্যোগ এবং কর্মসংস্থানে গতি আনতে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম হল মুদ্রা (MUDRA) ঋণ। মুদ্রা-র আওতায় পরিমাণগত দিক থেকে তিনটি বর্গের ঋণ দেওয়া হয়। ক) শিশু : এক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে, খ) কিশোর: এক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ ৫০ হাজার থেকে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং গ) তরুণ: এক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। গত তিন বছরে এই প্রকল্পের আওতায় ১২ কোটি ২৭ লক্ষ উদ্যোগপতিকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। মোট প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ৫ লক্ষ কোটি টাকারও

বেশি। ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ৭৪ শতাংশ (৯কোটি) মহিলা। নতুন ঋণগ্রহীতাদের শতাংশ প্রায় ২৬। সংখ্যার হিসেবে তা তিন কোটি ২৫ লক্ষ। প্রতিটি ঋণদানের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় বেশ কয়েকজন মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বিভিন্ন উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, মুদ্রা ঋণ দেশে বহু মানুষের রুটিরুজি নিশ্চিত করেছে। কাজের সুযোগ সৃষ্টির প্রশ্নে ক্ষেত্রবিশেষে তারতম্য থাকতেই পারে। তবে গড়ে ঋণপ্রতি এক জনের কাজ মিলেছে এটা বলা যায়। 'কিশোর' কিংবা 'তরুণ' ঋণের ক্ষেত্রে বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে স্বাভাবিক বিচারেই। যদি আমরা MUDRA-র আওতায় প্রতিটি ঋণে একজনেরই কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে ধরে নিই এবং এও ধরে নিই যে একজনের পুনর্বার ঋণগ্রহণে নতুন করে কারও কর্মসংস্থান হচ্ছে না, তা হলেও এটা জোর দিয়ে বলা যায় যে শুধুমাত্র মুদ্রা যোজনার আওতাতেই এদেশে ৬ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

এর সঙ্গে আগের অসংগঠিত ক্ষেত্রের হিসেব জুড়লে বলাই যেতে পারে যে গত চার বছরে ভারতে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান হয়েছে। শ্রমের চাহিদা শ্রমের নতুন জোগানের চেয়ে পিছিয়ে নেই। এমনকি, আগের বেকারদেরও অনেকে এই চার বছরে কাজ পেয়েছেন এই দাবিও করা যেতে পারে।

সাফল্যের আখ্যান

- লুধিয়ানার নিবেদিতা একটিমাত্র সেলাই মেশিন নিয়ে পোশাক তৈরির ব্যবসা চালাতেন। 'মুদ্রা' ঋণ নিয়ে তিনি দশটি সেলাই মেশিন কিনে ব্যবসা বাড়িয়ে ফেলেছেন। ১০ জনকে কাজ দিয়েছেন তিনি।
- কলকাতার কাকলি ঘোষ 'মুদ্রা' ঋণ নিয়ে পরীক্ষাগারে ব্যবহারযোগ্য কাঁচের সামগ্রী তৈরির পারিবারিক ব্যবসা বাড়িয়ে ফেলেছেন। নিজের পাড়ার ৫ জনকে কাজ দিয়েছেন তিনি।
- লখনৌয়ের অঞ্চলি বনসল রেস্তোঁরা খুলেছেন 'মুদ্রা' ঋণ নিয়ে। সেখানে এখন কর্মরত ১২ জন।
- আনওয়ার আলি আগে কাজ করতেন পাটশিল্প শ্রমিক হিসেবে। 'মুদ্রা' ঋণ নিয়ে নিজেই ব্যবসা শুরু করেছেন। তিনি ছাড়াও সেখানে আরও তিনজন কাজ করছেন এখন।

দেশে প্রকৃত মজুরির হার (real wage rate)-এর গতিপ্রকৃতি থেকেই শ্রমের বাজারে চাহিদা ও জোগানের সমতার বিষয়টি সম্ভবত সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায়। জোগানের তুলনায় শ্রমের চাহিদা কম হলে প্রকৃত মজুরির হার কমে। দুর্ভাগ্যবশত এখানেই নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব একটা বড়ো সমস্যা। শহরাঞ্চলে শ্রমের মজুরি-র গতিপ্রকৃতি নিয়ে সেভাবে কোনও তথ্যই পাওয়া যায় না বলতে গেলে। তবে, ২০১৪-২০১৮, এই সময়ের কৃষি এবং কৃষি ব্যতিরেকে নানা ক্ষেত্রে বার্ষিক গড় দৈনিক মজুরি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় Labour Bureau থেকে। দেখা যাচ্ছে, গ্রামীণ অঞ্চলে কৃষি ব্যতিরেকে অন্য ক্ষেত্রগুলির প্রায় সবকটিতেই প্রকৃত মজুরি (পুরুষকর্মীদের ক্ষেত্রে) বেড়েছে। কাঠের মিস্ত্রী, কর্মকার, তন্তুবায় সকলের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। শুধুমাত্র জলের কলের মিস্ত্রীদের মজুরিই সামান্য কমেছে। রাজমিস্ত্রি, কর্মকার, কাঠের মিস্ত্রি, সাফাই কর্মী, হস্তশিল্পীদের মজুরি বেড়েছে ৯ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত। কাজেই নিরাশাবাদীদের কথা নির্ভরযোগ্য নয়। গ্রামভারতে বেকারি বেড়ে চলেছে — এই অভিযোগ ভুল।

আমি নিশ্চিত যে শহরাঞ্চলেও বিভিন্ন পেশার কর্মীদের প্রকৃত মজুরি বাড়ছে। যারা কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে না বলে শোরগোল তুলছেন তাদের উচিত নিজেদের বক্তব্য যাচাই করা। NSSO-র গৃহভিত্তিক সমীক্ষার ফল প্রকাশ পর্যন্ত অন্তত চুপ কররে থাকা উচিত তাদের। ❑

- **পরিশিষ্ট :**

১) উৎপাদন, নির্মাণ, বাণিজ্য, পরিবহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, হোটেল ব্যবসা, রেস্তোরা, তথ্যপ্রযুক্তি, বাণিজ্য প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে দেশের বাইরে থেকে কাজের বরাত (outsourcing)।

২) http://eacpm.gov.in/wp-content/uploads/2018/07 all you wanted - to - know about employment-in-India-EACPM-omega-July-9-2018.pdf থেকে প্রাপ্ত।

৩) Towards Payroll Reporting in India, Pulak Ghosh and Soumya Kanti Ghosh, January 2018. http://www.iimb.ac.in.user/165/pulak-ghosh থেকে প্রাপ্ত।

নিয়মিত বেতনভুক্ শ্রমিক-কর্মীদের তালিকা সংক্রান্ত বিবরণীর সদ্ব্যবহার

টি. ভি. মোহনদাস পাই, যশ বৈদ

তথ্য-পরিসংখ্যান প্রমাণ করে দেয় যে কর্মহীন বিকাশের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও পুরোপুরি ভুল। ১৯৯১ ও ২০১৮-র মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতি দারুণভাবে বার্ষিক ৮.৭ শতাংশ হারে বেড়েছে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP ২৭,৫০০ কোটি মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে হয়েছে ২ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। এরকম বৃদ্ধি কর্মহীন বৃদ্ধি হতে পারে না। আবার, ভারতের GDP বৃদ্ধির বর্তমান হার, বার্ষিক ৭.৫ শতাংশ; অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে কর্মসংস্থানকে অন্তত ২.৫ থেকে ৩ শতাংশ হারে বাড়াবে।

ভারতে কর্মসৃজনের বিশদ তথ্যসম্বলিত কোনও সুসংহত প্রতিবেদন নেই। বেঙ্গালুরুর Indian Institute of Management এর অধ্যাপক পুলক ঘোষ এবং SBI-এর Group Chief Economic Adviser ডক্টর সৌম্যকান্তি ঘোষ-এর তৈরি 'Towards a Payroll Reporting in India' শীর্ষক প্রতিবেদনে, সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা প্রথমবার জানা যায়। ঘোষ-প্রতিবেদনের পূর্বসূরি ছিল জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা বা NSSO-র প্রতিবেদনগুলি। তবে তাদের হিসাব-নিকাশের মধ্য দিয়ে দেশের কর্মসংস্থান

সারণি - ১

বার্ষিক নবজাতকের সংখ্যা (আনুমানিক)	ইউনিট	বার্ষিক যত নবজাতক যুক্ত হয়
জনগণনা বর্ষ ১৯৯১	লক্ষ	২৫৩
জনগণনা বর্ষ ২০০১	লক্ষ	২৪৮
জনগণনা বর্ষ ২০০১	লক্ষ	২৫০

সারণি - ২

ভারতীয় শ্রমিক সংখ্যা	ইউনিট	২০১৭
ওপরের হিসাব মতো প্রতি বছর শ্রমিক-কর্মচারী রূপে নিযুক্ত বা সক্রিয়ভাবে কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যার বৃদ্ধি	লক্ষ	২৫০
ওপরের হিসাব মতো শ্রমের বাজারে স্বেচ্ছায় যারা অংশগ্রহণ করেন না	লক্ষ	— ১০০
প্রতিবছর শ্রমিক-কর্মচারী রূপে নিযুক্ত বা সক্রিয়ভাবে কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যার নিট বৃদ্ধি	লক্ষ	১৫০
প্রতি বছর স্নাতকদের সংখ্যা (মোট যোগ্যতাসম্পন্ন মানব সম্পদের বৃদ্ধি)	লক্ষ	৮৮
ছুট বা **Drop Out**-এর হার	লক্ষ	— ২২
প্রতিবছর শ্রমিক-কর্মচারী রূপে নিযুক্ত বা সক্রিয়ভাবে কর্মপ্রার্থীদের সঙ্গে যত যোগ্যতাসম্পন্ন মানব সম্পদ যুক্ত হন		৬৬,০০,০০০
প্রতি বছর অস্নাতক / স্নাতক শ্রমিক (৫০ লক্ষ - ৬৬ লক্ষ)		৮৪,০০,০০০

[শ্রী পাই মণিলাল গ্লোবাল এডুকেশন সার্ভিসেস-এর চেয়ারম্যান। ই-মেল : mohan.pai@manipalglobal.com এবং শ্রী বৈদ 3 one 4 Capital-এর গবেষণা বিভাগের প্রধান। ই-মেল : yashbaid@3one4capital.com]

সারণি - ৩			
প্রকল্প		**অর্থবর্ষ ২০১৮**	**বছরে যত কাজ তৈরি হয়**
EPFO		৫৫,০০,০০০	
NPS		৭,০০,০০০	
ESC		৯,০০,০০০	
সংগঠিত ক্ষেত্রে তৈরি নতুন কাজের মোট সংখ্যা			**৭১,০০,০০০**

সারণি - ৪			
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট	**অর্থবর্ষ ২০১৬**	**অর্থবর্ষ ২০১৭**	**প্রতি বছর তৈরি হওয়া কাজের সংখ্যা**
২০১৬-১৭-এ নতুন ICAI সদস্যদের সংখ্যা		১৬,৯৭০	
ভারতে কর্মরত পেশাদার ফার্মের সংখ্যা (সদর দপ্তর ও শাখা)	৭৯,৯৯৩	৮৫,৬১৭	
২০১৬-১৭-এ নতুন কর্মরত ফার্মের সংখ্যা		৫,৬২৪	
প্রতি বছর কর্মচারী হিসাবে নিয়োগের জন্য যত কাজ তৈরি হয়		১,১২,৪৮০	
			১,১৮,১০৪
চিকিৎসা ক্ষেত্রের পেশাদার		**অর্থবর্ষ ২০১৭**	**প্রতি বছর তৈরি হওয়া কাজের সংখ্যা**
ডাক্তারদের মোট সংখ্যা		২৫,২৮২	
ডেন্টাল সার্জন (দন্ত চিকিৎসক)-দের মোট সংখ্যা		৫৩,৪৭৩	
আয়ুষ ডাক্তারদের মোট সংখ্যা		২,২০০	
২০১৬-১৭-এ চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত মোট পেশাদারদের সংখ্যা		৮০,৯৫৫	
২০১৬-১৭-এ নতুন প্র্যাকটিস্ যতটা বেড়েছে (৬০ শতাংশ হারে)		৪৮,৫৭৩	
প্রতি বছর কর্মচারী হিসাবে নিয়োগের জন্য যত কাজ তৈরি হয়		২,৪২,৮৬৫	
			২,৯১,৪৩৮
আইনজীবী		**অর্থবর্ষ ২০১৭**	**প্রতি বছর তৈরি হওয়া কাজের সংখ্যা**
নতুন আইনজীবী (স্নাতক)		৬৭,৯৭৩	
নতুন আইনজীবী (স্নাতকোত্তর)		১১,৩৮৭	
মোট নতুন আইনজীবী		৭৯,৩৬০	
যারা পেশায় যোগ দেন (৬০ শতাংশ অংশগ্রহণ করেন ধরে নিয়ে) (স্নাতক)		৪০,৭৮৪	
স্নাতকোত্তর যারা পেশায় যোগ দেন (৮০ শতাংশ অংশগ্রহণ করেন ধরে নিয়ে)		৯,১১০	
প্রতি বছর নতুন যারা পেশায় আসেন তাদের সংখ্যা		৪৯,৮৯৩	
প্রতি বছর কর্মচারী হিসাবে নিয়োগের জন্য যত কাজ তৈরি হয়		১,৪৯,৬৮০	
			১,৯৯,৫৭৪
পেশাদার ব্যক্তিরা ২০১৬-১৭-এ যত কর্মসংস্থান করেছেন (পরামর্শদাতা বা কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট ইত্যাদি বাদ দিয়ে)			**৬,০৯,১১৬**

বিষয়ক পরিস্থিতির পর্যাপ্ত প্রতিফলন হয়নি। তাই দেশে কর্মসংস্থান পরিস্থিতি নিরূপণ করতে ও সেসম্পর্কে জানাতে একটি উন্নততর পদ্ধতি গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়।

কাজের বাজারে মানব সম্পদের জোগান বিশ্লেষণ করে এই প্রক্রিয়া শুরু করা যায়। ১৯৯১, ২০০১ ও ২০১১-র জনগণনার তথ্য-পরিসংখ্যান বিবেচনা করে ঘোষ প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, প্রতি বছর ২.৫ কোটি শিশু জন্মগ্রহণ করে। ফলে, প্রতি বছর আড়াই কোটি মানুষ ২১ বছর পূর্ণ করে। আগামী ২ বছরও এইভাবে চলবে।

এই আড়াই কোটি মানুষের মধ্যে ৬০ শতাংশ, অর্থাৎ দেড় কোটি মানুষ হয় শ্রমিক-কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত; নয়তো সক্রিয়ভাবে কর্মপ্রার্থী। অধিকন্তু AISHE (All India Survey of Higher Education বা উচ্চতর শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বভারতীয় সমীক্ষা)-র ২০১৬-১৭-র রিপোর্ট তুলে ধরেছে যে প্রতি বছর দেশে যত স্নাতক হয়ে বের হন, তাদের সংখ্যা প্রায় ৮৮ লক্ষ। এই জনসংখ্যার মধ্যে drop out, অর্থাৎ যারা কাজ চান না, তারা ২৫ শতাংশের মতো হবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এটা প্রতি বছর শ্রমশক্তিতে যুক্ত হওয়া বা

সারণি - ৫

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ও ভারতীয় দক্ষতা বিকাশ নিগম		অর্থবর্ষ ২০১৭	প্রতি বছর তৈরি হওয়া কাজের সংখ্যা
PMKVY ও NSDC -র অঙ্গ হিসাবে		১০,১৮	
চাকুরি জোগাড় হয়েছে এমন ব্যক্তিদের হার (৪৯%)		৫৭২	
PMKVY-এর সুবাদে তৈরি কাজের সংখ্যা		৪,৯৯,১০০	
			৪,৯৯,১০০

সারণি - ৬

শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিক্রি হওয়া গাড়ির সংখ্যা		অর্থবর্ষ ২০১৮	প্রতি বছর তৈরি হওয়া কাজের সংখ্যা
বিক্রি হওয়া বাণিজ্যিক গাড়ির সংখ্যা (রপ্তানি বাদ দিয়ে)		৭,৫৯,৫৮৬	
গাড়ি বদল হওয়ার হার (২৫ শতাংশ)		-১,৮৯,৮৯৭	
		৫,৬৯,৬৯০	
তৈরি হওয়া কাজের সংখ্যা (কর্মসংস্থানের গড় ক্ষমতা গাড়ি পিছু ২ ধরে)			**১১,৩৯,৩৭৯**
বিক্রি হওয়া তিন চাকার গাড়ির সংখ্যা (রপ্তানি বাদ দিয়ে)		২,৫৪,৬৯৬	
গাড়ি বদল হওয়ার হার (১০ শতাংশ)		-২৫,৪৭০,২,	
		২৯,২২৬	
তৈরি হওয়া কাজের সংখ্যা (কর্মসংস্থানের গড় ক্ষমতা গাড়িপিছু ১.৫ ধরে			**৩,৪৩,৮৪০**
বিক্রি হওয়া যাত্রীবাহী গাড়ির সংখ্যা (রপ্তানি দিয়ে)		২৫,৪০,৬৭৮	
গাড়ি বদল হওয়ার হার (২০ শতাংশ)		-৫,০৮,১৩৬	
		২০,৩২,৫৪২	
তৈরি হওয়া কাজের সংখ্যা (কর্মসংস্থানের গড় ক্ষমতা গাড়িপিছু ০.২৫ ধরে			**৫,০৮,১৩৬**
পরিবহণ শিল্পে তৈরি হওয়া কাজের সংখ্যা, ২০১৭-১৮			**১৯,৯১,৩৫৪**

সারণি - ৭

পরিবহণ শিল্পে ২০১৬-১৭-এ মজুত মোট কর্মসংস্থান

অঞ্চল		ট্রাক	হালকা মোটরযান (পন্যবাহী)	যান	ট্র্যাক্সি	হালকা মোটরযান (পন্যবাহী)	মোট পরিবহণ
উত্তর	পাঞ্জাব	৪,৪৮,২৯১	১,৪৬,৪২৩	৫৮,২৫২	৩,১২৭	৬,২৭,৯৪৬	**১৩,২০,০৩৯**
	উত্তরপ্রদেশ	২,৭৭,৬২৭	৩,৪২,১৬০	৬৪,৮৯২	১,১২,২৭৬	২,৯৯,৮৫১	**১০,৯৬,৮০৬**
	হরিয়ানা	৩,৮৬,১১৭	১,৯৯,২২৬	৫৬,৫৪৯	৬৮,৫৮৩	১,৮৭,৫১৯	**৮,৯৭,৯৯৪**
	জম্মু ও কাশ্মীর	৫০,৫৩০	৮২,৮০৪	৩১,৫৬৫	৪১,৪৮৩	২১,৭৮১	**২,২৮,১৬৩**
	হিমাচল প্রদেশ	৭৭,৮৭২	৬৯,২৩৪	২২,৮৫৩	৩৪,৭০৬	৩,৯৫৩	**২,০৮,৬১৮**
	উত্তরাঞ্চল	৭৩,৯২৯	৪৪,০১৮	৫,৫৭০	৪৮,১৮৭	২৫,৫৭৯	**১,৯৭,২৮৩**
	দমন ও দিউ	৪,৭৭৮	১,৯৯০	না	৭৪	১,৩০৫	**৮,১৪৭**
	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	না	না	১,১০৬	৪৮৯	৪,৯৩১	**৬,৫২৬**
পূর্ব	দিল্লি	৬,৫৩,৫০২	না	৯৭,০৬৫	১,৩২,৯৬৭	৬,৭৩,৩৪২	**১৫,৫৬,৮৭৬**
	মেঘালয়	১৫,৪২৬	১২,৬৫৪	৫,৬৬৮	২৪,১৭২	২১,৯৩৯	**৭৯,৮৫৯**
	ঝাড়খণ্ড	৬৯,১২৪	১,৬২,১২২	৭৫,৬৩৬	১৬,৮৩৭	১,৫৩,৩৩২	**৪,৭৭,০৫১**
	পশ্চিমবঙ্গ	৪,৮,৮৮০	না	৩৫,৩৬৯	১,২৮,৩০৮	৭০,০১০	**৭,১৫,৫৬৭**
	ওড়িশা	১,৬৯,৩২৪	১,৬৫,৮৫৮	২৬,১৫০	১,১৫,১৩৯	১,৩৯,৭৩২	**৬,১৬,২০৩**
	বিহার	১,০৬,৯৩৩	৫৫,৭৪৪	৩২,৯৪০	৯৭,৭০৩	২,৭৬,০৪২	**৫,৬৯,৩৬২**
	অসম	১,৪৭,৩৫৫	১,১৯,১৭৫	২৪,৯৯৩	৫৯,১৭৪	১,০৯,০২১	**৪,৫৯,৭১৮**
	নাগাল্যান্ড	১,৪১,৬৬৩	২৩,৯৭৮	৬,১৩১	৯,৩২৪	১৯,৮৩২	**২,০০,৯২৮**
	ত্রিপুরা	৯,০৯৫	১১,৫২৫	৩,০৫১	১২,৫৪২	২৬,৩৪০	**৬২,৫৫৩**
	মিজোরাম	৫,৮৭৭	২৫,৫৬৮	১,৩০৬	১১,৩৬৩	৫,১৩০	**৪৯,২৪৪**
	মণিপুর	১৮,৩৭৪	২,৬১৯	৩,৮২৫	১০,৪৮০	৫,৫৪৭	**৪০,৮৪৫**
	সিকিম	৪,০১৮	১,৫৯১	৪১৭	১৪,০২৮	না	**২০,০৫৪**
	অরুণাচল প্রদেশ	৯,৫৭৩	না	না	না	না	**৯,৫৭৩**
পশ্চিম	মহারাষ্ট্র	৪,৪৫,৩৭০	৯,৯২,৮৫৬	১,৪২,৯৮৯	৩,৪৩,৬৫৯	৭,১০,০৬০	**২৬,৩৪,৯৩৪**
	গুজরাট	৪,০১,৫৩৪	৬,৭৭,৯৫১	৮৯,৩৫৩	১,২৩,৫৩২	৫,৫১,৪৩৪	**১৮,৪৩,৮০৪**
	রাজস্থান	৫,৬৯,৩৬৪	১,০৮,৭৪২	১,০৭,৯৫৯	১,৪১,১৪৬	১,৯৪,৫১৬	**১১,২১,৭২৭**
	চন্ডিগড়	১,৯২৬,	৯,৪১৪,	২,৯২০	৮৬৮	৭,৬৮৬	**২২,৮১৪**
	দাদরা ও নগর হাভেলি	২,৯৮৪	৪,০১৯	৪২৩	২	৪৯৬	**৭,৯২৪**
দক্ষিণ	তামিলনাড়ু	৫,৭১,৪৩৯	৪,২৭,৩২৯	১,৮৬,১৮	৩,৯৯,৬৬৯	৪,০৪,৩৭৭	**১৯,৮৮,৯৯৬**
	কর্ণাটক	৩,০৭,৮৪০	৪,০৮,০০৫	৯২,৬০২	২,৯৪,৬৮৪	৪,৫১,৯৮০	**১৫,৫৫,১১১**
	তেলেঙ্গানা	৬,১৫,৪২০	না	৫১,৭৪২	১,২৪,৮৩০	৩,৪৪,৯৯৩	**১১,৩৬,৯৮৫**
	কেরালা	৪,০৫,৬৯৯	৩,২৬,০৩০	৩০,১৯৫	৭৭,৪৪৮	৩,৫৬,৪৯৫	**১১,৯৫,৮৬৭**
	অন্ধ্রপ্রদেশ	১,৬২,৬৯৪	২,১১,১৬৮	৪৪,৪৮২	৮২,১৯০	৪,৯৭,৬১০	**৯,৯৮,১৪৪**
	গোয়া (সি)	৪৪,২১৯	১৮,৪১৬	১১,৭৩৩	১৯,৩৫০	৪,৪৩৩	**৯৮,১৫১**
	পুদুচেরী	১,১৪৩	১১,৩২৫	২,৭২২	৫,১২৪	৬,৯৫২	**২৭,২৬৬**
	লাক্ষাদ্বীপ	না	১,০৮২	না	২৫০	৭৫০	**২,০৮২**
মধ্য	মধ্যপ্রদেশ	২,০৯,২৭৫	২,৬৬,২৭৪	৪৭,৮৮৪	১৯,৯৭৫	১,২৭,৪৮৭	**৬,৭০,৮৯৫**
	ছত্তিশগড়	১,২৯,০৪৭	৯৫,৪২৮	৬৩,৮২৯	২৩,৬০১	৪০,৭৩৩	**৩,৫২,৬৩৮**
সর্বমোট সংখ্যা		**৭০,৫৫,২৪২**	**৫০,২৪,৭২৮**	**১৪,২৮,৩৫৩**	**২৫,৯৭,২৯০**	**৬৩,৭৩,১৩৪**	**২,২৪,৭৮,৭৪৭**

উৎস : Triangulated co-relation between transport departments of individual states combined with ministry of transport and infrastructure, extrapolated by Excellence4u

সারণি - ৮

পরিবহণ শিল্পে মজুত মোট কাজের সংখ্যা (২০১৬-১৭)

	ট্রাক	হালকা মোটরযান (পণ্যবাহী)	বাস	ট্র্যাক্সি	হালকা মোটরযান (পণ্যবাহী)	মোট পরিবহণ
গাড়িপিছু তৈরি হওয়া কাজের সংখ্যা ধরা হয়েছে	২	২	২	২	২	
গাড়িপিছু কাজের সংখ্যা	১,৪১,১০,৪৮৪	১,০০,৪৯,৪৫৬	২৮,৫৬,৭০৬	৫১,৯৪,৫৮০	১,২৭,৪৬,২৬৮	৪,৪৯,৫৭৪৯৪
২০ শতাংশ গাড়ি অকেজো ধরে নিয়ে	-২৮,২২,০৯৭	-২০,২২,০৯৭	-৫,৭১,৩৪১	-১০,৩৮,৯১৬	-২৫,৪৯,২৫৪	-৮৯,৯১,৪৯৯
পরিবহণ শিল্পে মোট মজুত কাজের সংখ্যা (২০১৬-১৭)	**১,১২,৮৮,৩৮৭**	৮০,৩৯,৫৬৫	**২২,৮৫,৩৬৫**	**৪১,৫৫,৬৬৪**	**১,০১,৯৭,০১৪**	**৩,৫৯,৬৫,৯৯৫**

সারণি - ৯

ক্ষেত্র			প্রতি বছর নতুন কাজের সংখ্যা
সংগঠিত ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া নতুন কাজের মোট সংখ্যা (EPFO, NPS, ESIC)			৭১,০০,০০০
	চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, আইনজীবী ও চিকিৎসাক্ষেত্রের পেশাদার	৬,০৯,১১৬	
	অন্যান্য পেশাদার	৩,০০,০০০	
	পরিবহণ ক্ষেত্র	১৯,৯১,৩৫৪	
অসংগঠিত ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া নতুন কাজের মোট সংখ্যা			২৯,০০,৪৭০
প্রতি বছর তৈরি হওয়া কাজের সংখ্যা			**১,০০,০০,৪৭০**

যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বর্ধিত সংখ্যা নিরূপণে সাহায্য করবে। সংখ্যাটা দাঁড়াচ্ছে ৬৬ লক্ষে। তাই শ্রমশক্তিতে স্নাতক নন এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৮৪ লক্ষে।

লক্ষণ অনুসারে, ভারতে কাজকে সংগঠিত ও অসংগঠিত - এই দু'টি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়। সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলি সামাজিক নিরাপত্তা পাবে। ভারতে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানকারী সংস্থা তিনটি — EPFO, ESIC ও NPS (NPS শুধু সরকারি কর্মচারীদের জন্য)। সংগঠিত ক্ষেত্রে কত কাজ সৃষ্টি হল, সেসংক্রান্ত তথ্য-পরিসংখ্যান পাওয়ার সূত্র হচ্ছে EPFO এবং ESIC। ২০ জনের বেশি কর্মী নিয়োগকারী সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে ১৯০-টি শিল্প EPFO এবং ১০ জনের বেশি কর্মী নিয়োগকারী সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে ৯০-টি শিল্প ESIC-এর আওতায় রয়েছে। EPFO এবং ESIC গত ৬ মাসের তথ্য-পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে এবং ঘোষ প্রতিবেদনে সেগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ২০১৮-র মার্চ পর্যন্ত সময়ে ওই প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, NEPEO-র আওতায় ৫৫ লক্ষ, ESIC-এর আওতায় ৯ লক্ষ এবং NPS-এর আওতায় ৭ লক্ষ বাড়তি কাজ (চাকরি) নথিভুক্ত হয়েছে। এই তথ্য-পরিসংখ্যান বোধগম্য এবং ২০১৮ এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি তথ্য- পরিসংখ্যানের অন্তর্ভুক্তিতে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যাবে না। তবে এটা ধরে নেওয়া নিরাপদ যে সংগঠিত ক্ষেত্রে প্রতি বছর ৭০ লক্ষ কাজ তৈরি হয়, কারণ এই তথ্য-পরিসংখ্যান (EPFO, ESIC ও NPS -এর শ্রমিক-কর্মচারীদের) মাসিকভাবে প্রদত্ত অর্থ ও নিয়মিত বেতনভুক্ শ্রমিক-কর্মচারীদের তালিকার (Payroll) উপর ভিত্তি করে সংগৃহীত হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা পরিসরের বাইরে যে লোকসংখ্যা, তার সদস্যদের ওপরও আমরা চোখ রাখব। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, আইনজীবী ও ডাক্তারদের মতো পেশাদারেরা কর্মসৃজনে প্রধান ভূমিকা নেন এবং এবিষয়টিকে আমাদের হিসাবনিকাশের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিতে হবে। ICAI (Institute of Chartered Accountants)-এর তথ্য-পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০১৭-এ ১৬,৯৭০ জন নতুন

সারণি - ১০			
প্রকল্প			**মোট মজুত**
কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন বা EPFO (নন জিরো)			৬,০০,০০,০০০
পরোক্ষভাবে সরকারি (Government Parastatal)			২,৫০,০০,০০০,
কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগম (ESIC)			১,০০,০০,০০০
সংগঠিত ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া নতুন কাজের মোট সংখ্যা			**৯,৫০,০০,০০০**

সারণি - ১১			
ক্ষেত্র			**মজুত কাজের মোট সংখ্যা**
সংগঠিত ক্ষেত্রে মজুত কাজের মোট সংখ্যা (EPFO, GPF, ESIC)			৯,৫০,০০,০০০
	পেশাদার বর্গ	১,০৮,৩৭,৫৩১	
	পরিবহণ ক্ষেত্র	৩,৫৯,৬৫,৯৯৫	
সংগঠিত ক্ষেত্রে মজুত কাজের মোট সংখ্যা			৪,৬৮,০৩,৫২৬
মজুত কাজের মোট সংখ্যা			**১৪,১৮,০৩,৫২৬**

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট পেশায় আসেন এবং ৫,৬২৪-টি নতুন ফার্ম খোলেন। লোকসংখ্যার এই অংশ মোট যত কর্ম সৃষ্টি করে, তা নতুন ফার্ম স্থাপনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পেশাদার ব্যক্তিদের নিয়োগ করা অতিরিক্ত মানব সম্পদের অন্যতম উপাদন।

ডাক্তার ও আইনজীবীদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। এই দুই পেশার মানুষও ২০১৭-এ শ্রমশক্তিতে মোট কর্মক্ষম মানুষদের প্রায় ৮০,০০০ ব্যক্তিকে যুক্ত করেছেন। এর সঙ্গে এই সব পেশাদার মানুষদের ব্যবসা শুরু করা ও চালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক কর্মীদের (Clerk বা করণিক, paralegals বা মুহুরি, মোক্তার প্রভৃতির মতো পার্শ্ব-আইনকর্মী, নার্স ইত্যাদি) যোগ করে আমাদের অনুমান, অসংগঠিত ক্ষেত্রে শুধু এই তিনটি পেশার মাধ্যমেই ৬ লক্ষের বেশি কর্ম সৃষ্টি হয়। একই রকমের অন্যান্য পেশা ও Consultancy বা পেশাদারী ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শদানের মতো কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সংখ্যা অবশ্য ধরা হয়নি।

আবার যদি ধরে নেওয়া হয়, CA Practice বা ফার্ম পিছু ২০ জন ডাক্তারের Practice বা চেম্বার পিছু ৫ জন এবং আইনজীবির আইন ব্যবসা পিছু তিন জনের কাজ হয়, তাহলে এই তিনটি পেশার মাধ্যমে যত কাজ সৃষ্টি হবে, তার মোট সংখ্যা হবে এক কোটি ৮ লক্ষ। সারণি ৪-এ তা দেখানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা এবং জাতীয় দক্ষতা বিকাশ নিগম বা National Skill Development Corporation-এর বিভিন্ন উদ্যোগ থেকে পাওয়া তথ্য-পরিসংখ্যান সারণি-৫-এ দেওয়া হয়েছে। এই সব উদ্যোগ থেকে গত বছরে ৫ লক্ষ কাজের সৃষ্টি রয়েছে। তবে সংগঠিত বা অসংগঠিত ক্ষেত্রের হিসাব-নিকাশে অন্যান্য বিভাগে এই বিষয়টিকে ধরা হয়ে থাকতে পারে।

পরিবহণ শিল্প অসংগঠিত ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক কাজের সৃষ্টি করে। গাড়ির মালিক হিসাবে ব্যক্তি বা ছোটো ছোটো সংস্থা এই সব কাজে নিযুক্ত। Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) থেকে যে তথ্য-পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তাকে কী ধরনের গাড়ি—এই ভিত্তিতে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। এইভাবে বাণিজ্যিক যান বা commercial vehicle, তিন চাকার গাড়ি three wheeler এবং যাত্রীবাহী যান বা passenger vehicle

— এই তিন ধরনের গাড়ির বিক্রি ও রপ্তানির সংখ্যা পাওয়া গেছে। গাড়িপিছু কর্মী নিয়োগের ক্ষমতা ধরে নেওয়া যেতে পারে বাণিজ্যিক যানের ক্ষেত্রে ২ জন (তিন চাকার গাড়ির ক্ষেত্রে দেড় জন এবং যাত্রীবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে ০.২৫ জন, অর্থাৎ প্রতি ৪-টি কারে একজন। এর ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে পরিবহণ ক্ষেত্রে প্রতি বছর ২০ লক্ষ লোকের কাজ হয়। এই সংখ্যাটি প্রায়শই কর্মসংস্থান বিষয়ক সমীক্ষা প্রতিবেদনে উপেক্ষিত থাকে। এই সব কাজ অসংগঠিত ক্ষেত্রেই থাকবে, কারণ এই গাড়িগুলির মালিকানা ব্যক্তিগত, কোনও সংস্থার নয়। EPFO এবং ESI-এর তথ্য পরিসংখ্যানে এই সব কাজকে না দেখানোয় এগুলি যে অসংগঠিত ক্ষেত্রের সেই বক্তব্যই জোরালো হয়।

ভারতে বাণিজ্যিক যানসমুহ — ট্রাক, পণ্যবাহী হালকা মোটরগাড়ি -LMV (goods), যাত্রীবাহী হালকা মোটরগাড়ি LMV (passenger), বাস ও ট্যাক্সি — গাড়ি পিছু ২ জনের কাজ হয়। ২০১৬-১৭-এ মিলিতভাবে এগুলির সংখ্যা ২ কোটি ২৫ লক্ষ। তাই পরিবহণ ক্ষেত্রের মধ্যে ভারতে তিন কোটি ৬০ লক্ষ কাজ মজুত ছিল বলে ধরা যায়।

আবার, বিভিন্ন সমীক্ষায় ভারতে সক্রিয় শ্রমশক্তি বা কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫০ কোটি বলে হিসাব করা হয়েছে (জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংগঠন বা NSSO -র ২০১২-র হিসাবের ভিত্তিতে)। বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসাব অনুসারে, ভারতে মোট কর্মসংস্থানের ৪৩ শতাংশ হয় কৃষিক্ষেত্রে। এর ফলে শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে কর্মক্ষম মানুষদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮ কোটি ৫০ লক্ষে। আমাদের সাবধানী হিসাব অনুযায়ী, এর মধ্যে সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের নিরিখে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ, চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই তার স্থান।

পরিবহণ ক্ষেত্র এবং পেশাভিত্তিক ক্ষেত্রের মাধ্যমে যত কাজ বা নিযুক্তি হয়, তাকে ধরলে এই সংখ্যাটা প্রায় চার কোটি ৭০ লক্ষে দাঁড়াবে। অর্থাৎ, অসংগঠিত ক্ষেত্রের যেসব অংশকে ধরা হয়নি, সেগুলি বাকি ১৪ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান করে। এই প্রেক্ষিতে সমীক্ষার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কর্মহীন মানুষদের সংখ্যা ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন।

এই বিশ্লেষণ স্পষ্ট করছে যে ভারতে প্রকৃতপক্ষে কর্মসৃজনের সমস্যা নেই। সমস্যা রয়েছে মজুরির। কম মজুরি (মাসে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা), বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রে, দেশের নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্যময় ও ফলপ্রদ জীবন নির্বাহ করতে দেয় না। সামাজিক নিরাপত্তার পরিধিকে সম্প্রসারিত করা হয় আরও বেশি কাজকে সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়ে আসা এবং আরও ভালোভাবে তথ্য-পরিসংখ্যান সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রয়াস চালানো দরকার, যাতে যথাযথ নীতি প্রণয়ন করা যায়।

গুরুত্বপূর্ণভাবে লক্ষণীয়, কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনার লক্ষ্যে তথ্য-পরিসংখ্যানের সমস্যার মুখোমুখি ভারতকে হতে হয় না। সঠিক তথ্য-পরিসংখ্যান সকলের কাছে রয়েছে। ঘোষ রির্পোটের প্রণেতারা দেখিয়েছেন Payroll Reporting (সংস্থার নিয়মিত বেতনভুক্ শ্রমিক-কর্মচারীদের তালিকা) ব্যবহার করে এক পরিকল্পিত দৃষ্টিভঙ্গি কাজে লাগানো যেতে পারে এটা তথ্য পরিসংখ্যানকে আরও পরিচ্ছন্ন আকারে নিয়ে আসবে এবং সঠিক ও অমূল্য অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান দেবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এই অকাট্য তথ্য-পরিসংখ্যান প্রমাণ করে দেয় যে কর্মহীন বিকাশের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও পুরোপুরি ভুল। ১৯৯১ ও ২০১৮-র মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতি দারুণভাবে বার্ষিক ৮.৭ শতাংশ হারে বেড়েছে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP ২৭,৫০০ কোটি মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে হয়েছে ২ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। এরকম বৃদ্ধি কর্মহীন বৃদ্ধি হতে পারে না। আবার, ভারতের GDP বৃদ্ধির বর্তমান হার, বার্ষিক ৭.৫ শতাংশ; অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে কর্মসংস্থানকে অন্তত ২.৫ থেকে ৩ শতাংশ হারে বাড়াবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেমন বলেছেন, আমাদের প্রয়োজন কাজের বিষয়ে উন্নততর তথ্য-পরিসংখ্যান যাতে কর্মসংস্থানহীন বিকাশ নিয়ে শূন্যগর্ভ বা গাড়ম্বরের বদলে সংগঠিত ক্ষেত্রে আরও বেশি কর্মসৃজনের লক্ষ্যে উপযুক্ত নীতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া যায়। ❑

ভারতে কর্মসংস্থান : অগ্রগতির চিত্র

সুরজিৎ এস. ভাল্লা

কর্মসংস্থানের বিষয়টিকে মাথায় রেখে বর্তমান সরকার বেশ কিছু সংস্কারে হাত দিয়েছে। জোর দেওয়া হচ্ছে সড়ক নির্মাণে (যা একটি শ্রমনিবিড় শিল্প)। MUDRA উদ্যোগ (ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের জন্য ঋণের সংস্থান), নতুন কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে মজুরি বাবদ প্রদেয় অর্থে নিয়োগকারীদের ভরতুকি দেওয়ার (ভবিষ্যনিধি তহবিলে কর্মীদের জন্য প্রদেয় অর্থ দিয়ে দিচ্ছে সরকার) মতো নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভারতে কর্ম সংস্থাগত বিষয়টির ওপর তীর্থ দাস এবং আমার সাম্প্রতিক গবেষণার সংক্ষিপ্তসার এই নিবন্ধ। আমরা দেখেছি ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে কর্মসংস্থানের বিষয়টি বিশেষভাবে গতি পেয়েছে। প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ কাজ পেয়েছেন এই সময় পর্বে। কর্মসংস্থানের এই প্রসারের পেছনে সরকারের যেসব নীতি কাজে এসেছে তাই নিয়ে কিছু আলোচনা জরুরি। একটা বিষয় অবশ্যই মনে রাখা দরকার। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে কর্মসংস্থানের যে বিপুল বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, তার কিছুটা হয়তো আগের বছরের নেতিবাচক পরিস্থিতির জন্য। তখন কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ছিল স্বাভাবিকের তুলনায় কম। ওই বছর পর পর দু'-দুটো খরায় ধাক্কা সামলাতে হয়েছে দেশকে। বিমুদ্রায়ন এবং জিএসটি-র মতো সংস্কারও আপাতভাবে ওই সময়ে কাজের সুযোগ কমিয়ে দিয়েছিল। কর্মসংস্থান বিষয়ক কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখন।

কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্যাদি ও হিসেব

গত চার বছরে কাজের সুযোগ কতটা তৈরি হয়েছে তা নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা রয়েছে। এর কারণ এ বিষয়ে NSSO (National Sample Survey Office)-র মতো বড় সমীক্ষার অভাব। NSSO-র শেষ সমীক্ষাটি হয়েছিল ২০১১-১২ সালে। অথচ ওই সংস্থার সমীক্ষাকেই ভারতে মূল মানদণ্ড ধরা হয়।

কর্মসংস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে তথ্যের অভাব খুবই দুর্ভাগ্যজনক। ভারত সরকার তা বুঝতে পেরেছে। এজন্য, শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থান বিষয়ে ত্রৈমাসিক সর্বেক্ষণ শুরু হচ্ছে ২০১৮-র অক্টোবরে। গ্রামাঞ্চলে এই সমীক্ষা হবে বার্ষিক ভিত্তিতে।

NSSO-র সমীক্ষা সাধারণত ৫ বছর অন্তর হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮-র সমীক্ষার জন্য ২০১৭-র জুলাই থেকে ২০১৮-র জুন পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বের কাজ শেষ হয়েছে। এই সমীক্ষার প্রাথমিক ফল হয়তো জানা যাবে ২০১৮-র একেবারে শেষের দিকে। তার আগে পর্যন্ত, 'বেসরকারি' সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যকে ভিত্তি করেই আলোচনা চালাতে হবে।

ভারতে কর্মসংস্থানের প্রসার : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ভারতে কর্মসংস্থানে প্রসার আগে খুব বেশি হয়নি। অন্তত: ২০০৪-০৫-এর পরের সময়টার ক্ষেত্রে একথা বলাই যায়। ১৯৯০-২০০০ থেকে ২০০৪-০৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ছিল ভালোই; ২ দশমিক চার শতাংশ। তার মানে গড়ে প্রতি বছর ওই সময়ে কর্মসংস্থান হয়েছে ৯৭ লক্ষ মানুষের। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল গড়ে ৫.৬ শতাংশ।

২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২-র

[লেখক প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের আংশিক সময়ের সদস্য। ই-মেল : ssbhalla@gmail.com]

NSSO-র পরিসংখ্যানের সঙ্গে যেটা মিলে যাচ্ছে তা হল ওই সময়ে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হারের গড় ছিল সবচেয়ে বেশি। যৌগিক গড় বৃদ্ধির হার (CAGR) সে সময়ে ছিল বছরে ৭.৮ শতাংশ। (মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে তা ছিল ৭.৪ শতাংশ)। কিন্তু এই সাত বছরে নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে মাত্র ১ কোটি ১০ লক্ষ।

২০১১-১২-এ কর্মসংস্থান সেভাবে না বাড়ার বেশ কিছু কারণ ছিল। এরপর আবার ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬, এই দুই বছরে ছিল খরার সমস্যা। ১৫০ বছর পর এই প্রথম পরপর দু'বছর খরার ধাক্কা সামলাতে হল দেশকে। অনাবৃষ্টি যে অর্থনৈতিক প্রগতি কিংবা কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সহায়ক নয়, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

পরের দু'বছর আবহাওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ওই সময়ে বিমুদ্রায়ন বা জিএসটি'র মতো বড়ো ধরনের অর্থনৈতিক সংস্কারে হাত দেয় সরকার। প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিমুদ্রায়ন এবং পরোক্ষ কর ব্যবস্থার ওপর জিএসটি'র প্রভাব অনেকখানি। এই দু'টি পদক্ষেপে প্রাথমিকভাবে কিছুটা টালমাটাল অবস্থা তৈরি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই স্বল্পমেয়াদে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বা কর্মসংস্থান কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সময় দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা বেশ নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল। রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্কগুলির অনুৎপাদক সম্পদের অনুপাত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বেড়ে ওই সময় পৌঁছে যায় ৮ শতাংশে। এদিকে আবার, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সংস্কার স্বল্পমেয়াদে অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে কিছুটা ধাকা দিয়েই থাকে।

এখানে একটা কথা বলা দরকার, বৃদ্ধির পক্ষে হানিকর বিষয়গুলি না থাকলে কিন্তু ২০১৪-র পর ভারতে মূল সুদের প্রকৃত হারে (Real Policy Rate-মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বাদ দিলে যা দাঁড়ায়) বৃদ্ধি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ২০১৪-র মে মাসে মূল সুদের হার ছিল ৮ শতাংশ। মুদ্রাস্ফীতির হার ওই সময়ে ছিল ৮.৩ শতাংশ। কাজেই মূল সুদের প্রকৃত হার ওই সময়ে ছিল - ০.৩ শতাংশ। অন্যদিকে ২০১৭-১৮-এ মূল সুদের প্রকৃত হার ছিল ২.৫ শতাংশ। ২০০৫ অর্থবর্ষে রেপো রেট ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর ২০১৭-১৮ সালেই মূল সুদের প্রকৃত হার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায় (২০০৫-এ মূল সুদের প্রকৃত হার ছিল ২.১ শতাংশ)। ২০১৭-১৮-এ বিশ্বে তৃতীয় সর্বোচ্চ স্থানে ছিল ভারতের মূল সুদের প্রকৃত হার (ব্রাজিল এবং রাশিয়ার পরেই)।

বেকারির হারে বৃদ্ধি রোখার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের মাত্রা

বেকারির হার একজায়গায় বেঁধে রাখতে গেলে বছরে ১ কোটি থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষকে কাজ দেওয়া জরুরি বলা হয়ে থাকে এমনটাই। আমরা কিন্তু দেখছি ২০০৪-৫ থেকে একথা আর খাটে না। ২০০৪-৫-এ এক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান। ২০১১-এ প্রয়োজনীয় সংখ্যাটি কমে দাঁড়ায় ৮৩ লক্ষে। ২০১৭-এ তা আরও কমে হয় ৭৫ লক্ষ। ২০২২-এ তা আরও বেশ কিছুটা কমে ৬৯ লক্ষে দাঁড়াবে বলে অনুমান।

কর্মসংস্থানের প্রসারের লক্ষ্যে গৃহীত নীতিসমূহ

কর্মসংস্থানের বিষয়টিকে অগ্রাধিকারের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে বর্তমান সরকার বেশ কয়েকটি সংস্কারমূলক উদ্যোগে হাত দিয়েছে। জোর দেওয়া হচ্ছে সড়ক নির্মাণের মতো শ্রমনিবিড় শিল্পে। MUDRA যোজনায় ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নতুন নিযুক্ত কর্মীদের মজুরি বাবদ প্রদেয় অর্থে ভরতুকি দিচ্ছে সরকার (ভবিষ্যনিধি তহবিলে কর্মীদের প্রদেয় অর্থের কিছুটা অংশ সরকার দিয়ে দিচ্ছে)।

২০১৭-২০১৮ অর্থবর্ষে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নির্মাণশিল্পের অবদান অনেকখানি। ২০১৭-১৮-র অর্থবর্ষে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে নির্মাণশিল্পের অবদান ৫.৮ শতাংশ যা ৬ বছরের সর্বোচ্চ। ওই বছরে নির্মাণশিল্পের বিকাশ হার ২০ বছরের মধ্যে সর্বাধিক। আলোচ্য বছরে শুধুমাত্র নির্মাণক্ষেত্রেই ১৭ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

কাজের সুযোগ বৃদ্ধির বিষয় 'বেসরকারি' হিসেব

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয় তিনটি হিসেব এখন হাতের কাছে রয়েছে। প্রথমটি

বেসরকারি তথ্য সংস্থা, Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE)-এর। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যৌথভাবে তারা ২০১৬-র জানুয়ারি থেকে মাসিক ভিত্তিতে সারা ভারতের কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ করে চলেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০১৭-র মে থেকে ২০১৮-র এপ্রিল পর্যন্ত চাকরির সংখ্যা ৩০ লক্ষ কমেছে।

দ্বিতীয় হিসেবটি পাওয়া যায় IIM, ব্যাঙ্গালোর-এর অধ্যাপক পুলক ঘোষ এবং SBI-এর গোষ্ঠীভিত্তিক মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (Group Chief Economic Adviser) সৌম্য ঘোষ-এর যৌথ গবেষণাপত্রে। তাদের গবেষণাপত্র "Towards Payroll Reporting in India"-এ ভারতের প্রথম বেতনক্রম-ভিত্তিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত হিসেব পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বেতনক্রমে বা বেতনভোগীদের তালিকায় ভবিষ্যনিধি বা সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক তহবিলে (কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিল) কর্মীদের অর্থপ্রদানের বিষয়টির উল্লেখ থাকে। ২০১৮-র মার্চে পুলক ঘোষ এবং সৌম্য ঘোষ-এর প্রথম হিসেবে কৃষিনির্ভর নয় এমন ক্ষেত্রে ৭০ লক্ষ মানুষের কাজ মিলেছে বলে দেখা যাচ্ছে। ২০১৮-র ১৮ জুলাই তাদের সর্বশেষ হিসেবে অন্তত ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের কথা বলা হচ্ছে।

তৃতীয় হিসেবটি তীর্থ দাস এবং আমার। আমাদের হিসেবে ২০১৮ অথবর্ষে ১ কোটি ২৮ লক্ষ কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই হিসেব কষতে ব্যবহার করা হয়েছে সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত তথ্যাদি (আগে উল্লিখিত নির্মাণশিল্পে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি), কর্মচারী ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের তথ্য (১৮-২১ বছর বয়সীদের), ২০১৪ এবং ২০১৫-র শ্রম সর্বেক্ষণ এবং ২০১৬ ও ২০১৭-এ বেকারি সংক্রান্ত CMIE-র সূত্রে পাওয়া নানা তথ্য।

ভারতের জনবিন্যাসগত সুবিধা

জনবিন্যাসগত সুবিধা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার - দু'টি বিষয়ই এখন কার্যত অতীত। জাতীয় স্তরে মহিলা প্রতি শিশুজন্মের অনুপাত এখন ২.১, যা জনসংখ্যাকে এক জায়গায় রেখে দেওয়ার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখন কমে ১.১ শতাংশে পৌঁছেছে। দু'দশক আগে এই হার ছিল ১.৮ শতাংশ।

১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি তরুণ-তরুণীদের সংখ্যা আগামী ৫ বছরে বাড়বে মাত্র ২৫ লক্ষ (২০১৭-র ২৩ কোটি ৬২ লক্ষ থেকে সামান্য বেড়ে তা ২০২২-এ পৌঁছবে ২৩ কোটি ৮৭ লক্ষে)। যদি ১৫-৩৪ বছর বয়সীদের যুবা বলে ধরা হয়, তাহলেও আগামী ৫ বছরে এই বর্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হবে ১১ কোটি ৭০ লক্ষ। ২০১২-থেকে ১৭-র মধ্যে এই বর্গে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে এর প্রায় দ্বিগুণ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নথিবদ্ধের সংখ্যা বাড়ছে। ২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২-র মধ্যে স্কুল বা কলেজে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বারো কোটি বেড়েছে (১৫ কিংবা তার বেশি বয়সীদের কথা এখানে বিবেচ্য)। পরের ৬ বছরের তথ্য অনুযায়ী, ২০১১-১২ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নথিভূক্তির সংখ্যা ১০ কোটি ১০ লক্ষ থেকে বেড়ে ১১ কোটি ২০ লক্ষে পৌঁছেছে।

শ্রমিকদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা কমেছে বলে আপাতভাবে মনে হয়। কিন্তু তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। হয়তো বিষয়টি সঠিকভাবে বোঝা যায়নি।

এরকম ভাবার দু'টি কারণ রয়েছে। এক, শ্রমিকদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা কমার ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ হল মেয়েরা এখন স্কুল-কলেজে বেশি সংখ্যায় ভর্তি হচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, শুধু মহিলাদের ক্ষেত্রেই নয়, পুরুষদের ক্ষেত্রেও শ্রমবাহিনীতে যোগদান কমেছে। এবং এই হ্রাস হয়েছে একই হারে। ২০০৯ সালের পর থেকে শ্রমবাহিনীতে সামিল ২৪ বছরের বেশি বয়সী মহিলাদের সংখ্যা মোটামুটি একই রয়েছে। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার বাড়লে ভবিষ্যতে কাজের আঙিনায় তাদের আরও বেশি করে দেখা যাবে এমন কথা বলাই যায়। ❑

- **তথ্যপঞ্জী :**

1. Ghosh & Ghosh, *"Towards Payroll Reporting in India"*, 2018. Available at: http://www.iimb.ac.in/sites/default/files/inline-files/Payroll % 20 in % 20 India-detailed_0.pdf
2. Bhalla, Surjit S. and Tirtha Das, "All you wanted to know about Jobs in India – but were afraid to ask" at www.eacpm.gov.in; also at ssbhalla.org.

সাক্ষাৎকার

“উদ্ভাবন ও উদ্যোগই কর্মসংস্থানের চাবিকাঠি” : অমিতাভ কান্ত

ভারতে শ্রম বাজার এক অদ্ভুত বৈপরীত্যে ভরা। একটা কর্মখালির জন্য আবেদন পড়ে দিস্তা দিস্তা। কিন্তু সাধারণ জোড়া দেওয়ার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ছিটেফোঁটা যোগ্যতাও প্রার্থীদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আর আধুনিক শিল্পের জন্য তো দরকার একরাশ দক্ষতা। আজকের প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতিতে কোন পেশার চাহিদা উঠবে বা পড়বে তার পূর্বাভাস দেওয়া সহজ কথা নয়। এক পেশা বা জীবিকা থেকে অন্য কাজেও লাগানো যায় এহেন দক্ষতায় সম্ভাব্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়াটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সামনে এক মস্ত চ্যালেঞ্জ।

- **ভারতে যুবাদের কাজের সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে কী কী চ্যালেঞ্জ হয়েছে?**

ভারতে তরুণ-তরুণীদের সংখ্যা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি । এদেশে জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ ১৫-২৯ বছর বয়সি। এই যুবশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভারত হয়ে উঠতে পারে বিশ্বের দক্ষতা-রাজধানী। কিন্তু চ্যালেঞ্জ আছে বইকি দক্ষতা ও শিক্ষার নিচু মান, স্কুলছুটের অত্যধিক হার এবং মাঝপথে লেখাপড়ায় ইতিটানার ফলে ভারতীয় যুবাদের কাজ পাওয়ার যোগ্যতা কম এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রগত বিন্যাসে বিসাদৃশ্য।

কম দক্ষতার স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে অধিকাংশ যুবাদের কৃষিক্ষেত্রে যোগ দেওয়ার উদাহরণ থেকে। এরপর প্রথম কাজের বয়সে (১৫-১৭ বছর) তারা ঢোকে নির্মাণ এবং শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে। পরবর্তী পর্বে (১৮-২৯ বছরে) কর্মক্ষেত্র বদল করে তারা ঝোঁকে ব্যবসাপাতি এবং মেরামতি / পরিবহণ ক্ষেত্রে। তবে কৃষিই এযাবৎকালীন রয়ে গেছে কর্মসংস্থানের প্রধান ক্ষেত্র।

এছাড়া, শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ায় বেকারির হার ঊর্ধ্বমুখী। স্নাতক ও স্নাতকোত্তরদের বেকারি হার সবচেয়ে বেশি, ১৮.৪ শতাংশ। প্রাথমিক শিক্ষার নাগাল পাওয়াদের মধ্যে এই হার সবচেয়ে কম, মাত্র ৩ শতাংশ। ১৫-২৯ বছর বয়সি তরুণ-তরুণীদের কাজ পাওয়ার যোগ্যতা কম হওয়ার অন্যতম কারণ তাদের অধিকাংশের (৮৫ শতাংশ) ঝোঁক সাধারণ শিক্ষার দিকে। কেবল ১২.৬ শতাংশ যায় কারিগরি / পেশাদারি শিক্ষায়। আর বৃত্তিশিক্ষা বেছে নেয় মাত্র ২.৪ শতাংশ[১]।

মাত্র ৮ শতাংশের মতো কর্মী সংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত । কম মাইনেপত্তর পেয়ে গরিব হয়েই কাজ করে যাওয়ার হাত থেকে শ্রমিককে রেহাই দেওয়ার জন্য চাই সংগঠিত কর্মসংস্থান বাড়ানো। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্কুলের পাঠক্রমে বৃত্তিগত কুশলতা অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। প্রথাগত স্কুলের বাঁধাগৎ শিক্ষার প্রতি পড়ুয়াদের অনিচ্ছা কাটানো এবং কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা অর্জনে তাদের সক্ষম করে তোলা এর লক্ষ্য।

স্কুলে লেখাপড়ার পাঠ সাঙ্গ করার পর কাজকর্ম জোটানোর জন্য সাধারণ শিক্ষার প্রতি ঝোঁক ছেড়ে কারিগরি বা বৃত্তি শিক্ষা বেছে নিতে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দিতে হবে। কারিগরি বা বৃত্তি শিক্ষার ফি মেটাতে পড়ুয়াদের সাহায্য করা দরকার। কেননা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চালায় বেসরকারি সংস্থা। সেখানে মোটা অঙ্কের ফি মেটানো স্বল্প আয়ের পরিবারগুলির সাধ্যাতীত।

- **২০২২ সালের মধ্যে ভারতে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৬০ কোটি। এদের কাজ পাওয়ার নতুন নতুন কী পথ আছে ?**

[নিতি আয়োগের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের সাক্ষাৎকার। ই-মেল : amitabh.kant@nic.in]

কমবয়সি জনসংখ্যা সমৃদ্ধ বিপুল সম্ভাবনাময় ভারত ইদানীং সবচেয়ে বেশি বিকাশ হার বৃদ্ধির দেশ। উপযুক্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই উঠতি বয়সি ছেলে-মেয়েদের উৎপাদনশীল কাজে লাগাতে পারলে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বার্ষিক শিল্প সমীক্ষা ২০১৩-১৪ অনুসারে, মোট উৎপাদন মূল্যের নিদেন ৮০ শতাংশ এবং সমগ্র শিল্পোৎপাদনের ৫০ শতাংশের বেশি আসে মূলধন-নিবিড় শিল্প থেকে। এসব শিল্পের মধ্যে পড়ে কোক কয়লা, শোধিত পেট্রোপণ্য, মৌল ধাতু, খাদ্যদ্রব্য, রসায়ন, মোটর গাড়ি, ট্রেলার[২]।

বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষেত্রগত কর্মসংস্থানে ফারাক আছে। যেমন, কিছু রাজ্যে সর্বভারতীয় গড়ের তুলনায় কৃষিতে কর্মসংস্থান কম। কতক রাজ্যে আবার ওই গড়ের সাপেক্ষে শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্তির অংশভাক বেশি। নির্মাণ, পাইকিরি ও খুচরো ব্যবসা এবং অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রেও দেখা যায় এই প্রবণতা।

ভারতে অবশ্য সার্বিক কর্মসংস্থান পরিবেশে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। প্রযুক্তি-নির্ভর ক্ষেত্রের বিকাশ হেতু প্রভাব পড়ছে কর্মসংস্থানে। বর্তমানের জীবিকার বদলে আসছে নতুন কাজের সুযোগ অথবা প্রক্রিয়া এবং প্রযুক্তি রদ বদলের দরুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে নয়া কাজকর্মের।

"কম বয়সি জনসংখ্যার বিপুল সম্ভাবনাময় ভারত ইদানীং সবচেয়ে বেশি বিকাশ হার বৃদ্ধির দেশ। উপযুক্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই উঠতি ছেলেমেয়েদের উৎপাদনশীল কাজে লাগাতে পারলে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব"

অমিতাভ কান্ত

মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, নিতি আয়োগ

রাস্তাঘাট, জাহাজ, স্মার্ট সিটি, নবীকরণযোগ্য শক্তি, পরিবহণ ও রেলপথ, বিমানবন্দর-এর মতো পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ কাজের সুযোগ তৈরিতে সাহায্য করছে। অটল ইনোভেশন মিশন, ফোকাস অন উইমেন অনস্ত্রাপ্রেনরশিপ, মুদ্রা, স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া এবং স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া কর্মসূচি গ্রাম ও শহরে লক্ষ লক্ষ কাজের সুযোগ সৃষ্টি করছে। কর্মসংস্থান হচ্ছে স্বল্প দক্ষ কর্মীদেরও এছাড়া, তথ্যপ্রযুক্তি, দূরসঞ্চার, ব্যাঙ্ক ও আর্থিক পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, খুচরো ব্যবসাপাতি, গাড়ি শিল্প, পর্যটন এবং আতিথেয়তা ক্ষেত্রে আছে কর্মসংস্থানে যথেষ্ট সম্ভাবনা।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৩ ধরণের কর্মঘাটতি, অর্থাৎ (১) মোট চাকরির ঘাটতি, (২) সংগঠিত কাজের সংখ্যায় ঘাটতি, (৩) মহিলাদের জন্য কাজের সংখ্যায় ঘাটতি সমস্যার মোকাবিলায় তাই দরকার এমন কর্মসংস্থান স্ট্র্যাটেজি যা শিল্প ও পরিষেবা ভিত্তিক বিকাশের দিকে নজর দেবে। এই স্ট্র্যাটেজি হতে হবে জনসংখ্যা ও শিক্ষাগত প্রোফাইলের সঙ্গে মানানসই ।

- **কোথায় যেন আপনি বলেছেন, নিছক ডিগ্রি-ডিপ্লোমার চাইতে দক্ষতার উপর জোর দিতে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই ফের সাজানো চাই। বিষয়টি কি একটু সবিস্তার বলবেন?**

ভারতে শ্রম বাজার এক অদ্ভুত বৈপরীত্যে ভরা । একটা কর্মখালির জন্য আবেদন পড়ে দিস্তা দিস্তা। কিন্তু সাধারণ জোড়া দেওয়ার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ছিটেফোঁটা যোগ্যতাও প্রার্থীদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আর আধুনিক শিল্পের জন্য তো দরকার একরাশ দক্ষতা। আজকের প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতিতে কোন পেশার চাহিদা উঠবে বা পড়বে তার পূর্বাভাস দেওয়া সহজ কথা নয়। এক পেশা বা জীবিকা থেকে অন্য কাজেও লাগানো যায় এহেন দক্ষতায় সম্ভাব্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়াটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সামনে এক মস্ত চ্যালেঞ্জ। আবার সেইসঙ্গে খেয়াল রাখা দরকার তা যেন নির্দিষ্ট শিল্পের চাহিদাও মেটাতে পারে। দ্বিমুখী বা সাঁড়াশি কর্মকৌশলের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা যায় : (১) বিভিন্ন পেশায় কাজে লাগানো চলে এহেন দক্ষতা শেখানো এবং (২) নির্দিষ্ট শিল্পে শিক্ষানবিশি কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এক বিশেষ শিল্প / পেশার জন্য দরকারি দক্ষতায় পটু করে তোলা।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কর্মস্থলে দক্ষতা উন্নয়নের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। এ দুই স্তরে ভালোভাবে লেখাপড়া শিখে আমরা অন্যদের তুলনায় কারিগরি সহ-অন্যান্য দক্ষতা রপ্ত করতে বেশি সক্ষম হব। পড়ুয়াদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের জন্য বৃত্তিশিক্ষার বন্দোবস্ত জোরদার হলে, উচ্চ বিদ্যালয়ে কিছু নির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জন করে

শ্রম বাজারে ঢুকে পড়তে ইচ্ছুকদের কাছে খুলে যাবে এক বিকল্প। কয়েকটি দেশে, স্কুল শিক্ষার সঙ্গে কাজভিত্তিক শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে জুড়ে দেওয়া হয়। এহেন দ্বৈত ব্যবস্থা আছে অস্ট্রিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, হাঙ্গেরি, নেদারল্যান্ডস, শ্লোভাক প্রজাতন্ত্র এবং সুইজারল্যান্ডে। কাজভিত্তিক শিক্ষা মারফত, ছাত্ররা যে দক্ষতা অর্জন করে তার কদর মেলে কর্মস্থলে। বৃত্তিশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উন্নয়নে, সামাজিক অংশীদার ও নিয়োগকারীদের জড়িত করা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বিকাশের অন্যতম উপায় হল এই কাজ ভিত্তিক শিক্ষা।

হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, কেরালার মতো রাজ্যে মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজে বৃত্তিশিক্ষার প্রচলনে নেওয়া উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়া দরকার। কেননা এসব রাজ্য সমান্তরালভাবে পড়ুয়াকে সাধারণ শিক্ষা চালিয়ে যেতে দেয় এবং গ্রাজুয়েট হয়ে বেরনোর সময় তারা শ্রম বাজারের উপযোগী হয়ে ওঠে। স্নাতক স্তরে হাজার ঘন্টা পেশাদারি শিক্ষা জোড়ার সুলুকসন্ধান করছে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। পড়ুয়াদের আরও বেশি করে শ্রম বাজারের সঙ্গে মানানসই করতে বিএ, বিএসসি, বি কম-এ সফট স্কিল, তথ্যপ্রযুক্তি এবং পেশাদারি দক্ষতা শেখানোর বিষয়টি যুক্ত করার পরিকল্পনা আছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা নীতিকে মানানসই করে তোলা নিতান্ত জরুরি। একই কথা, ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্কের সঙ্গে স্কুলের বৃত্তি পাঠক্রম জোড়ার বেলাতেও। ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন এবং উদ্ভাবনমূলক চিন্তাভাবনার অভ্যাস গড়ে তুলতে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দিচ্ছে অটল টিংকারিং ল্যাব। প্রত্যেক স্কুলে চাই পরামর্শদাতা বা কাউন্সেলর এবং অ্যাপটিচুড টেস্ট, অর্থাৎ স্বাভাবিক ঝোঁক যাচাই-এর বন্দোবস্ত। স্থানীয় প্রয়োজনের

"ভারতে অবশ্য সার্বিক কর্মসংস্থান পরিবেশে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। প্রযুক্তি-নির্ভর ক্ষেত্রের বিকাশ হেতু প্রভাব পড়ছে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে। বর্তমান জীবিকার বদলে আসছে নতুন কাজের সুযোগ অথবা প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়া রদবদলের দরুন তৈরি হচ্ছে নয়া কাজকর্ম"

অমিতাভ কান্ত
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, নিতি আয়োগ

সঙ্গে মানানসই এবং কর্মযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ছাত্রদের কিছুটা প্রশিক্ষণ মেলা নিশ্চিত করতে জাতীয় শিক্ষানবিশি কর্মসূচির সঙ্গে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে যুক্ত করাও জরুরি।

- **কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বেশি ?**

ভারতের মতো শ্রমিক উদ্বৃত্ত অর্থনীতিতে কাঠামোগত রূপান্তর উন্নত দেশগুলির পথ অনুসরণ করেনি। প্রযুক্তি বিপ্লব কর্মসংস্থানে প্রভাব ফেলা শুরু করার ঢের আগেই আমরা কৃষি ভিত্তিক বিকাশ থেকে পরিষেবা নির্ভর বিকাশের দিকে পা বাড়িয়েছি। পরিষেবা ক্ষেত্র ডিজিটাল প্রযুক্তি গ্রহণ করার ফলে বহু যুবা কাজের সুযোগ পাওয়ার জন্য তাকিয়ে আছে পরিষেবা ক্ষেত্রের দিকে। দক্ষতা এবং পুর্নদক্ষতা বা দক্ষতা ফের ঘষামাজা করা ছাড়াও, জনসংখ্যাগত সুবিধা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে ভারতের কাছে চ্যালেঞ্জ হল এই ডিজিটাল যুগে (যা কিনা সাধারণভাবে চতুর্থ বিপ্লব বলা হয়) বর্তমান কাজ ও নতুন নতুন কাজের ধরনধারণের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া। আগামী দিনে কাজের ক্ষেত্রীয় বিভাজন লোপ পেতে পারে; কেননা ক্ষেত্র নির্বিশেষে সব কাজে ডিজিটাল প্রযুক্তি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে এবং কাজকর্ম হবে তথ্যপ্রযুক্তি সংযুক্ত। ইতোমধ্যে, শিল্পোৎপাদন মূল বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তৈরিতে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, বাদবাকিটা করিয়ে নেওয়া হয় বাইরের থেকে। অর্থাৎ, এটা তুলে দেওয়া হয়েছে পরিষেবা ক্ষেত্রের হাতে। বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স, কৃত্রিম বা যান্ত্রিক বুদ্ধি (আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স), রোবটিক প্রসেস অটোমেশন, ইন্টারনেট অব থিংস, ক্লাউড কমপিউটিং অ্যান্ড ভার্চুয়াল রিয়ালিটি, ব্লক চেন এবং বৈদ্যুতিক গাড়ি ভবিষ্যতে খুব উঁচু দক্ষতা ও মাইনের কাজ সৃষ্টি করবে। অল্প লেখাপড়া জানা এবং কম দক্ষতা সম্পন্ন বিপুল সংখ্যক কর্মীর অবশ্য কাজ জুটবে পোশাক, বস্ত্র, চর্ম, পর্যটন, আতিথেয়তা

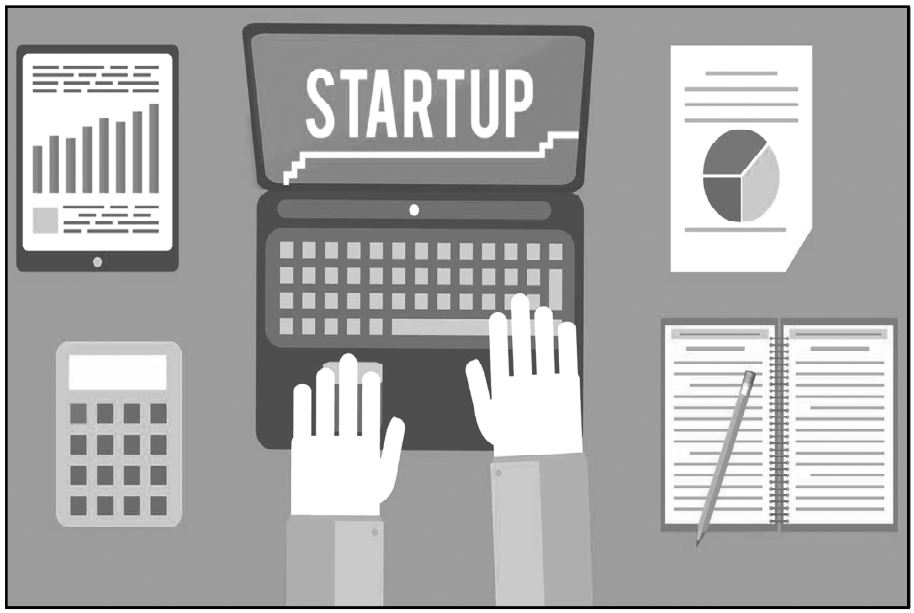

ক্ষেত্র;নির্মাণ এবং প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোগেও, যা কিনা গ্রাম ও শহর দু'অঞ্চলেই দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে।

স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, মুদ্রা, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া, স্বচ্ছ ভারত-এর মতো সরকারি উদ্যোগ কম দক্ষ কর্মীদের জন্য বহু কাজের সুযোগ তৈরি করছে। এছাড়া, কৃষি ; পরিকাঠামো ; গাড়ি ; বস্ত্র এবং চর্ম শিল্পে সরকার প্রচুর বিনিয়োগ করছে। এসবে লগ্নি প্রসারে আছে সরকারি নীতি। এই ক্ষেত্রগুলিতে নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে। সেইসঙ্গে পুরোনো কর্মীকে তাদের দক্ষতা ঝালাই করে আরও ভালো কাজের সুযোগ দিচ্ছে।

- **কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোগে লেগে পড়তে মানসিকতা পরিবর্তনের কি দরকার আছে ?**

কাজের সুযোগ তৈরি, উদ্ভাবনে মদত-এর মাধ্যমে বিকাশ বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ভারতের ক্ষেত্রে জনসংখ্যাগত সুবিধার সদ্ব্যবহার এবং কম দক্ষতা ও শিক্ষা সত্ত্বেও মানুষের জীবিকার সুযোগ পাওয়া নিশ্চিত করাটা খুব দরকারি। ২০১৪ সাল থেকে ভারত সরকারের বহু পদক্ষেপের সুবাদে উদ্যোগের ব্যাপার-স্যাপারে পালটাচ্ছে লোকজনের মানসিকতা। ঋণ, বাজারের সুযোগ, নেটওয়ার্ক — আগেকার এসব সমস্যা মিটছে স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া, ইজ অব ডুইং বিজনেস, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া, মুদ্রা

''ভারতের মতো শ্রমিক উদ্বৃত্ত অর্থনীতিতে কাঠামোগত রূপান্তর উন্নত দেশগুলির পথ অনুসরণ করেনি। প্রযুক্তি বিপ্লব কর্মসংস্থানে প্রভাব ফেলা শুরু করার ঢের আগেই আমরা কৃষিভিত্তিক বিকাশ থেকে পরিষেবা নির্ভর বিকাশের দিকে পা বাড়িয়েছি''।
অমিতাভ কান্ত
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, নিতি আয়োগ

এবং অটল ইনোভেশন মিশন-এর মতো কর্মসূচির মাধ্যমে।

শিক্ষা, ই-বাণিজ্য (ইন্টারনেটের মাধ্যমে), এম-বাণিজ্য (মোবাইল ফোন মারফত), আর্থিক পরিষেবা, তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক পরিষেবা ক্ষেত্রে প্রযুক্তি নির্ভর নতুন নতুন সংস্থা উঠে আসছে। এই স্টার্ট-আপ বা সদ্যোজাত সংস্থার নিরিখে ভারত এখন গোটা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। উল্লেখ্য, ২০১৫-র জুলাইতে চালু হওয়া বিজু ৩ বছরের মধ্যে ১০০ কোটি ডলারের সংস্থা হয়ে উঠেছে।

টেলি-চিকিৎসা এখন গ্রাম ও পাহাড়ি অঞ্চলে বাস্তব কাহিনি। এর ফলে হাসপাতালে কমবে ভিড়ভাট্টা। গ্রাম ও ছোটোখাটো শহরে ডাক্তার ও বিশেষত চিকিৎসকের ঘাটতিজনিত সমস্যা ঘুচবে। টেলি-চিকিৎসা পোর্টাল ঠিকঠাক চালানোর জন্য গ্রামাঞ্চলে থাকা চাই ডিজিটাল জ্ঞানগম্যিতে সড়গড় প্যারামেডিক্যাল কর্মী; যেমন ল্যাব/ এক্স-রে টেকনিসিয়ান, ফার্মাসিস্ট, নার্স ইত্যাদি।

- **অটল উদ্ভাবন মিশন আরও কাজের সুযোগ তৈরিতে কী সাহায্য করছে ?**

নিতি আয়োগের অধীন ভারত সরকারের অগ্রণী উদ্যোগ এই অটল উদ্ভাব মিশনের লক্ষ্যগোটা দেশে উদ্ভাবনা ও উদ্যোগের পরিবেশ গঠন। কর্মপ্রার্থী নয় তরুণদের নিয়োগকর্তা বা কর্মদাতা হিসেবে গড়ে তোলা। সবক'টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে স্কুল, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং কর্পোরেট সংস্থাকে আওতায় এনে এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে এই মিশন ছাত্রদের উদ্ভাবনে প্রণোদিত অটল টিংকারিং ল্যাব স্থাপন করছে। হাজার হাজার স্টার্ট আপ সংস্থাকে সাহায্য করার জন্য আছে অটল ইনকিউবেটর। এযাবৎ দেশের ৭০০-টির বেশি জেলার সবক'টিতে চালু আছে মোট ৫৪৪১-টি অটল টিংকারিং ল্যাব। মিশন খুব শিগরিগরই ছোটো ব্যবসা উদ্ভাবন ও গবেষণা উদ্যোগ চালু করতে চলেছে। নতুন কাজ সৃষ্টি ও ভারতে বানাও কর্মসূচির পাশাপাশি আমদানির উপর নির্ভরতা কমানো এবং প্রযুক্তি-নির্ভর রপ্তানি বৃদ্ধিতেও সাহায্য করবে। নতুন নতুন প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধি ও নয়া ব্যবসা মডেল কাজে লাগিয়ে গ্রাম-শহর ২য় ও ৩য় শ্রেণির নগরে কর্মসংস্থান অটল উদ্ভাবন মিশনের লক্ষ্য। ❑

পাদটীকা :

১) ইন্ডিয়া এডুকেশন রির্পোট, ২০১৪-তে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার সামাজিক ভোগের ৪-টি প্রধান নির্দেশক।

২) কোক কয়লা ও শোধিত পেট্রোপণ্যে রাজ্যের মোট উৎপাদনে তালিকায় এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলির অংশভাক — বিহার (৬৭%), অসম (৫৪%), কেরালা (৪৬%) গুজরাত (৪১%), মধ্যপ্রদেশ (১৭%), কর্ণাটক (১৭%), মহারাষ্ট্র (১৫%)। মৌল ধাতু : ছত্তিশগড় (৭২%), ওড়িশা (৬৭%), ঝাড়খণ্ড (৫৯%), পশ্চিমবঙ্গ (৩০%), রাজস্থান (৩০%)। খাদ্যদ্রব্য : মনিপুর (৩৭%), দিল্লি (৪৭%), অন্ধপ্রদেশ (২৯%), উত্তরপ্রদেশ (২১%) পঞ্জাব (১৯%)। রাসায়নিক পণ্য : গোয়া (২৬%), জম্মু-কাশ্মীর (২৭%)। মোটর গাড়ি, ট্রেলার ও আধা-ট্রেলর : হরিয়ানা (২৮%), তামিলনাড়ু (১৮%), উত্তরাখন্ড (১৩%)।

ভারতীয় অর্থব্যবস্থা : কর্মসংস্থানে অগ্রাধিকার

বিবেক দেবরায়

আর্থিক বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থানের প্রসার হয়ে থাকে। কাজেই বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর পথে হাঁটাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির কাছে সর্বোত্তম পন্থা।

ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বহুলাংশেই অসংগঠিত। অদূর ভবিষ্যতেও এমনটাই থাকবে। বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটছে এখন। গ্রাম থেকে শহর, কৃষি থেকে অন্যান্য কাজকর্ম, অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে সংগঠিত ক্ষেত্র, জীবিকার ন্যূনতম সংস্থান থেকে মজুরির বিনিময়ে কাজ, স্থায়ী চাকরি থেকে স্বল্পমেয়াদি চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ, নিয়োগকর্তা-নিযুক্তের সম্পর্ক থেকে স্বনিযুক্তি — এসব বিষয়গুলিই পালটে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই পালটে যাওয়াগুলো যুগপৎ। একটার পরে একটা হচ্ছে এমনটা নয়। বহুক্ষেত্রেই পরিবর্তনের অভিমুখ বিপরীতমুখী।

শ্রমের বাজারে বিচ্ছিন্নতা এবং বিস্মৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দেশে এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এখানে তুলনামূলকভাবে শ্রমের জোগানে আধিক্যযুক্ত অঞ্চলের সঙ্গে শ্রমের জোগানে অপ্রতুলতায় ভোগা অঞ্চলের সহাবস্থান সম্ভব। বিশ্ব বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত, দক্ষ কর্মীতে সমৃদ্ধ ক্ষেত্রের পাশাপাশি থাকতেই পারে নিম্নমানের দক্ষতাবিশিষ্ট কর্মীদের বিশাল সংখ্যক উপস্থিতি। কাজেই, এ দেশে, সংস্থাভিত্তিক সর্বেক্ষণ থেকে কর্মসংস্থানের আসল ছবি মেলা অসম্ভব। যেসব দেশে বেশিরভাগ মানুষ নিয়োগকর্তা-নিযুক্ত সম্পর্কে আবদ্ধ, সেখানকার মতো নয় এখানকার পরিস্থিতি। সংস্থাভিত্তিক সর্বেক্ষণ হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও অবশ্যই হবে। কিন্তু উপযোগিতা সীমাবদ্ধ। কর্মসংস্থানের বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য মিলতে পারে একমাত্র পরিবারভিত্তিক সমীক্ষা থেকে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সরকারি স্তরে বড়ো ধরণের পরিবারভিত্তিক সর্বেক্ষণ বা সমীক্ষা নির্দিষ্ট সময় অন্তর হয়ে থাকে। National Sample Survey বা NSS-এর সর্বশেষ যে তথ্য আমাদের কাছে আছে, তাও ২০১১-১২ সালের। সুতরাং, কর্মসংস্থানের বিষয়ে হাতের কাছে এখন যা তথ্যাদি রয়েছে তা খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। এই অসুবিধা অবশ্য ২০১৮-র শেষ ত্রৈমাসিক থেকে দূর হয়ে যাবে। চালু হয়ে যাচ্ছে বার্ষিক ভিত্তিতে কর্মসংস্থান বিষয়ক সমীক্ষা। (এতদিন ধরে তা হ'ত ৫ বছর অন্তর) পরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতেও এই ধরনের সমীক্ষা হবে।

অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পায় স্বাভাবিক নিয়মেই। সুতরাং, কর্মসংস্থানের প্রসারের লক্ষ্যে বিকাশ সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলাই সরকারের (কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার) অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

নিয়মানুবর্তিতার ক্ষেত্রে ব্যয় ও ঝক্কি কমানো

এক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের প্রয়াসের প্রতি উদাসীন থাকলে চলবে না। ব্যবসা

[প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান, নিতি আয়োগের সদস্য। ই-মেল : bibek.debroy@gov.in]

করার ক্ষেত্রে ঝক্কি কমানো (শুধুমাত্র বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির উৎপাদনের ক্ষেত্রেই নয়) এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা (সাধারণ ও সামাজিক পরিকাঠামো) বাড়াতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশ নিশ্চিত করা এবং কর্মসংস্থান ও ব্যবসায়িক উদ্যোগের পালে হাওয়া লাগাতে সচেষ্ট এই সরকার। দেশে বাণিজ্যিক উদ্যোগের কমতি নেই। কিন্তু সব সময়ে এই বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোয় স্বীকৃতি প্রণালীর মধ্যে ধরা পড়ে না। এজন্যই চালু করা হয়েছে Start up India, Stand up India কিংবা মুদ্রা যোজনার মতো কর্মসূচি। শুধু ব্যবসা শুরু করাই নয়, প্রয়োজনে তা বন্ধ করার কাজটিও এখন অনেক সহজ। এই প্রথম তথাকথিত অর্থে নথিবদ্ধ নয়, এমন ব্যবসাও গুটিয়ে ফেলার সুনির্দিষ্ট সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বিযুক্ত। সরকার প্রত্যেকটি ব্যক্তিবিশেষকে চাকরি দিতে সক্ষম নয়। সকলেই চাকরির জন্যেই হন্যে হয়ে ঘুরবে, এমনটাও কাম্য হতে পারে না। স্থায়ী চাকরির বদলে এখন বরং জোর দিতে হবে স্বল্পমেয়াদি এবং চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্তির সুযোগ বাড়ানোর ওপর।

নির্ভুল তথ্যের প্রয়োজনীয়তা

অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটলেই কর্মসংস্থান আপনাআপনি বেড়ে যাবে, এমন কোনও কথা নেই। বৃদ্ধির ধরনধারণটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং বেকারির সহাবস্থান নিয়ে আলোচনা নতুন কিছু নয়। ২০০৪-০৫ এবং ২০০৯-১০-এর NSS-এর সমীক্ষাতে এই বিষয়টি উঠে এসেছে। তবে ধারণাগত দিক থেকে একটা কথা মনে রাখা দরকার। প্রকৃত মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (Real GDP) এখনকার মতো তখনও বেড়ে চলছিল। ধরে নেওয়া যাক বৃদ্ধির হার সাত শতাংশ। তাহলে কি এটা বলা যায় যে শ্রমের উৎপাদশীলতাও ৭ শতাংশ হারে বেড়েছে ? যদি তা না হয়, তাহলে অবশ্যই বেড়েছে কর্মসংস্থান। এছাড়া অন্য কিছু যে হতে পারে না, তা জাতীয় আয়-এর পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে। সুতরাং আসলে যা হচ্ছে, তার পুরোটাই সাদা তথ্যে ধরা পড়ছে না। আরও একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, শ্রমবাহিনীতে নতুন শামিল সকলেরই ঠাঁই কৃষিক্ষেত্রে হতে পারে না তা কৃষিক্ষেত্রের যতই বাণিজ্যিকীকরণ, আধুনিকীকরণ হোক না কেন, কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্য ধরনের কাজের সুযোগ বাড়ুক না কেন। আধুনিক উৎপাদন প্রক্রিয়া আগের মতো শ্রমনিবিড় নয়। কাজেই, পরিষেবা ক্ষেত্রের দিকে তাকালেই দাবিটা অনেকটা স্পষ্ট হবে। উত্তর মিলবে।

কায়িক শ্রমভিত্তিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি

এবার কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমত, ভারতে শ্রমের জোগান যতটা, মূলধনের জোগান ততটা নয়। কাজেই মূলধন/শ্রমিক অনুপাত বিকৃত না হওয়া পর্যন্ত এখানে শ্রমনিবিড় পন্থাতেই অর্থনৈতিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে এগোনো সমীচীন। উৎপাদক নির্বাচনের বিষয়টি (input choice) শ্রমের মজুরি এবং মূলধনের খরচের তুল্যমূল্য বাজারের ওপর নির্ভরশীল। সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমের মূল্য কৃত্রিমভাবে বেড়ে আছে বলে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায়। বলা হয়ে থাকে যে শুধু মজুরিই নয়, শ্রম আইনের বিভিন্ন দাবি পূরণ করার ক্ষেত্রের খরচের ভার অনেকটাই। তবে ১৯৯১-এর পর এবাবদ খরচ আর বাড়েনি। বরং হয়তো কিছুটা কমেছে (শ্রম সুবিধা পোর্টালের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে)। তা হলে মূলধন-শ্রমিক অনুপাত বাছাই-এর বিষয়টি আরও জটিল হয়ে পড়ল কেন ? উত্তর হতে পারে এই যে, মূলধনের দাম বা খরচ তুলনামূলকভাবে কমেছে। মূলধন ব্যবহারে ভরতুকিও (করছাড়) মিলছে এখন। বর্তমান সরকার এই বিষয়টিতে কিছুটা বদল আনতে চাইছে। এখন নতুন নিযুক্তির ক্ষেত্রেও নিয়োগকর্তা ভরতুকি পাচ্ছেন। এবার দ্বিতীয় বিষয়টিতে আসা যাক। দেশের কোনও অঞ্চলে শ্রমিকের জোগান বেশি, আবার অন্য জায়গায় কম। এর আসল কারণ হল সম্ভাব্য নিয়োগকর্তা এবং কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে সমন্বয় ও তথ্যের আদানপ্রদানের অভাব। এজন্যই বর্তমান সরকার চালু করেছে National Career Service পোর্টাল। এবার আসা যাক তৃতীয় বিষয়টিতে। যতদূর তথ্য পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে শ্রম বিক্রয়ে সক্ষমরা (labour force) সকলই কাজের দুনিয়ায় (work force) আসছেন না। এই ফারাক বেড়েই চলেছে। শুধুমাত্র মহিলারা নয়, পুরুষদেরও একটি বড়ো অংশ কাজের দুনিয়া থেকে সরে থাকছেন। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের আরও বেশি শামিল করা সংস্কার প্রক্রিয়ার অন্যতম অঙ্গ। কাজেই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা জরুরি।

এই প্রবণতা কি সাময়িক ? উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এখনকি তবে শ্রমের বাজারে পারিশ্রমিকের হার প্রত্যাশামতো নয়? কাজেই বাজার এবং শ্রমের বাজারে সঠিক মূল্যমানে চাহিদা ও জোগানের সমন্বয়সাধন জরুরি। অন্যভাবে বলা চলে, ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মহীন এবং প্রকৃত বেকারের সংখ্যা বিভাজন এখনও আমাদের কাজে স্পষ্ট নয়।

চতুর্থত, এই ধারাটি কি শিক্ষা ও চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতার মধ্যে অসামঞ্জস্যের ফল? সরকারি কিংবা বেসরকারি, যেকোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছেলে মেয়েরা যায় পরে ভালো চাকরি ও পারিশ্রমিকের আশায়। কিন্তু সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কি বাজারের চাহিদা মেটাতে পারছে ?

পঞ্চম, যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত উদ্বেগের তা হল, দক্ষতা সংক্রান্ত সার্বিক সমস্যা। তার নিরসনে হাতে নেওয়া হয়েছে জাতীয় দক্ষতা বিকাশ মিশন। গড়ে উঠেছে জাতীয় দক্ষতা বিকাশ সংস্থা (NSDA), জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম (NSDC) কিংবা প্রশিক্ষণ বিষয়ক মহানির্দেশনালয় বা Directorate General of Training (DGT)।

২০১৮-র শেষ নাগাদ দেশে কর্মসংস্থান বিষয়ক নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি প্রকাশ্যে আসবে। তাতে সরকারের এইসব উদ্যোগের ইতিবাচক প্রভাব ফুটে উঠবে এমনটা জোরের সঙ্গে বলা যায়। ❑

জীবিকার প্রসার ও বৈচিত্র্য

অমরজিৎ সিনহা

গ্রামীণ পরিকাঠামোর প্রসার, জীবিকার নতুন নতুন পথের খোঁজ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে গত চার বছর যাবৎ আর্থিক সংস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) বা PMDY-G, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা বা PMGSY, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প বা MGNRGES, দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা বা DAY, জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (NRLM)-এর মতো কর্মসূচি পরিকাঠামোগত ও জীবিকাগত সংস্থানের প্রসারে কাজ করে চলেছে। বাড়ছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান।

বিরামহীন উন্নয়ন লক্ষ্য সংক্রান্ত (SDGS) আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, দারিদ্র্যের সমস্যাটি বহুমাত্রিক এবং তার সমাধানে বহুমাত্রিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। দারিদ্র্যমুক্ত গ্রামীণ জনপদ (clusters) গড়ে তুলতে যে বিষয়গুলি নিশ্চিত করা জরুরি তা চিত্র-১-এ দেখানো হয়েছে। কৃষিনির্ভর নয় এমন সময় জীবিকার গুরুত্বও তুলে ধরা হয়েছে এখানে। সাম্প্রতিক তথ্যাদি অনুযায়ী, দেশের উৎপাদন ক্ষেত্রের অর্ধেক এবং পরিষেবা ক্ষেত্রের এক-তৃতীয়াংশ গ্রামীণ অর্থনীতির অঙ্গীভূত। জীবিকা সংক্রান্ত সংস্থানের প্রসার এবং বৈচিত্র্য বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের আয় এবং কাজের সুযোগ বাড়ানোই সার্থক উন্নয়নের একমাত্র পথ।

গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন, জীবিকার সুযোগ বাড়ানো, দারিদ্র্য কমানো এবং সার্বিকভাবে দরিদ্র মানুষের কল্যাণে গৃহীত গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের নানা প্রকল্প খাতে গত চার বছরে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০১২-১৩ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রকৃত ব্যয়ের খতিয়ান এবং ২০১৮-১৯ সালে এবাবদ বাজেটে অনুমিত (estimated) ব্যয়ের পরিসংখ্যান সারনি-১-এ যেভাবে দেওয়া হয়েছে তা দেখলেই এই উক্তির যাথার্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২০১৭-১৮ সালে এই খাতে ব্যয় ২০১২-১৩ সালের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। এছাড়াও যে বিষয়টি স্মর্তব্য তা হল, এই সময়ের মধ্যে গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য অর্থসংস্থানের চারটি নতুন উৎস তৈরি হয়েছে।

ক) এই ধরনের প্রকল্পগুলিতে হিমালয় সন্নিহিত নয় এমন রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে আর্থিক দায়ভারের ৬০ শতাংশ বহন করে কেন্দ্র। বাকি ৪০ শতাংশ বহন করে সংশ্লিষ্ট রাজ্য। কাজেই কেন্দ্র-রাজ্য দায়ভার-এর অনুপাত এক্ষেত্রে দাঁড়াচ্ছে ৬০:৪০। হিমালয়

সারণি-১ গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ব্যয়

বছর	গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প খাতে ব্যয় (কোটি টাকার হিসেবে)
২০১২-১৩	৫০,১৬২
২০১৩-১৪	৫৮,৬৩০
২০১৪-১৫	৬৭,২৬৩
২০১৫-১৬	৭৭,৩২১
২০১৬-১৭	৯৫০৯৯
২০১৭-১৮ (RE)	১,০৫,৪৪৮ *
২০১৮-১৯	১,১২,৪০৩.৯২ **

*২০১৭-১৮ সালে ব্যয়ের পুনর্মার্জিত অনুমান (Revised estimate)
**২০১৮-১৯ সালে বাজেটে অনুমিত ব্যয়

সূত্র : গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক

[লেখক সচিব, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার। ই-মেল : secyrd@nic.in]

চিত্র : ১

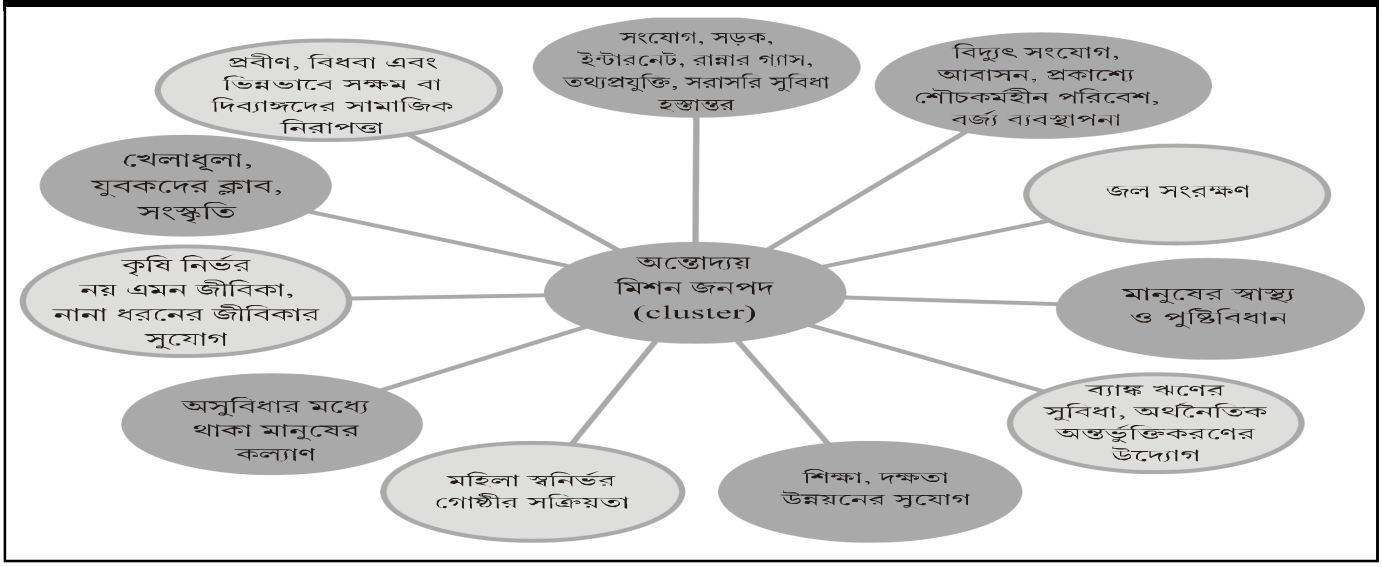

সন্নিহিত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে দায়ভার-এর অনুপাত হল ৯০:১০। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ বা PMAY-G-র ক্ষেত্রে দায়ভার অনুপাত আগের ৭৫:২৫-এর জায়গায় এখন ৬০:৪০ হওয়াতে গত তিন বছরে রাজ্যগুলির কোষাগার থেকে পাওয়া গেছে মোট ৪৫ হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্র দিয়েছে ৮১ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকা। ঠিক একই ভাবে, ২০১৫-র ডিসেম্বর থেকে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা খাতে রাজ্যগুলি চল্লিশ শতাংশ দায়ভার গ্রহণ করছে। ফলে প্রতি বছর রাজ্যগুলির থেকে পাওয়া যাচ্ছে ৮০০০-৯০০০ হাজার কোটি টাকা, যা আগে মিলত না। ৭৫:২৫ দায়ভার অনুপাতের বদলে ৬০:৪০ দায়ভার অনুপাত চালু হওয়ায় ঠিক একইভাবে জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (NSAP), দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা, জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (DAY NRLM)-এর মতো প্রকল্পেও এখন বেশি টাকার সংস্থান সম্ভব হয়েছে।

খ) আবাসন কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-১৮ থেকে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থসংস্থানও করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ-এর জন্য ২০১৭-১৯, এই সময়ে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থসংস্থান বাবদ মোট ২১ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকা জোগানো হয়েছে বা হচ্ছে। এর মধ্যে ৭ হাজার ৩২৯ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ইতোমধ্যেই প্রদান করা হয়ে গেছে।

গ) চতুর্দশ অর্থ কমিশনের আওতায় দেওয়া টাকার পরিমাণও ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের আমলে দেওয়া টাকার চেয়ে অনেকটাই বেশি। সারনি-২-এ বিষয়টি দেখানো হয়েছে।

সারণি-২

চতুর্থ অর্থ কমিশনের আওতায় প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ

বছর	প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০১৫-১৬	২১,৫১০.৪৬
২০১৬-১৭	৩৩,৮৭০.৫২
২০১৭-১৮	৩২,৪২৩.৭২

ঘ) চতুর্থ যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, আলোচ্য সময়ে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দেওয়া ব্যাঙ্ক ঋণ বেড়েছে অনেকটা। গত ৫ বছরে তা দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকায়। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন, DAY-NRLM-এর আওতায় ২০১৩-১৪ সালে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির নেওয়া ঋণের পরিমাণ ছিল ৩১,৮৬৫ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮-এ তা দাঁড়িয়েছে ৬৯,৭৩৩ কোটি টাকা।

গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পগুলিতে সম্পদের জোগান বাড়ানোর পাশাপাশি স্বচ্ছ ভারত অভিযানে গুরুত্ব, কৃষি মন্ত্রকের বরাদ্দ বাড়ানো, বিভিন্ন পরিকাঠামো ও জীবিকার সংস্থান বিষয়ক কর্মসূচিগুলিতে

NRLM বা জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন

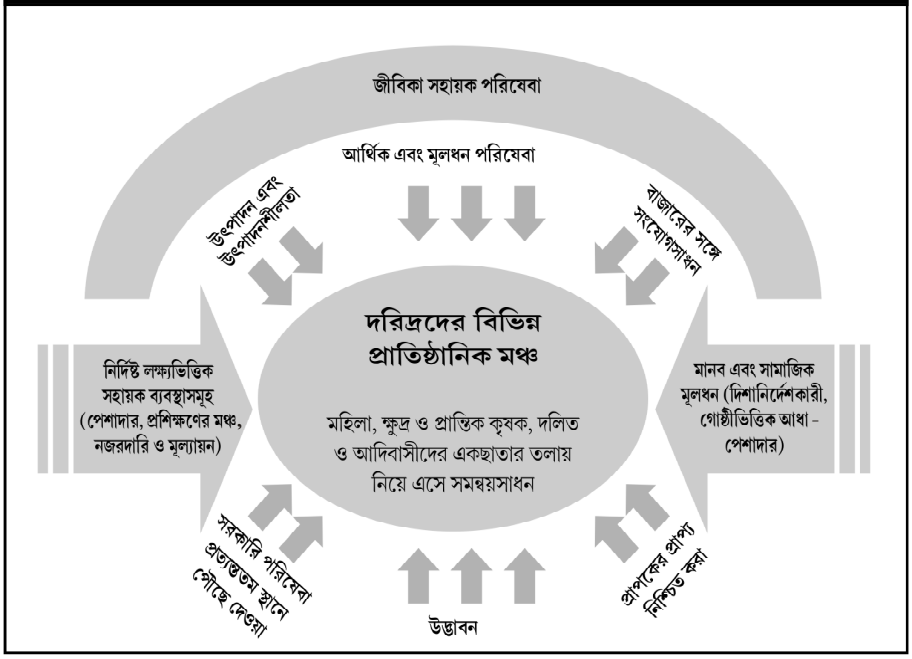

অগ্রাধিকার - এসবের কারণে সার্বিকভাবে গ্রাম ভারতের উন্নয়নে অর্থবরাদ্দ অনেকটাই বেড়েছে। এর সিংহভাগই খরচ হচ্ছে আয় ও কর্মসংস্থানের প্রসারের লক্ষ্যে।

দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য বিভিন্ন ধরনের জীবিকার সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে গুরুত্ব সহকারে কাজ করছে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। ২০১৫-র জুলাইয়ে প্রকাশিত ২০১১-র আর্থ-সামাজিক বর্ণভিত্তিক জনগণনায় (SECC) প্রাপ্ত তথ্যাদি সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সঠিক প্রাপক বেছে নেওয়ার ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। SECC-অনুযায়ী বঞ্চনার শিকার পরিবারগুলির কাছে উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাস সংযোগ, সৌভাগ্য যোজনায় বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ (PMAY-G)-এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে গৃহীত 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের সঠিক প্রাপকও বেছে নেওয়া হচ্ছে SECC -র ওপর ভিত্তি করে।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প (MGNRGES)-র আওতায় রাজ্যভিত্তিক বাজেট তৈরি, DAY-NRLM-এর আওতায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মহিলাদের অন্তর্ভুক্তিকরণ, সব ক্ষেত্রেই দরিদ্রতম অঞ্চলগুলির দরিদ্রতম মানুষের কাছে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্য সুযোগ পৌঁছে দিতে SECC-র তথ্যাদিকে কাজে লাগানো হচ্ছে ব্যাপকভাবে। SECC-তে শোষণ এবং বঞ্চনার বিষয়গুলি যেভাবে ফুটে উঠেছে, তা সংক্ষেপে দেখান হল সারণি-৩-এ।

গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত সব কর্মসূচিগুলিই জীবিকার প্রসারের সঙ্গে জড়িত। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প বা MGNREGS-এ স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি কিংবা জল সংরক্ষণ-এর মতো বিষয়গুলিতে জোর দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টির জল ধরে রাখার পুকুর তৈরি। কুয়ো খোঁড়া, গবাদি পশুর আস্তানা তৈরি, মুরগি খামার, দুগ্ধ উৎপাদন, বাড়ি তৈরিতে সহায়তা, — নানা ক্ষেত্রেই জোর দিয়ে জীবিকার নতুন নতুন উপায় ও পন্থা তৈরি করার উদ্যোগ রয়েছে সেখানে। পশুপালন এবং কৃষিকাজের ক্ষেত্রে ভরতুকির সুযোগ পৌঁছে দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবিকার নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে সমন্বয়ের ভিত্তিতে এখন উপার্জনের দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে গ্রামের মানুষের সামনে। এর জন্য গত চার বছরে ফল, শাক-সবজির উৎপাদন অনেক বেড়েছে। প্রাণীসম্পদও বেড়েছে অনেকটাই। কর্মসংস্থানও হয়েছে বহু মানুষের। গত-তিন বছরের সাফল্যের বিষয়গুলিকে এভাবে দেখা যায় :

সারণি - ৩ : SECC-2011 অনুযায়ী বঞ্চনার চিত্র

বর্ণনা	বঞ্চনার শিকার পরিবারের সংখ্যা
ঘর নেই, কিংবা কাঁচা দেওয়াল ও কাঁচা ছাদের একটি মাত্র কামরার বাড়িতে বসবাসরত পরিবার (D_1)	২,৩৭,৩১,৬৭৪
১৬ থেকে ৫৯ বছরের কোনও প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য নেই এমন পরিবার (D_2)	৬৫,১৫,২০৫
পরিবারের প্রধান মহিলা, ১৬ থেকে ৫৯ বছরের কোনও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্য নেই এমন পরিবার (D_3)	৬৮,৯৬,০১৪
ভিন্নভাবে সক্ষম সদস্যবিশিষ্ট, কিংবা শারীরিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য নেই এমন পরিবার (D_4)	৭,১৬,০৪৫
তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত পরিবার (D_5)	৩,৮৫,৮২,২২৫
২৫ বছরের বেশি বয়সি কোনও সাক্ষর প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য নেই এমন পরিবার (D_6)	৪,২১,৮৭,৫৬৮
ভূমিহীন এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করা শ্রমিকদের পরিবার (D_7)	৫,৩৭,০১,৩৮৩

i) জল সংরক্ষণ সংক্রান্ত উদ্যোগের সুবিধা পেয়েছে ১৪৩ লক্ষ হেক্টর জমি।

ii) বৃষ্টির জল ধরে রাখতে তৈরি হয়েছে ১৫ লক্ষ পুকুর। সেচের সুবিধার্থে খোঁড়া হয়েছে চার লক্ষ কুয়ো। এছাড়া জল সংরক্ষণের বিষয়ে অঞ্চল ও গোষ্ঠীভিত্তিক নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই সময়ে।

iii) বিভিন্ন মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী পরিচালিত ৬২২২-এরও বেশি কৃষি সরঞ্জাম কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। যেখান থেকে কৃষকরা প্রয়োজনমতো সরঞ্জাম ভাড়া নিতে পারেন (Custom Hiring Centre)।

iv) প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য (Banking Correspondent) স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের মধ্যে থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে ১১ হাজার ব্যাঙ্ক সখী এবং ৭৭৩ জন ব্যাঙ্ক মিত্র তৈরি করা হয়েছে।

v) রাসায়নিক সার কিংবা দ্রব্য ব্যবহার না করে পরিবেশবান্ধব কৃষির প্রসারের লক্ষ্যে নেওয়া কর্মসূচির আওতায় সহায়তা দেওয়া হয়েছে ৩৩ লক্ষ মহিলা কৃষিজীবীকে।

vi) গড়ে তোলা হয়েছে ৮৬,০০০ উৎপাদক গোষ্ঠী (Producer Groups) এবং ১২৬-টি কৃষিপণ্য উৎপাদন সংস্থা (Agri Producer Companies)।

vii) গ্রামীণ পরিবহণ ব্যবস্থার প্রসারে গৃহীত আজীবিকা গ্রামীণ এক্সপ্রেস যোজনার আওতায় গ্রামের রাস্তায় মহিলা চালকরা চালাচ্ছেন ৪৪৯-টি যান।

viii) বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড কিংবা রাজস্থানের মতো রাজ্যে বিভিন্ন মহিলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রায় বারো হাজার সদস্যা তৈরি করেছেন ৯ লক্ষেরও বেশি সৌরবাতি (Solar lamps)।

ix) পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে ৬০০০-এর বেশি শিক্ষিত মানুষকে নির্মাণকাজের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে (Bare foot technician)। শংসাপত্রও দেওয়া হয়েছে এদের।

x) দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনার আওতায় ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। গ্রামীর স্বনিযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষিত ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার তরুণ-তরুণী গত চার বছরে উপার্জনক্ষম হয়েছেন।

xi) আবাসন কর্মসূচির আওতায় গ্রামাঞ্চলের ১০,৯৪৯ জন রাজমিস্ত্রিকে প্রশিক্ষণ এবং শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ বা PMAY-G-র আওতায় আয় ও কর্মসংস্থানের প্রসার যতটা হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছিল National Institute of Public Finance and Policy বা NIPFP-কে। Awaas Soft এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হওয়া তাদের সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৬-১৭ থেকে এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ বাড়ির সংখ্যা মাথায় রাখলে দু'বছরের প্রতি বছরে সৃষ্ট কর্মদিবসের সংখ্যা ৫২ কোটি ৪৭ লক্ষ। এর মধ্যে দক্ষ শ্রমিকদের জন্য তৈরি হয়েছে ২০কোটি ৮৫ লক্ষ কর্মদিবস। ৩১ কোটি ৬২ লক্ষ কর্মদিবস তৈরি হয়েছে অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য।

গ্রামীণ পরিকাঠামোর বিকাশে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা বা PMGSY সরকারের একটি প্রধান কর্মসূচি। এর আওতায় গত চার বছরে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছে। ২০১১-১২ সাল থেকে বছরে গড়ে কতটা রাস্তা তৈরি হয়েছে তার হিসেব দাখিল করা হল সারনি-৪-এ।

সড়ক নির্মাণ প্রকল্পগুলির কাজ জোরদার হওয়ায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে

সারণি-৪ : PMGSY-এর আওতায় গড়ে দৈনিক তৈরি হওয়া রাস্তার দৈর্ঘ্য

বছর	PMGSY -এর আওতায় গড়ে দৈনিক তৈরি হওয়া রাস্তা (কিলোমিটারের হিসেবে)
২০১১-১২	৮৫
২০১২-১৩	৬৬
২০১৩-১৪	৬৯
২০১৪-১৫	১০০
২০১৫-১৬	১০০
২০১৬-১৭	১৩০
২০১৭-২০১৮	১৩৪

কর্মসংস্থানেরও সুযোগ বেড়েছে। গ্রাম এলাকার রাস্তা তৈরির মোট খরচের গড়ে এক-চতুর্থাংশ দক্ষ, আংশিক দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকদের কর্মসংস্থান খাতে যায়। স্বাভাবিকভাবেই, মানুষের আয়ের সংস্থানও হয় এর ফলে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে গত তিন বছরে বার্ষিক বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে ১৯ হাজার কোটি টাকা। রাজ্যগুলির অবদান বাবদ আসছে ৮ থেকে ৯ হাজার কোটি টাকা। সুতরাং, গত তিন বছরে শুধুমাত্র সড়ক নির্মাণ খাতেই ৭০,০০০ কোটি থেকে ৮০,০০০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। এর ২৫ শতাংশ প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। কাজেই গ্রামীণ এলাকায় এই সড়ক নির্মান কর্মসূচির রূপায়ণ যে বিপুল পরিমাণ কাজ ও উপার্জনের দরজা খুলে দিয়েছে তা জোরের সঙ্গেই বলা যায়।

জীবিকার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প বা MGNRGES। আলোচ্য সময়ে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে চলছে এর কাজ।

MGNREGS-এর কার্যকর রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়বদ্ধতার প্রমাণ হল এ বাবদ বাজেট বরাদ্দে ধারাবাহিক বৃদ্ধি। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে এই খাতে বরাদ্দ হয়েছে ৫৫,১৬৭ কোটি টাকা, যা এযাবৎ সর্বোচ্চ ।

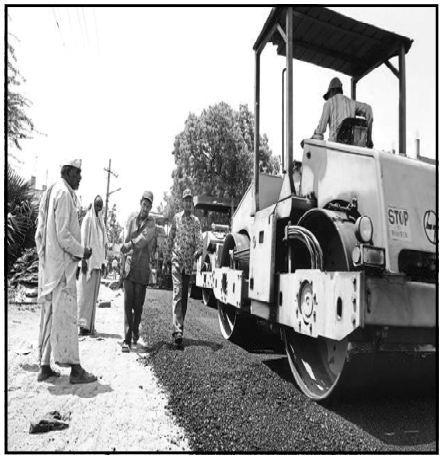

- তহবিল বা অর্থের ব্যবহার : এক্ষেত্রেও (কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির অবদান সমেত) আগের বছরগুলির তুলনায় অনেক অগ্রগতি হয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে আলোচ্য প্রকল্প বাবদ খরচ হয়েছে ৬৪ হাজার ২৮৮ কোটি টাকা। এটিও এযাবৎ সর্বোচ্চ।
- MGNRGES-এর আওতায় গত তিন বছরে গড়ে মোটামুটি ২৩৫ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি হয়েছে। এই সংখ্যা আগের বেশিরভাগ বছরে তুলনায় অনেকটাই ওপরে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে স্থায়ী সম্পদ নির্মাণ এবং ব্যক্তিগত সুবিধা প্রাপক কর্মসূচি (Individual Beneficiary Schemes)-র ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ায় MGNREGS-এর আওতায় কাজ করার আগ্রহ বাড়ছে।

সারণি-৫

বছর	বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকার হিসেবে)
২০১৪-১৫	৩৩,০০০
২০১৫-১৬	৩৭,৩৪৬
২০১৬-১৭	৪৮,২২০
২০১৭-১৮	৫৫,১৬৭

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় তিন টাকা কেজি দরে চাল এবং দু'টাকা কেজি দরে গম দেওয়ার উদ্যোগে দরিদ্র পরিবাগুলির খাদ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তা বেড়েছে। কৃষি-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভোগ্যপণ্য মূল্য সূচক বা Consumer Price Index সেভাবে না বাড়ার কারণ দু'টি। এক, খাদ্যপণ্যের মুদ্রাস্ফীতি এই সময়ে অনেক কম। দ্বিতীয়ত, কৃষি-শ্রমিকদের ভোগ্যপণ্যের সমাহারে খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণই বেশি হওয়ায় সূচক তৈরি করার ক্ষেত্রে খাবার-দাবার-এর ওপরেই জোর দেওয়া হয়। চাল ও গমে ভরতুকি এবং কম দামে খাদ্যশস্যের লভ্যতার সঙ্গে কৃষি-শ্রমিকদের মজুরির গতিপ্রকৃতি মিলিয়ে

সারণি-৬

বছর	টাকার অঙ্কে কর্মদিবস সৃষ্টির পরিমাণ (কোটিতে)
২০১৪-১৫	১৬৬.২১
২০১৫-১৬	২৩৫.১৪
২০১৬-১৭	২৩৫.৬
২০১৭-১৮	২৩৪.৩

দেখলে বোঝা যায় যে প্রকৃত মজুরি সামান্য বাড়লেই তাদের ক্রয় ক্ষমতা অনেক গুণ বেশি বেড়ে যেতে বাধ্য। কারণ কৃষি-শ্রমিকরা বেশি খরচ করেন চাল ও গম কেনায়। কিন্তু ওই দু'টি পণ্য উচ্চ ভরতুকিযুক্ত এবং সহজলভ্য।

গ্রামীণ দারিদ্র্যের সমস্যাটি প্রকৃত অর্থেই বহুমাত্রিক। তার কার্যকর মোকাবিলায় চাই বহুমুখী ও সুসমন্বিত প্রয়াস। গত কয়েক বছরে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রামীণ উদ্যোগগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পথে দরিদ্র পরিবারগুলির কল্যাণ সাধনে ব্রতী। পরিবার ভিত্তিক এবং অঞ্চল ভিত্তিক দারিদ্র্য দূরীকরণ, উভয়ের ওপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে। এই দু'টি বিষয়ে মূল চ্যালেঞ্জগুলি এইরকম :

➤ **পরিবারভিত্তিক দারিদ্র্য :**

- শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব
- পুষ্টির ও স্বাস্থ্যের অভাব
- কাজের সুযোগের অভাব
- সম্পদহীনতা
- নিরাপদ বাসস্থানের অভাব
- জনপরিষেবা পাওয়ার সুযোগের অভাব
- দালাল, অসাধু মহাজন, দুর্নীতিগ্রস্থদের রমরমা
- সামাজিক মূলধনের খামতি মহিলা/যুবা/দরিদ্র পরিবারগুলির সংঘবদ্ধতার অভাব।

➤ **অঞ্চলভিত্তিক দারিদ্র্য :**

- পণ্যের চূড়ান্ত কম দামের ফলে দুর্দশা
- হিংসা / অপরাধ
- সেচ ব্যবস্থার খামতি / প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা
- সাধারণ পরিকাঠামো (সড়ক, বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট)-র অভাব
- বাজারে পণ্য নিয়ে যাওয়ার সুযোগের অভাব, কর্মহীনতা
- কৃষি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজের সুযোগের অপ্রতুলতা

প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং উল্লিখিত বিভিন্ন উদ্যোগের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে গত কয়েক বছরে গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে সম্পদের বন্টন অনেক বেড়েছে। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির কাছে ব্যাঙ্ক ঋণের সুযোগও এখন অনেক বেশি করে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বেড়েছে কাজ ও জীবিকার সুযোগ। সেইসঙ্গে বেড়েছে জীবিকার বৈচিত্র্যও। এসংক্রান্ত কয়েকটি মাত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এই নিবন্ধে। সামগ্রিকভাবে এটা বলাই যায় যে, বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে দারিদ্র্যের সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে এগোন গেছে বেশ কিছুটা। Institute of Rural Management Anand (IRMA)-এর পর্যালোচনা সমীক্ষায় আয় এবং কার্যকর সম্পদের বৃদ্ধির বিষয়টি উঠে এসেছে। গ্রামীণ উদ্যোগের প্রসারের বিষয়টিও স্পষ্ট। DAR-NRLM-র আওতায় কাজ করে চলেছে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি। MGNREA-র আওতায় জল সংরক্ষণের বিষয়টি নিয়ে Institute of Economic Growth-এর সমীক্ষাও আয়, উৎপাদনশীলতা, সবক্ষেত্রেই অগ্রগতির ইঙ্গিত দিয়েছে। এই ইতিবাচক প্রবণতা কর্মসংস্থানেও গতি এনেছে, তা নিশ্চিত করে বলা যায়। ❑

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

শহরাঞ্চলে জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি

দুর্গাশঙ্কর মিশ্র

শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থান আরও ঢের বাড়ার আশা। সৌজন্যে শিল্প ও পরিষেবায় ক্রমাগত প্রযুক্তি পরিবর্তন এবং কৃষিতে আরও বেশি বেশি যন্ত্রপাতি ব্যবহার -বহুমুখী কর্মকৌশল নিয়ে এসব চ্যালেঞ্জ সামলাচ্ছে ভারত সরকার। শহরে জীবিকার সুযোগ তৈরি করতে সরকারি উদ্যোগের বিবর্তন ও অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়েছে এই নিবন্ধে। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত শহুরে কর্মবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন নতুন নীতি দিশা নিয়ে আলোচনাও আছে এ লেখায়।

ভারতের চনমনে ও দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতিতে চাই দক্ষ মানব সম্পদের টানা জোগান। ২০১১-র আদমসুমারির হিসেব, ৩১ শতাংশের বেশি মানুষ শহরবাসী। ২০৫০-তা বেড়ে দাঁড়াবে ৫০ শতাংশের উপরে। শহর-নগরের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমান নগরগুলির আয়তন উঠছে ফুলেফেঁপে। পাল্লা দিয়ে জনঘনত্ব যাচ্ছে আরও বেড়ে। এসবের নিটফল, জীবিকার উপর চাপ বাড়তে থাকবে। ফি মাস কর্মীবাহিনীতে ঢুকছে লাখ দশেক নতুন মানুষ (অর্গানাইজেশন ফর ইকনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট, অর্থনৈতিক সমীক্ষা : ভারত ২০১৭)। শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থান আরও ঢের বাড়ার আশা। সৌজন্যে শিল্প ও পরিসেবায় ক্রমাগত প্রযুক্তি পরিবর্তন এবং কৃষিতে আরও বেশি বেশি যন্ত্রপাতি ব্যবহার। হিসেব করা হয়েছে যে আগামী দু'দশক ভারতের শহরাঞ্চলে ৭০ শতাংশের মতো নুতন কাজ তৈরি হবে (সাংখে ও অন্যান্যরা, ২০১০)।

দক্ষতার পরিবেশ উন্নয়ন

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে। এবং ২০২২-এর মধ্যে ১৫ কোটি লোককে দক্ষ করে তোলার দায়িত্ব নিয়ে গড়ে তোলা হয় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম। সরকারি-অসরকারি অংশীদারিত্বের কাঠামোভিত্তিক এই নিগমে সরকারের মালিকানা ৪৯ শতাংশ। সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার অসরকারি ক্ষেত্রের হাতে। দশটি বণিক সংগঠন (চেম্বার্স অব কমার্স) এবং ক্ষেত্র-নির্দিষ্ট শিল্প সংগঠনকে ৫১ শতাংশ মালিকানা সমানভাবে বাঁটোয়ারা করা হয়েছে (চেনয়, ২০১২)।

ভারতে দক্ষতা চিত্রের রদবদল ঘটেছে অনেকখানি। বাইশটি মন্ত্রক বিভিন্ন রকম দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। দক্ষতা নিয়ে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ দিশা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন মেনে প্রধানমন্ত্রী ২০১৫ সালে চালু করেন কুশল ভারত (স্কিল ইন্ডিয়া) মিশন। ভারতের ভাবী দক্ষ কর্মীবাহিনীর জন্য বিশদ পরিকল্পনা (ব্লু পিন্ট) বানাতে এক গুচ্ছ মন্ত্রকের বিভিন্ন সামঞ্জস্যহীন প্রচেষ্টাকে সংহত করে এই মিশন। কুশল ভারত মিশন তার টার্গেট বাড়িয়েছে এবং এখন তার লক্ষ্য ২০২২ সালের মধ্যে ৪০ কোটি ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

স্বনিযুক্তির সুযোগ প্রসারের জন্য অত্যাবশ্যক সংগঠিত আর্থিক পরিষেবা পাওয়ার পথ প্রশস্ত করতে, সমান্তরাল এক

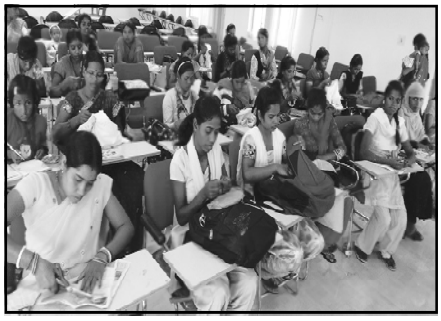

[লেখক কেন্দ্রীয় আবাসন ও শহরোন্নয়ন বিষয়ক সচিব, ভারত সরকার। ই–মেল : secyurban@nic.in]

স্বনির্ভর গোষ্ঠী ফেডারেশনে সম্মেলন, ওড়িশা

বহুমাত্রিক জীবিকা কর্মকৌশল (স্ট্র্যাটেজি) : মিশনের লক্ষ্য জীবিকা প্রসারে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্পষ্ট মনোযোগের মাধ্যমে শহরের গরিবি দূর করা, সমাজকে যুক্ত করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন - মিশনের এই অঙ্গ (কমপোনেন্ট) সামাজিক মূলধন তৈরি তিন থাকওয়ালা সমাজকাঠামো মারফত ; স্বনির্ভর গোষ্ঠী, অঞ্চল বা বস্তি স্তরের ফেডারেশন এবং শহর পর্যায়ের ফেডারেশন। এসব ফেডারেশন দুর্বল শ্রেণিগুলির সম্মিলিত বক্তব্য তুলে ধরে এবং তাদের রুজি রোজগারে সাহায্য করে।

প্রচেষ্টা দক্ষতা পরিবেশের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। জনধন, আধার ও মোবাইল ভিত্তিক পরিষেবার দৌলতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য অর্জনের পথ হয়েছে সুগম। এবছরের গোড়ায় প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাঙ্কের গ্লোবাল ফিনডেক্স রির্পোটে দেখা যাচ্ছে, ভারতে প্রাপ্তবয়স্ক অ্যাকাউন্ট হোল্ডার ২০১৪ সালের ৫৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৭-তে হয় ৮০ শতাংশ। অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের মধ্যে কমেছে নারী-পুরুষের ফারাকও। এখন অ্যাকাউন্ট আছে ৮৩ শতাংশ পুরুষ এবং ৭৭ শতাংশ নারীর। তদুপরি, মুদ্রা ঋণে উপকৃতদের প্রায় ৭৫ শতাংশ মেয়ে (বিশ্ব ব্যাঙ্ক ২০১৮)।

আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রকের অধীন দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা - জাতীয় শহরাঞ্চলে জীবিকা মিশন-এর একটা অঙ্গ হচ্ছে, মজুরি কর্মসংস্থান (অন্যের কাজ করে পারিশ্রমিক) এবং স্বনিযুক্তি ও উভয়কে সহায়তার জন্য সংহত কর্মকৌশল। সব শহরে গরিব ও দূর্বল মানুষের জন্য জীবিকার সুযোগ তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এই মিশন।

মিশনটি আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রকের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি। অন্যান্য শহরে মুখ্য কর্মসূচি; স্বচ্ছ ভারত মিশন-শহরাঞ্চল, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-শহরাঞ্চল, স্মার্ট সিটি, অটল মিশন ফর রিজুভিনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফর্মেশন এবং হেরিটেজ সিটি ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড অগমেন্টেশন যোজনা টেঁকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় শহর জীবিকা মিশনের পরিপূরক রূপে কাজ করে।

ক) বহু-মাত্রিক জীবিকা স্ট্র্যাটেজি :

মিশনের লক্ষ্য জীবিকা প্রসারে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্পষ্ট মনোযোগের মাধ্যমে শহরে গরিবি দূর করা (রেখাচিত্র-১ দ্রষ্টব্য)। সমাজকে যুক্ত করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, -মিশনের এই অঙ্গ (কমপোনেন্ট) সামাজিক মূলধন তৈরি করে তিন স্তর বিশিষ্ট। সমাজ কাঠামো মারফত ; স্ব-সহায় গোষ্ঠী, অঞ্চল বা বস্তি স্তরের ফেডারেশন এবং শহর পর্যায়ের ফেডারেশন।

মিশনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত শহর জীবিকা কেন্দ্রগুলি অনানুষ্ঠানিক ছোটো ছোটো সম্প্রদায় বা অঞ্চলে পরিষেবার আয়োজনে সাহায্য করে। বিদ্যুৎ মিস্ত্রি, ছুতোর, জলের মিস্ত্রি ও দরজির মতো স্বনিযুক্ত পরিষেবা প্রদানকারীদের শহর জীবিকা কেন্দ্রে রেজিস্ট্রিভুক্ত করা হয়। কেন্দ্রে যোগাযোগের মাধ্যমে গ্রাহক এদের পরিষেবা পেতে পারে। কেন্দ্রগুলি ক্ষুদ্র সংস্থাগুলির বিপণনেও সহায়তা করে।

মিশনের দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কাজ খুঁজে দেওয়ার কর্মকান্ডে স্কিল ইন্ডিয়া কর্মসূচির আওতায়, শ্রম বাজারের উপযোগী দক্ষতা প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত আছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের চাকরি পেতে বা স্বনিযুক্তিতে সহায়তা করা হয়। মিশনের এক উল্লেখযোগ্য অঙ্গ স্ব-নিযুক্তি কর্মসূচির ফোকাস থাকে শহরের গরিবদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ভরতুকি দেওয়া ক্ষুদ্র ঋণের

রেখাচিত্র - ১ : দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা - জাতীয় শহর জীবিকা মিশন অঙ্গ

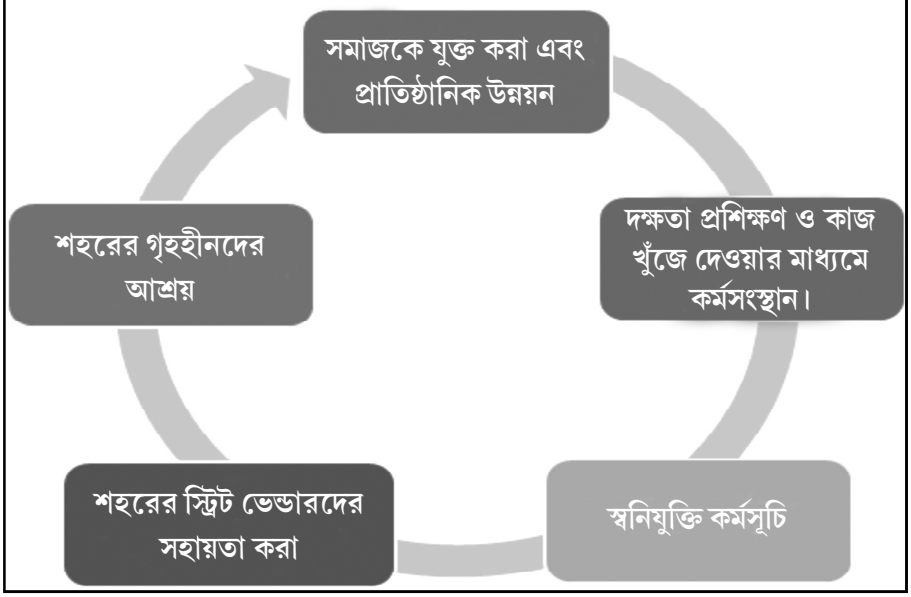

স্বনির্ভর গোষ্ঠী ফেডারেশন সাহায্য করছে অম্বিকাপুর, ছত্রিশগড়

'গার্বেজ টু গোল্ড, উদ্যোগ'-এর লক্ষ্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পুর নিগম চালিত থেকে গোষ্ঠী পরিচালনায় উত্তরণ। স্বনির্ভর গোষ্ঠীভুক্ত ৫০০-র বেশি মহিলা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জঞ্জাল নেয় এবং শহরের বিভিন্ন কঠিন ও তরল বর্জ্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র চালায়। স্বাধীন পুর নিগম নজর রাখে এসব কাজকর্মে। জঞ্জাল নেওয়ার রোজকার হিসেব দেখা যায় অনলাইন পোর্টালে।

মাধ্যমে তাদের ছোটোখাটো সংস্থাগুলিকে মদত জোগানোয়।

মিশনের রাস্তার বিক্রেতাদের সহায়তাদান অঙ্গটি স্ট্রিট ভেণ্ডারস অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী, স্ট্রিট ভেণ্ডারদের জীবিকা সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে। এই রকম ৮ লক্ষের বেশি বিক্রেতাকে দেওয়া হয়েছে পরিচয় পত্র (আইডেনটিটি কার্ড)। এর ফলে তাদের পেশা ও বিক্রিবাটার জায়গা পেয়েছে বৈধতা। উপযুক্ত পরিকাঠামো-সহ ভেণ্ডিং জোন আছে বা গড়া হচ্ছে অনেক নগরে।

মিশনের অর্ন্তবর্তী প্রভাব মূল্যায়ন অনুযায়ী, স্বনিযুক্তি গোষ্ঠীগুলি ব্যাঙ্ক সংযুক্ত

শহর জীবিকা কেন্দ্র, জয়পুর (রাজস্থান)

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েদের ক্ষুদ্র সংস্থার প্রসারে উদ্ভাবনমূলক বিপণনের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত গড়েছে জয়পুর শহর জীবিকা কেন্দ্র। কেন্দ্রটি এক্ষেত্রে গাঁটছড়া বেঁধেছে অ্যামাজন, স্ন্যাপডিল, ফ্লিপকার্ট এবং শপক্লুজ-এর মতো নামজাদা ই-বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে।

দক্ষ পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য স্থাপিত হয়েছে এক কল সেন্টারও। এযাবৎ এর মারফত পরিষবা পেয়েছে ১০ হাজারের বেশি গ্রাহক। কেন্দ্রটি দক্ষতা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের কাজ জোটাতে সাহায্য এবং স্ট্রিট ভেন্ডারদের জন্য কর্মশালারও আয়োজন করে থাকে।

কেন্দ্রটি তৈরি হয়েছিল দীনদয়াল অন্ত্যোদায় যোজনা - জাতীয় শহর জীবিকা মিশনের অনুদানে। এখন এই কেন্দ্র আর্থিক দিক থেকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে।

ঋণের ৪৫ শতাংশ কাজে লাগিয়েছে ছোটোখাটো সংস্থা গড়ে তুলতে। এটা মনে রেখে বলতে হবে যে জীবিকা সৃষ্টিতে মিশন বেশ সফল এবং এযাবৎ ২৫ লক্ষের বেশি জীবিকায় প্রত্যক্ষ সাহায্য করেছে।

খ) দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কাজ জুটিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কর্মসংস্থান (এমপ্লয়মেন্ট থ্রু স্কিল ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট - ই এস টি পি) :

ই এস টি পি-র লক্ষ্য শহরের গরিবদের কাজে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা বাড়ানো। ফলপ্রসূ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও কাজ খুঁজে দেওয়ার মাধ্যমে স্ব-নিযুক্তি এবং মজুরির ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রার্থীদের গুণাগুণ যাচাইয়ের মাধ্যমে বাছাই এবং কাউন্সেলিং করা হয়, যাতে তারা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও শিল্পের চাহিদা মাফিক কোর্স পছন্দ করে নিতে পারে।

স্বল্পমেয়াদি দক্ষতা প্রশিক্ষণ চলে ৩ থেকে ৬ মাস। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমানে ২০০+ কোর্স চালু আছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্ষেত্র তথ্যপ্রযুক্তি-তথ্যপ্রযুক্তি সমর্থ পরিষেবা, পোশাক, রূপচর্চা ও পরিচর্যা, নির্মাণ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং পুষ্টি।

ডাইরেকটর জেনারেল অব ট্রেনিং-এর আওতাধীন মডিউলার এমপ্লয়েবল স্কিলস ফ্রেমওয়ার্কেও ই এস টি পি-র কোর্স আছে। এসব কোর্স ন্যাশনাল কাউন্সিল অন ভোকেশনাল ট্রেনিং-এর অনুমোদনপ্রাপ্ত। কোর্সগুলি এখন ন্যাশনাল স্কিল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওর্য়াক-এর সঙ্গে যুক্ত। এই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আছে ৩৮-টি শিল্পের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির এক নেটওয়ার্ক। সেক্টর স্কিল কাউন্সিল নামের এই সংস্থাগুলির দায়িত্ব বিভিন্ন কোর্সে কোয়ালিফিকেশন প্যাকের ব্যবস্থা এবং অ্যাসেসমেন্ট ও সার্টিফিকেশনের জন্য স্টান্ডার্ড ঠিক করা।

গ) স্বনিযুক্তি কর্মসূচি :

মিশনের স্বনিযুক্তি অঙ্গটি ৭ শতাংশ সুদের হারে ব্যাঙ্ক ঋণ পেতে সাহায্য করে, ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীকে ছোটোখাটো উদ্যোগ গড়ে তুলতে মদত জোগায়। তিন রকমের ভরতুকিপ্রাপ্ত ঋণ দেওয়া হয় - ২ লক্ষ টাকা অবধি ব্যক্তিগত ঋণ, গোষ্ঠী ঋণ সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী - ব্যাঙ্ক সংযুক্ত ঋণ ১:৪ অনুপাতে। স্বনিযুক্তি কর্মসূচির আওতাধীন ঋণ আবেদনগুলি মূল্যায়ন করে একটি টাস্ক ফোর্স। এই কর্মী -বাহিনীতে থাকে ব্যাঙ্ক ও পুর নিগমের মতো শহরের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

ব্যাঙ্ক / ঋণদাতা সংস্থা ৭ শতাংশের বেশি সুদ ধরলে বাড়তি টাকাটা দেওয়া হয় অনুদান হিসেবে। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য আছে ৩ শতাংশ পর্যন্ত অনুদানের ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র সংস্থা টিকিয়ে রাখা ও বড়ো করে তোলার জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা জোগাতে, উদ্যোগ উন্নয়ন

রেখাচিত্র - ২ : এযাবৎ অগ্রগতি

২.৯৯ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী (প্রতিটিতে ১০ সদস্য) গঠন
২.০৯ লক্ষ গোষ্ঠীকে ঋণদান

১১.৭৬ লক্ষ প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ
৩.৮৬ লক্ষ প্রার্থীকে কাজ জোগাড়

৩.০১ লক্ষ ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র ঋণ
৪.০৯ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ব্যাঙ্ক ঋণ
২৩৫৫৪.৬ কোটি টাকা ঋণ বন্টন

গৃহহীনদের জন্য ১৬২৫-টি আবাস মঞ্জুরি ও ৯৯১-টি আবাস চালু

২২১২-টি শহরে স্ট্রিট ভেন্ডারদের সমীক্ষা সারা এবং ৮,০৩৪৫৭-টি পরিচয় পত্র বিলি।

কর্মসূচির আওতায় উপকৃতকে ক্ষমতা তৈরিতে মদত দেওয়া হয়।

ঘ) মিশনের মূল্যায়ন ও নয়া উদ্যোগ :

অন্তর্বর্তী মূল্যায়নের মাধ্যমে চিহ্নিত ত্রুটিবিচ্যুতি শোধরান বা ফাঁকফোকর ভরাট করার উদ্দেশ্যে দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা - জাতীয় শহর জীবিকা মিশন, সুদে অনুদানের জন্য ওয়েব পোর্টাল খোলার এক বড়ো উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে সরাসরি উপকার হস্তান্তরের মাধ্যমে উপকৃতদের ঋণ অ্যাকাউন্টে সুদ অনুদান পাঠানো যাচ্ছে। মুদ্রা ঋণের সুদে ভরতুকি দেওয়া হয়। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় শহর জীবিকা মিশনের মাধ্যমে এই ঋণের সুদও অনুদান পাওয়ার যোগ্য।

প্লেসমেন্ট সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করে এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে, মিশন প্রশিক্ষণ পাওয়া প্রার্থীদের কাজ জুটিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে জোর কদমে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের কাছ থেকে সরাসরি ফিডব্যাক পাওয়ার এক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। **পারস** (পার্সনালাইজড র‍্যাপিড অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম) নামের এই ব্যবস্থা রাজ্যগুলিকে তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির গুণাগুণ খতিয়ে দেখা ও উন্নতিতে সাহায্য করছে।

মিশনের ফলাফলের মাপকাঠির ভিত্তিতে রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা উসকে দিতে প্রবর্তিত হয়েছে স্পার্ক (Spark) নামে এক র‍্যাঙ্কিং ব্যবস্থা।

মূল ঝুঁকিগুলি চেনা ও সামলানো

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রকের অগ্রাধিকার বদলাচ্ছে। নতুন নতুন ঝুঁকি ও সুযোগের দরুনই এই পরিবর্তন। মিশনকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে তিনটি প্রধান জাতীয় চ্যালেঞ্জ — ক) কর্মসংস্থানের অসংগঠিত ধরন; খ) কর্মীকুলে মহিলদের কম সংখ্যা; গ) রূপায়ণকারী সংস্থাগুলির অকুলান সামর্থ্য।

দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা—জাতীয় শহর জীবিকার মিশনের আওতায় প্রশিক্ষণদান ও কাজের খোঁজখবর দিতে দেশজুড়ে আছে ১১৮৭ দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ও ৬১৩৮-টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

জনপ্রিয় ক্ষেত্র : তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবা, পোশাক, রূপচর্চা ও আরোগ্য, নির্মাণ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি ইত্যাদি।

ক) শহরে অনানুষ্ঠানিক কর্মীকুলকে সংগঠিত করা :

ভারতে কর্মীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ - ৮১ শতাংশ অসংগঠিত। এছাড়া, ২০১৯-এ ৭৭ শতাংশ কর্মীর চাকরিবাকরি বড়োই নড়বড়ে থাকার আশঙ্কা(আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, ২০১৮)। ভাবগতিক থেকে বোঝা যায় যে দেশে শহরায়ন চড়চড় করে বাড়লেও শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। শহরাঞ্চলে গজিয়ে উঠছে নিত্যনতুন অসংগঠিত সংস্থা। নির্মাণ ও স্যানিটেশনের মতো ক্ষেত্রে বহু অসংগঠিত শ্রমিক কাজ করে। এবং এদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিরেস দশা কহতব্য নয়।

মিশন এই চ্যালেঞ্জ সামলাতে নিয়েছে দু'টি উদ্যোগ। এক, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রিকগনিশান অব প্রায়র লার্নিং (আর পি এল)। এই ব্যবস্থায় যারা অনানুষ্ঠানিকভাবে দক্ষতা অর্জন করেছে, তাদের সেই কুশলতা স্বীকৃতি পাবে, দেওয়া হবে শংসাপত্র। আশা করা হয়, আর পি এল প্রক্রিয়া ও শংসা (সার্টিফিকেশন), বিশেষত নির্মাণ এবং স্যানিটেশন-এর মতো আজ আছে কাল নেই কাজের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার গড় মান (স্ট্যান্ডার্ড)-এর উন্নতি ঘটাবে। তাদের দক্ষতা নিয়ে অসংগঠিত কর্মীকে গর্ববোধ করতে এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণগত যোগ্যতা আরও বাড়াতে সক্ষম করবে। সেক্টর কাউন্সিল ফর গ্রিন জবস কাউন্সিল এবং স্বচ্ছ ভারত মিশনের সহযোগিতায় পরিবেশ-বান্ধব জীবিকার প্রসার এবং স্যানিটেশন কর্মীদের ক্ষমতা বৃদ্ধিকেও মিশন তার দায়িত্ব বলে পালন করছে।

দুই, মিশনের শহর জীবিকা কেন্দ্রগুলিকে চাঙ্গা করে তোলা হচ্ছে। এজন্য স্বনিযুক্ত পরিষেবা প্রদানকারীদের বিশদ তথ্যপঞ্জি তৈরির বিষয়টি ফের গুরুত্ব পেয়েছে। মিশন এসব কর্মীর পরিষেবা মোবাইল অ্যাপ মারফত পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। অনেক কেন্দ্র অসংগঠিত কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে সাহায্য করছে তাদের সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ পাওয়ার জন্য। এর নজির হিমাচল প্রদেশের নাহান। সেখানকার কেন্দ্রটি প্রশিক্ষণ দিয়েছে বাল্মিকী বস্তির অসংগঠিত ঝাড়ুদারদের। নাহান পুর নিগমের সঙ্গে ওই ঝাড়ুদারদের

ভবিষত্যের দিকে তাকিয়ে, আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রকের অগ্রাধিকার বদলাচ্ছে। নতুন নতুন ঝুঁকি সুযোগের দরুনই এ পরিবর্তন। মিশনকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে তিনটি প্রধান জাতীয় চ্যালেঞ্জ — (ক) কর্মসংস্থানের অসংগঠিত ধরন (খ) কর্মীকুলে মহিলাদের কম সংখ্যা (গ) রূপায়ণকারী অকুলান সামর্থ্য।

কমপিউটার ব্যবহারে প্রশিক্ষণ রায়পুর, ছত্রিশগড়

দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কাজ জুটিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কর্মসংস্থান কর্মসূচি (এমপ্লয়মেন্ট থ্রু স্কিল ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট-ই এস টি পি) ডাইরেকটর জেনারেল অব ট্রেনিং-এর আওতাধীন মডিউলার এমপ্লয়েবেল স্কিলস ফ্রেমওয়ার্কে কোর্স পরিচালনা করে। এসব কোর্স ন্যাশনাল কাউন্সিল অন ভোকেশনাল ট্রেনিং-এর অনুমোদনপ্রাপ্ত। কোর্সগুলি এখন ন্যাশনাল স্কিল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত।

আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে কাজের বিশদ শর্তাবলীর উল্লেখ আছে। শারীরিক সুরক্ষার জন্য সাজসরঞ্জামও দিচ্ছে পুর নিগম।

খ) শহরের কর্মীবাহিনীতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি :

কর্মীকুলে মেয়েদের যোগদানের হার ক্রমশ কমে আসাটা ভারতের অর্থনীতি এবং সমাজের এক মস্ত মাথাব্যথা। ১৯৯০ থেকে ২০১৫-এ ভারতের মাথাপিছু প্রকৃত

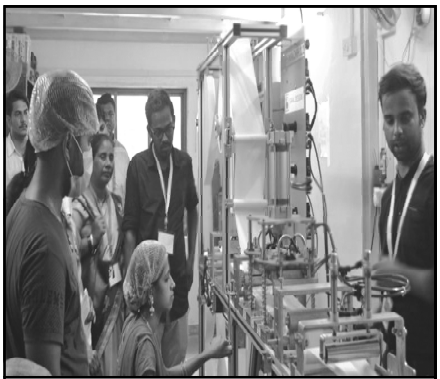

অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধির দৌলতে শহরবাসীদের হাতে খরচ করার জন্য বাড়তি টাকা আসায় জীবনযাত্রার গড়মান (স্টান্ডার্ড) বাড়ায় পত্তন হচ্ছে নতুন নতুন ক্ষেত্রের । এসবে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা দেদার। ই-বাণিজ্যে গ্রাহকের কাছে মাল পৌঁছে নেওয়া, অ্যাপ ক্যাব, শারীরিক পটুতা ও আরোগ্য (ফিটনেস -ওয়েলনেস) বৃদ্ধ এবং শিশু পরিচর্যা পড়ে এসব ক্ষেত্রের মধ্যে।

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৩৭৫ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১৫৭২। কিন্তু নারী কর্মীর হার ৩৭ শতাংশ থেকে কমে হয় ২৮ শতাংশ। কর্মীবাহিনীতে নারী-পুরুষ ভারসাম্য ফেরাতে পারলে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২৭ শতাংশ বাড়তে পারে (আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার, ২০১৩)।

মূলত ঘরগেরস্থালির কাজকাম করা মেয়েদের ৩১ শতাংশ চায় অন্য কোনও পেশায় লেগে যেতে (জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য)। এসব মহিলা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ জুটিয়ে নিতে পারলে, ভারতের কর্মীকুলে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার বাড়বে ২১ শতাংশ পয়েন্ট (পাণ্ডে, ২০১৭)।

নারী কর্মীদের হার বাড়ানোর জন্য, মিশন তাদের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনে উৎসাহ দিচ্ছে। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীতে আনা হয়েছে ৩০ লক্ষের মতো মহিলাকে। এই সমাজ-ভিত্তিক সংস্থাগুলির দৌলতে, মেয়েরা তাদের চিরকেলে ঘরকন্না ছাড়াও বৃহত্তর জগতের আঙ্গিনায় নিজেকে মেলে ধরার ক্ষমতা পায়।

মেয়েদের কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দেওয়ার ব্যাপারে মিশন বেশ বড়ো ধরনের পদক্ষেপ করেছে। দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ৭০ শতাংশই মহিলা। মহিলাদের জন্য কোটা মাত্র ৩০ শতাংশ হলেও মিশন তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি মেয়েকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

গ) শহরে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির সামর্থ্য তৈরি :

শহরাঞ্চলে মিশনের প্রধান রূপায়ণকারী হচ্ছে পুর নিগমের মতো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি। কর্মসংস্থান ও স্বনিযুক্তি এবং গরিবদের অসহায়তা সম্পর্কে সংবেদনশীল করে তোলা-সহ মিশনগুলি রূপায়ণের জন্য এসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা তৈরিতে মন্ত্রক সংহত সামর্থ্য গঠন কর্মসূচি শুরু করেছে।

কর্মসূচিটি মারফত, আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মী ও নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এই কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণের তিনটি পর্যায় — প্রথমটি হচ্ছে শহরাঞ্চল মিশনগুলির মধ্যে মিলমিশের দিকে নজর দিয়ে মানসিকভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য সংহত কর্মসূচি (ইনটিগ্রেটেড ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় হল প্রত্যেক মিশন নিয়ে নির্দিষ্ট কারিগরি মডিউল এবং অন্য শহরের ভালো ভালো কাজকর্ম ঘুরে দেখা ও তা থেকে শিক্ষা নেওয়া।

এগোনোর পথ

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-শহর, স্বচ্ছ

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা- শহর, স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি শহর, অটল মিশন ফর রিজুভিনেশন অ্যান্ড আর্বান ট্রান্সফর্মেশন, হেরিটেজ সিটি ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড অগমেন্টেশন যোজনা, স্মার্ট সিটি- মন্ত্রকের এই মিশনগুলি শহরাঞ্চলে ভালোরকম বিনিয়োগ করছে। দ্রুত জন পরিবহণ প্রকল্পগুলির মাধ্যমে শহরাঞ্চলে বাড়ছে যানবাহনের গতিও। শহরে পরিকাঠামোর এই উন্নতি করা ও তা রক্ষণাবেক্ষণের দরুন কাজের সুযোগ বাড়ছে প্রচুর। ফলে এসব কর্মসূচি দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা - জাতীয় শহর জীবিকা মিশন-এর পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে।

প্রবাসী কৌশল বিকাশ যোজনা

- **স্বল্পমেয়াদি এই কর্মসূচিটি (২ সপ্তাহ থেকে ১ মাস) প্রার্থীদের বিভিন্ন দেশে আস্থার সঙ্গে কাজ করার চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য প্রার্থীদের সামগ্রিকভাবে প্রস্তুত করবে এবং তারা উপযুক্ত দক্ষতা নিয়ে কাজ করতে পারবে।**
- **এই কর্মসূচি পেশাগত দক্ষতা অর্জন করতে সুযোগ পাওয়া শ্রমিকদের খুব কাজে লাগতে পারে। বিশেষ পেশায় দক্ষ হওয়া ছাড়াও তারা বিদেশি ভাষায় ভাব আদানপ্রদান করতে সক্ষম হবে।**

ভারত কর্মসূচি-শহর, অটল মিশন ফর রিজুভিনেশন অ্যান্ড আর্বান ট্রান্সফর্মেসন, হেরিটেজ সিটি ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড অগমেন্টেশন যোজনা, স্মার্ট সিটি — মন্ত্রকের এই মিশনগুলি শহরাঞ্চলে ভালোরকম বিনিয়োগ করছে। দ্রুত জন পরিবহন প্রকল্পগুলির মাধ্যমে শহরাঞ্চলে বাড়ছে যানবাহনের গতিও। শহরে পরিকাঠামোর এই উন্নতি করা ও তা রক্ষণাবেক্ষণের দরুন কাজের সুযোগ বাড়ছে প্রচুর। ফলে এরা দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা - জাতীয় শহর জীবিকা মিশন-এর পরিপূরকের ভূমিকা পালন করছে। ভদ্রস্থ কাজের সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা এবং স্বচ্ছ ভারত মিশন - এই দুইয়ের জন্য পারস্পরিক সামঞ্জস্যের নীতিনির্দেশিকা জারি হয়েছে সম্প্রতি। শহরাঞ্চলে অন্যান্য মিশন মারফত জীবিকার মানোন্নয়নে অনুরূপ নীতি তৈরির বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চিকিৎসার খরচাপাতি মেটাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত বহু পরিবার হতদরিদ্র হয়ে পড়ে বলে, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের লক্ষ্যের সঙ্গেও মিলমিশ রেখে চলার উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

সরকারি কাজের গুণমান ও জীবিকার উন্নতি, এই জোড়া উদ্দেশ্য হাসিল করতে নির্মাণ ক্ষেত্রে কর্মীদের সার্টিফিকেশনে উৎসাহ দিচ্ছে আবাসন ও শহর বিষয়ক মন্ত্রক। এর সূচনা হয়েছে কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরে। দপ্তরের প্রকল্পগুলিতে কাজে লাগানো হয়েছে নিদেন ২০ শতাংশ শংসাপত্র পাওয়া শ্রমিকদের।

অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধির দৌলতে শহরবাসীদের হাতে খরচ করার জন্য বাড়তি টাকা আসায় জীবনযাত্রার গড়মান (স্ট্যান্ডার্ড) বাড়ায়, পত্তন হচ্ছে নতুন নতুন ক্ষেত্রের। এসবে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা দেদার। ই-বাণিজ্যে গ্রাহকের কাছে মাল পৌঁছে দেওয়া, অ্যাপ ক্যাব, শারীরিক পুষ্টি ও আরোগ্য (ফিটনেস-ওয়েলনেস), বৃদ্ধ এবং শিশু পরিচর্যা ইত্যাদি পড়ে এসব ক্ষেত্রের মধ্যে। মিশনের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের আয়ের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য দীনদয়াল অন্ত্যোদায় যোজনা এসব উদীয়মান ক্ষেত্রের পক্ষে মানানসই কোর্স পরিচালনায় উৎসাহ যোগাচ্ছে এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্মীদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

এ ধরনের দক্ষ কর্মীর যথেষ্ট চাহিদা আছে বিদেশেও। দক্ষ কর্মীর এই বাজার ধরতে ভারতের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম (NSDC) চালু করেছে প্রবাসী কৌশল বিকাশ যোজনা এবং গড়া হচ্ছে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কিলস সেন্টার। এই দুই উদ্যোগ বিদেশে কর্মপ্রার্থী ভারতীয়দের জন্য প্রশিক্ষণ এবং কাজের সুলুকসন্ধান দিতে সাহায্য করবে। বিশ্বে দক্ষ কর্মীর চাহিদার বিষয়টি নিগম পর্যালোচনা করে দেখছে। বিদেশে দক্ষ কর্মীর ঘাটতি পূরণ করতে ভারতের জনসংখ্যাগত সুবিধা (বহুসংখ্যক যুবা) ঠিকঠাক কাজে লাগানোই এর উদ্দেশ্য। ❑

- **উল্লেখপঞ্জী :**

- Brown, A. & Lloyd-Jones, T., 2002. Spatial planning, access and infrastructure. In: C. Rakodi & T. Lloyd-Jones, eds. *Urban livelihoods: A people-centred approach to reducing poverty.* s.l.: Earthscan, pp. 188-204.
- Census of India, 2011. *Provisional Population Totals Paper 2 of 2011 India Series 1,* New Delhi: Office of the Registrar General & Census Commissioner, Government of India.
- Chenoy, D., 2012. Skill Development in India; A Transformation in the Making. India infrastructure report, pp. 99-207.
- Ghani, E., Kanbur, R. & O'Connell, S. D., 2013. *Urbanization and agglomeration benefits: gender differentiated impacts on enterprise creation in India's informal sector,* s.l.: The World Bank.
- International Labour Organization (ILO), 2018, *Women and men in the informal economy: a statistical picture* (third edition) / International Labour Office – Geneva.
- International Labour Organization (ILO), 2018, *World Employment and Social Outlook: Trends 2018,* International Labour Office – Geneva: ILO, 2018.
- IMF (2013) Elborgh-Woytek, Ms Katrin, et al. *Women, work, and the economy: Macroeconomic gains from gender equity.* International Monetary Fund, 2013.
- OECD (2017), OECD Economic Surveys: India 2017, OECD Publishing, Paris, https://doi. org/10.1787/eco_surveys-ind-2017-en. Pande, R., 2017, *Getting India's Women to the Workforce: Time for a Smart Approach,* Ideas for India.
- Phillips, S., 2002. Social capital, local networks and community development. In: T. Lloyd-Jones & C. Rakodi, eds. *Urban Livelihoods: A People-centred Approach to Reducing Poverty.* s.l.: Earthscan, pp.133-150.
- Sankhe, S., Vittal, I., Dobbs, R, Mohan, A. and Gulati, A., 2010. India's urban awakening: Building inclusive cities sustaining economic growth.
- Walker, J., Meikle, S. & Ramasut, T., 2001. *Sustainable urban livelihoods: Concepts and implications for policy.*
- World Bank (2018) Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S. and Hess, J., 2018. *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution.* The World Bank.

প্রসঙ্গ কর্মসংস্থানের গতি বৃদ্ধি

হীরালাল সামারিয়া

কর্মসংস্থানের গতি বাড়াতে ভারত সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। সকলের জন্য এই কাজের সুযোগ পাওয়া নিশ্চিত করতে সরকার নিয়েছে বহুমুখী কর্মকৌশল। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে সমাজের দুর্বল ও গরিব মানুষের উপর।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করতে ভালো মানের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত এক মস্ত সহায়। মজুরি, কাজ এবং সামাজিক নিরাপত্তার দিক থেকে ব্যক্তিবিশেষের মঙ্গল বৃদ্ধিতে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াও, গরিবি দূর এবং সামাজিক সংহতি-সহ বিভিন্ন সামাজিক লক্ষ্য পূরণে কর্মসংস্থান এক গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

কর্মসংস্থান সম্পর্কিত পরিষেবার সুবিধা দিতে এবং কর্মীদের স্বার্থ ও কল্যাণে মূল ভূমিকা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের। কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা, তাদের কাজের পরিপার্শ্বিক অবস্থাদির ব্যাপারে তথ্য জোগাড় ও সংকলন, কর্মসংস্থান বিষয়ক পরিষেবা জোগান, অন্যভাবে সক্ষম এবং দুর্বল শ্রেণিগুলিকে কাজের সুযোগ পেতে সহায়তা করা, এসব দায়িত্ব পূরণের মাধ্যমে মন্ত্রকটি এই ভূমিকা পালন করে।

অজস্র তরুণ-তরুণীদের জন্য কাজের সুযোগ বাড়াতে, জাতীয় কেরিয়ার সার্ভিস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভারতে জন কর্মসংস্থান পরিষেবার (পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসের) রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। এই ভোলবদলের উদ্দেশ্য হল, তথ্যপ্রযুক্তি মারফত, কর্মসন্ধানী, নিয়োগকারী ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের এক সাধারণ মঞ্চে নিয়ে আসা। ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিসেস-এর মূল কাজ : কর্মপ্রত্যাশীদের জন্য জীবিকা বিষয়ক পরিষেবার বন্দোবস্ত, কাউন্সেলিং বা পরামর্শদান, কল সেন্টার, মডেল কেরিয়ার সেন্টার, জীবিকা সম্পর্কিত তথ্যভান্ডার, ক্যাপাসিটি বা সামর্থ্য গড়ে তোলা এবং অন্যান্য সহায়ক পরিষেবার ব্যবস্থা করা। এছাড়া এই সংস্থা সব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ বা কর্মসংস্থান কেন্দ্রের মধ্যে ই-সংযোগ এবং নিয়মিতভাবে কর্মমেলা আয়োজনের মতো কর্মসংস্থান বিষয়ক কাজকর্ম করে থাকে।

১০৭-টি মডেল কেরিয়ার সেন্টার গড়া হয়েছে। পরিকল্পনা করা হচ্ছে, শিগগিরই আরও ১০০-টি কেন্দ্র তৈরির। এসব কেন্দ্রে পেশাদাররা কর্মপ্রার্থীদের তাদের সামর্থ্য, ঝোঁক এবং সন্তুষ্টির সঙ্গে লাগসই কাজকর্ম বেছে নিতে পরামর্শ দেন। ন্যাশানাল কেরিয়ার সার্ভিসেস-এর সাহায্য নিয়ে এবং রাজ্য সরকার ও অন্যান্য সামাজিক অংশীদারদের সহযোগিতায় শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রক আয়োজিত ২২০০-টি কর্মমেলার সুবাদে ২০১৮-র জুন অবধি প্রায় ৩০.২ লক্ষ কাজের ব্যবস্থা করা গেছে।

কর্মসংস্থান সম্পর্কিত অন্য সব সরকারি পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত ও সংহত করে ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস-এর আরও সম্প্রসারণের মাধ্যমে একে সরকারের মুখ্য কাজ প্রদানকারী পোর্টালে পরিণত করতে হবে। কর্মসন্ধানী এবং কাজকর্ম

[লেখক কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব, ভারত সরকার। ই-মেল : secy-labour@nic.in]

প্রদানকারীদের ডেটা বেস বাড়ানোর জন্য, সমঝোতা পত্র সই করে এই পোর্টাল বড়ো বড়ো বেসরকারি পোর্টালকে আন্তঃসংযুক্তির সুবিধাও দিয়েছে।

অন্যভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অর্থনৈতিকভাবে অন্যান্যদের সমকক্ষ করে তুলতে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করেছে ২১-টি জাতীয় কেরিয়ার সার্ভিস সেন্টার। এসব কেন্দ্র অন্যভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সামর্থ্য-ক্ষমতা যাচাই, বৃত্তি প্রশিক্ষণে সহায়তা এবং কাজ জোটাতে বা স্বনিযুক্তিতে সহায়তা করে। কেন্দ্রগুলি ভ্রাম্যমান শিবির মারফত গ্রাম ও বস্তি এলাকায় অন্যভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের কাছেও পৌঁছে যায়। এবং বৃত্তি বা পেশা বেছে নেওয়ার জন্য জোগায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ।

কোচিং-ট্রেনিং দিয়ে তপশিলি জাতি ও উপজাতি কর্মপ্রার্থীদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিও রূপায়ণ করে কর্মসংস্থান মহা নির্দেশালয় (ডায়রেকটরেট জেনারেল অব এমপ্লয়মেন্ট)। তপশিলিদের জন্য ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস সেন্টারে নতুন কোর্স চালুর পরিকল্পনা এবং যেসব রাজ্যে নেই সেখানে এসব কেন্দ্র খোলাও এর কাজ। নির্দেশালয় এই সম্প্রতি তপশিলিদের জন্য ২৫-টি নতুন ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস সেন্টার খুলেছে। এছাড়া এসব কেন্দ্রের কাজকর্মের ধাঁচ বদলে নতুন করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য আউটসোর্সিং মারফত পাঠক্রমে বিশেষ কোচিং এবং কমপিউটার প্রশিক্ষণ জোড়া হয়েছে।

শিল্প ও সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির নতুন নতুন প্রয়োজন মেটাতে শ্রম নীতি সংস্কারেও গুরুত্ব দিচ্ছে শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রক। বিজ্ঞানসম্মত ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে কারখানা-সংস্থা পরিদর্শনে সহায়তা করে শ্রম সুবিধা পোর্টাল । এতে আছে কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংস্থা ও কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগমে অভিন্ন রেজিস্ট্রির ব্যবস্থাও। পোর্টালটি মাসিক ইলেকট্রনিক-কাম-চালান জমা দিতে সহায়তা জোগায়। আগে ৯-টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনের আওতায় ৫৬-টি রেজিস্টার/ফর্ম রাখতে হ'ত। মন্ত্রক তা কমিয়ে ৫-টি রেজিস্টার/ফর্ম করায় বাঁচছে খরচ ও সময়। শ্রম সুবিধা পোর্টালটি এক স্বচ্ছ বা লুকোছাপাহীন এবং দায়বদ্ধ বলবৎকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এই পোর্টাল কারখানা-সংস্থা পরিদর্শনের স্বচ্ছ কর্মসূচির ব্যবস্থা করেছে এবং ৮-টি শ্রম

ভারতের স্থান ছিল ১৩০তম। ২০১৭-১৮-তে এ ব্যাপারে উন্নতি করা প্রথম ১০-টি দেশের মধ্যে ভারতও অন্যতম।

মন্ত্রক সরলীকরণ, সংযুক্তি এবং যুক্তিযুক্ত পুনর্গঠন মারফত বর্তমানে প্রচলিত বহুসংখ্যক আইনকে ৪-টি শ্রম বিধিতে ভাগ করার কাজে ব্যস্ত। এই চারটি শ্রম বিধি হল — মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা, শিল্প সম্পর্ক এবং পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের শর্ত - পরিবেশ । মজুরি বিধি লোকসভায় পেশ

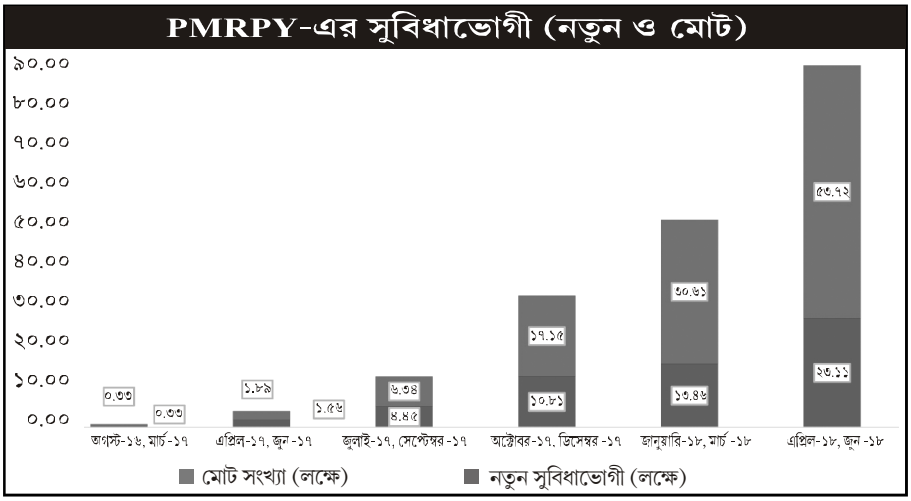

আইনের জন্য বছরে একটি মাত্র রির্টান পেশের মাধ্যমে আইন মেনে চলা সহজ করে দিয়েছে। এর ফলে দেশে ব্যবসাপাতি চালানোর কাজ হয়েছে সহজ। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট 'ডুয়িং বিজনেস ২০১৮ : রিফর্মিং টু ক্রিয়েট জবস' থেকে তা স্পষ্ট মালুম করা যায়। এই প্রতিবেদনে সহজে ব্যবসা করার সূচকে ভারত উঠে এসেছে ২০০ নম্বর স্থানে। গতবারের সূচকে

জাতীয় কেরিয়ার সার্ভিস (এন সি এস) প্ল্যাটফর্ম

- কর্মপ্রত্যাশীদের কাছে জীবিকা সম্পর্কিত পরিষেবা জোগানো, কাউন্সেলিং পরিষেবা কল সেন্টার, মডেল কেরিয়ার সেন্টার, জীবিকা বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ক্যাপাসিটি বা সামর্থ্য গড়ে তোলা ও অন্যান্য সহায়ক পরিষেবার ব্যবস্থা।
- কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিষেবা জোগানো, যেমন সব কর্মসংস্থান কেন্দ্রের ই-সংযোগ ও নিয়মিত কর্মমেলা আয়োজন।
- ২২০০ কর্মমেলার আয়োজন ও এন সি এস পোর্টাল মারফত ৩০.২ লক্ষ কাজ দেওয়া।
- কেন্দ্রগুলিতে পেশাদাররা কর্মপ্রার্থীদের তাদের ঝোঁক, সার্মথ্য ও সন্তুষ্টির সঙ্গে লাগসই কাজকর্ম বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেন।
- ১০৭-টি মডেল কেরিয়ার সেন্টার গঠন এবং আরও ১০০-টি গড়ার পরিকল্পনা।
- সমঝোতাপত্র সই করে বড়ো বড়ো বেসরকারি পোর্টালের সঙ্গে এন সি এস-র আন্তঃসংযুক্তি।
- সব সরকারি পোর্টাল, বিশেষত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের 'এমপ্লয়মেন্ট নিউজ' পোর্টালের এন সি এস- র আন্তঃসংযুক্তি।
- ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য ২১-টি জাতীয় কেরিয়ার সার্ভিস সেন্টার পরিচালনা করছে মহা নির্দেশালয় (কর্মসংস্থান)। বিশদ y ö þhttps ://labour.gov.in / vrc
- তপশিলিদের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও পরামর্শাদি জোগাতে ২৫-টি জাতীয় কেরিয়ার সার্ভিস সেন্টার চালাচ্ছে মহা নির্দেশালয় (কর্মসংস্থান)। বিস্তারিত জানার জন্য https://labour.gov.in/cgc

PMRPY-এর আওতায় প্রদেয় ঋণ (কোটি টাকায়)

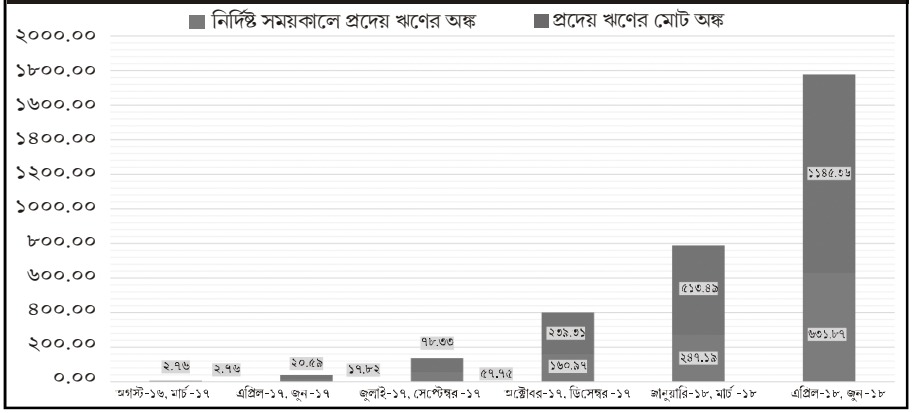

করা হয় ১০ আগস্ট ২০১৭-তে। মরশুমি প্রয়োজনমাফিক এবং ধরাবাঁধা সময়ের মধ্যে সংস্থার রপ্তানির বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে শ্রমিক নিয়োগের নিয়মকানুন শিথিল করে নমনীয়তা আনা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে। এতে অবশ্য নিশ্চিত করা হয়েছে, এই নির্দিষ্ট কালের জন্য নিযুক্ত শ্রমিকরা নিয়মিত কর্মীদের মতোই মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ পাবে।

কর্মসংস্থান প্রসারে শিল্পকে ইনসেনটিভ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী রোজগার প্রোৎসাহন যোজনা রূপায়িত হচ্ছে ২০১৬-১৭ থেকে। এই কর্মসূচিতে, নতুন কর্মীদের জন্য কর্মচারী পেনসন প্রকল্পে নিয়োগকারীর দেয় চাঁদার ৮.৩৩ শতাংশ সরকারই মিটিয়ে দিচ্ছে । মাসিক পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত মাইনের কর্মীদের জন্য ৩ বছর অবধি সরকার এই টাকা দেয়। বহু অসংগঠিত কর্মীর জন্য সংগঠিত কাজ তৈরি

করা এর লক্ষ্য। ২০১৭-১৮-র অর্থনৈতিক সমীক্ষার হিসেব, দেশে সংগঠিত কর্মসংস্থান অকৃষি কর্মীদের ৩১ শতাংশের সমান। তাই এখন যা ধারণা করা হয় তার চেয়ে সংগঠিত কর্মীদের সংখ্যা ঢের বেশি।

বস্ত্রশিল্পে আরও বেশি ইনসেনটিভ দেওয়ার জন্য নিয়োগকর্তার দেয় চাঁদার পুরোটাই (১২ শতাংশ বা যা অনুমোদনযোগ্য) বহন করে সরকার। প্রধানমন্ত্রী পরিধান রোজগার প্রোৎসাহন যোজনার আওতাভুক্ত কর্মচারী পেনসন প্রকল্প এবং কর্মচারী ভবিষ্যনিধি দু'টি ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। এই কর্মসূচির সবিশেষ গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০১৮-১৯ বাজেটে সরকার ১-৪-২০১৮ তারিখ থেকে সবক্ষেত্রে নতুন কর্মীদের জন্য কর্মচারী পেনশন প্রকল্প ও কর্মচারী ভবিষ্যনিধিতে ৩ বছর নিয়োগকর্তার দেয় চাঁদার পুরোটাই নিজে মেটায়।

স্থায়ী বা টেঁকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ অর্জনের জন্য কর্মসংস্থান যাতে এক মুখ্য অনুঘটক হিসেবে উঠে আসে সেজন্য জীবিকার পরিমাণ ও গুণগত মাত্রার মধ্যে বঞ্চিত ভারসাম্য আনাই হচ্ছে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বা কর্মকৌশল। ❑

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যপূরণ কোন পথে ?

মনীষ সাভরওয়াল

ভারতে বড়ো বেশি মানুষের জীবিকা কৃষিনির্ভর (মোট শ্রমশক্তির ৫০ শতাংশ); প্রচুর মানুষ স্বনির্ভর (মোট শ্রমশক্তির ৫০ শতাংশ), আর খুব সামান্য অংশই উৎপাদন ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত (মোট শ্রমশক্তির মাত্র ১১ শতাংশ)। এই তিনটি ক্ষেত্র ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও কাজের সুযোগের অভাবে মানুষ কৃষিক্ষেত্র থেকে বেরোতে পারে না। গরিব মানুষজনের উপার্জনহীন বেকার হয়ে বসে থাকলে চলে না, তাই তারা স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করেন। সকলে তো শিল্পোদ্যোগী হতে পারেন না, ৫০ শতাংশ স্বনির্ভরই চাকরি না পেয়ে যৎসামান্য কোনও একটা কাজে লেগে যান।

চলতি বছরের মধ্যেই বার্ষিক মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-র নিরিখে ভারত ইংল্যান্ডকে ছাপিয়ে যাবে (২.৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এটা কি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করার মতো কোনও মাইলফলক ? নাকি ভেবে দেখার সময় যে, ৬ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে পেরোতে ১২০ কোটি জনসংখ্যার একটি দেশের ৭১ বছর সময় লাগল কেন ? কবি মায়া অ্যাঞ্জেলো বলেছিলেন, "পরমাণু নয়, গল্পকথা দিয়ে তৈরি এই বিশ্ব।" আমার বিশ্বাস, ১৯৪৭ সালের পর থেকে আমরা নিজেদের যেসব মুচমুচে অর্থনৈতিক গল্প শুনিয়ে ভুলিয়ে এসেছি, এই নিদারুণ উৎপাদনশীলতা তারই ফসল। আমাদের দেশের রাজনৈতিক গল্পগুলো চমৎকারভাবে ডালপালা মেলেছে, কিন্তু অর্থনীতির গল্পগুলো উৎপাদনশীলতার এই রোগ নির্মূল করতে উদ্যোগী না হয়ে দারিদ্র্যের লক্ষণসমূহকে পাখির চোখ করে এগিয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের নীতির ওপর আমরা ভরসা রাখিনি, ফলে সমৃদ্ধ রাজ্যগুলির সমাহার পরিণত হয়েছে দুর্বল জাতিতে। প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষা না করার দরুন দুর্নীতি ও অগোছালোভাব আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে। প্রতিযোগিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখে আমরা ভেবেছি, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং একচেটিয়া ব্যবসাই উপভোক্তাদের স্বার্থের পক্ষে সর্বোত্তম। ১৯৫৫ সালের আওয়াধ প্রস্তাব (Avadi Resolution)-এর জেরে আমরা পেয়েছি খারাপ টেলিফোন পরিষেবা, স্কুল শিক্ষার তুলনায় কলেজকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রের বোঝা মারাত্মক ভাবে বেড়েছে, আমাদের মূলধনী বাজার হয়ে পড়েছে চলচ্ছক্তিহীন। আর এই গল্পগুলোই শেষ করে দিয়েছে আমাদের উৎপাদনশীলতাকে। এদেশের মাত্র ৫২-টি শহরে ১০ লক্ষ বা তার বেশি মানুষের বাস, আমাদের শ্রমশক্তির মাত্র ৫০ শতাংশ অ-কৃষিক্ষেত্রে কর্মে নিযুক্ত; শ্রমশক্তির মাত্র ২৫ শতাংশের সরকারি রীতি মেনে বেতনভিত্তিক নিয়োগ হয় ; দেশের ১৪ থেকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের মাত্র ৪৩ শতাংশ অঙ্কের একটা সাধারণ সমস্যার সমাধান করতে পারে; ৩০ কোটি ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৫ লক্ষ জন শিক্ষানবিশির সুযোগ পায় ; বর্তমান ৬ কোটি ৩০ লক্ষ সংস্থার মধ্যে পণ্য ও পরিষেবা কর বা জিএসটি চালুর আগে পরোক্ষ করদাতা হিসাবে নথিবদ্ধ ছিল মাত্র ৭০ লক্ষ সংস্থা এবং আমাদের ১২০ কোটি নাগরিকের মধ্যে মাত্র দেড় শতাংশ বিমুদ্রীকরণের আগে আয়কর দিতেন। ভারতের দারিদ্র্যের প্রধান উৎস তার স্বল্প উৎপাদনশীলতা। এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগ নিহিত আছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, পরিকাঠামোর সুষ্ঠু ব্যবহার; ফ্যাক্টর

[লেখক চেয়ারম্যান ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা, টিমলিজ সার্ভিসেস। ই-মেল : manish@teamlease.com]

মার্কেটের কর্মদক্ষতা এবং মানবসম্পদ নামক পুঁজিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো ইত্যাদি উপায়ের মধ্যে।

আমার মনে হয়, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনটি 'E' (Education, Employablility ও Employment), অর্থাৎ শিক্ষা, নিয়োগযোগ্যতা অর্জন এবং কর্মসংস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে দারিদ্র্যের কবল থেকেও বেরিয়ে আসা যাবে। সেইসঙ্গে ভারতে কর্মসংস্থানের হালত খারাপ, এই চালু নেতিবাচক ধারণারও আমি বিরোধিতা করব। দেশে সরকারি হিসাবে বেকারত্বের হার যে মাত্র ৫%, এই পরিসংখ্যান নিশ্চয় অর্থহীন নয়। কাজ করতে ইচ্ছুক, এমন মানুষেরা সকলেই কাজ পাচ্ছেন। সমস্যাটা হল, যে মজুরি তারা চান, অথবা যে পরিমাণ অর্থ তাদের প্রয়োজন, সেটা পাচ্ছেন না। কাজ ও মজুরির মধ্যে এই ফারাকটা বোঝা দরকার। কারণ যদি ভাবেন, ভারতের সমস্যা হল পর্যাপ্ত কাজ না থাকা, তাহলে তো হেলিকপ্টার থেকে টাকা ছড়িয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আপনি সপ্তাহে তিনটি দিন কর্মদিবস হিসাবে স্থির করে শ্রমিকদের হাত থেকে বেলচা তুলে নিয়ে তার বদলে চামচ গুঁজে দিতে পারতেন। কিন্তু আপনি যদি বোঝেন যে সমস্যাটা হল মূলত স্বল্প মজুরি, অর্থাৎ কিনা নিম্ন উৎপাদনশীলতা, তাহলে আপনি অন্যভাবে ভাবতে শুরু করবেন। তখন সংগঠিত ক্ষেত্রের রীতিমাফিক নিয়োগ, নগরায়ন, শিল্পায়ন, অর্থলগ্নির ব্যবস্থাপত্র, মানবসম্পদ নামক পুঁজি প্রভৃতি প্রসঙ্গ উঠে আসবে।

ভারতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে চাইলে সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির নিযুক্তি বর্তমানের ২৫% থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে ; দশ লক্ষের বেশি মানুষের বসবাস, এমন শহরের সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ২০০ করতে হবে; কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকের হার ৫০% থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশে নিয়ে আসতে হবে; বর্তমানে যে সঞ্চয়ের ৯০ শতাংশ সোনা ও রিয়েল এস্টেট খাতে হয়ে থাকে, তা কমিয়ে ৫০ শতাংশে আনতে হবে ; পাশাপাশি আমাদের স্কুল ও কলেজ শিক্ষার পাঠ তথা দক্ষতা বিকাশের খাতে ব্যয়, পরিমাণগত ও গুণগত মানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার কঠিন কাজটি সুচারুভাবে করতে হবে। আসুন, এবার প্রতিটি দিক নিয়ে বিশদে আলোচনা করা যাক।

সংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্তি

ভারতের শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত পরিবেশ ওপর ওপর বেশ মজবুত। আমাদের শ্রমশক্তির অর্ধেকই স্বনিযুক্ত; কৃষিক্ষেত্রের বাইরে প্রতি চারজন শ্রমিক পিছু রয়েছে একটি সংস্থা। কিন্তু অধিকাংশ সংস্থাই আকারে খুব ছোটো (উৎপাদন সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে মাত্র ১১ শতাংশে ২০০ বা তার বেশি সংখ্যক শ্রমিক কাজ করেন, যেখানে চিনে এই হার ৫২%) ; উৎপাদনশীলতার নিরিখে এদের মধ্যে বিশাল ফারাক (আয়তনের দিক থেকে দশম ও নব্বইতম স্থানাধিকারী এই দুই শ্রেণিভুক্ত একশোটি করে সংস্থার মধ্যে মোট উৎপাদনশীলতার ফারাক ২২ গুণ) ; এবং আমাদের শ্রমশক্তির ৪০ শতাংশই অত্যন্ত গরিব (তারা কায়ক্লেশে বেঁচে থাকেন বটে, কিন্তু নিজেদের দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত করার মতো যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে অক্ষম)।

আসলে ভারতের সংস্থাগুলির উৎপাদনশীলতা সেই পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে না, যেখানে তারা শ্রমিকদের আরও বেশি মজুরি দিতে পারে। ভারতের ৬ কোটি ৩০ লক্ষ সংস্থার মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষের কোনও অফিস নেই, ১ কোটি ২০ লক্ষ সংস্থার কাজ চলে বাড়ি থেকে ; জিএসটি'র আগে মাত্র ৭০ লক্ষ সংস্থা কর প্রদানের জন্য নিজেদের নিবন্ধিত করেছিল ; মাত্র ১৪ লক্ষ সংস্থা নিয়োগকর্তাদের তরফে প্রদেয় বাধ্যতামূলক সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত অর্থ ব্যয় করে আর মাত্র ১০ লক্ষ সংস্থা কোম্পানি হিসাবে গঠিত। সবথেকে হতাশার কথা হল, আদায়ীকৃত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা বা তার বেশি, ভারতে এমন কোম্পানির সংখ্যা মাত্র ১৭৫০০। ভারতের নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিসমূহ বরাবরই সংস্থাগুলির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে এসেছে; তবে এখন জিএসটি পুরো ছবিটা বদলে দিতে চলেছে। জিএসটি চালু হবার পর থেকে পরোক্ষ করের জন্য নথিবদ্ধ সংস্থার সংখ্যা ৫০ শতাংশ বেড়েছে। খুব শীঘ্রই এই সংখ্যাটা দেড় কোটিতে পৌঁছবে বলে মনে করা হচ্ছে। ব্যবসা-অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার ফলে নতুন শিল্পোদ্যোগ তৈরি হবে এবং বর্তমান সংস্থাগুলির উৎপাদনশীলতাও বিপুলভাবে বাড়বে। এরজন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রককে নতুনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে। সমান্তরাল জামিন ছাড়াই ঋণের ব্যবস্থা, শ্রমিক অসন্তোষ ও ইন্সপেক্টর রাজের অবসান, জিএসটি'র সরলীকরণ, মূলধন সরবরাহ প্রভৃতি বিষয় সুনিশ্চিত করতে হবে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, নিয়োগকর্তা-কর্মী, নিয়োগকর্তা-সরকার সংক্রান্ত গাদা গাদা বিধিবিধানকে কাগজ-কলমের ব্যবহারবিহীন ও নগদবিহীন করে তোলা।

নগরায়ন

একটা কঠিন প্রশ্ন হল, আমরা কি কাজকে মানুষের কাছে নিয়ে যাব, নাকি মানুষ কাজের কাছে হেঁটে চলে আসবেন? রাজনৈতিক স্বার্থের কথা মাথায় রাখলে, আপনি মানুষের কাছে কাজ পৌঁছে দেবার কথাই বলবেন। কিন্তু উন্নয়নের সূত্র বলে, মানুষকেই কাজের কাছে পৌঁছতে হবে। কারণ, চাইলেই দেদার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় না। ভারতে দীপাবলি, ঈদ বা বড়দিনের সময় ছুটি থাকলেও চিনের নববর্ষ উৎসব পালনের মতো পরিস্থিতি হয় না যে, ২০ কোটি মানুষ চারদিনের ছুটি নিয়ে ঘরে ফেরার ট্রেনের টিকিট কাটবে আর তখন তাদের জায়গায় অন্য লোককে কাজে

রাখতে হবে। দশ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা, এমন শহরের সংখ্যা ভারতে মাত্র ৫০, আর চিনে ৩৭৫। আমাদের দেশে ৬ লক্ষের মতো গ্রাম আছে, যার মধ্যে ২ লক্ষ গ্রামের জনসংখ্যা দু'শোর কম। তাই এইসব জায়গা কর্মসংস্থানের কেন্দ্রে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। নগরায়ন সেভাবে না হওয়ার কারণেই বড়ো শহরগুলিতে টাকার অঙ্কে মজুরি ও আসল মজুরির মধ্যে বিপুল অনভিপ্রেত বৈষম্য দেখা যায়। গোয়ালিয়রের এক কর্মসংস্থান মেলায় এক তরুণ আমাকে বলেছিল, গোয়ালিয়রে কাজ করলে তাকে মাসিক ৪০০০ টাকা, গুরগাঁওয়ে কাজ করলে ৬০০০ টাকা, দিল্লিতে হলে ৯০০০ টাকা এবং মুম্বাইতে হলে মাসিক ১৮০০০ টাকা দিতে হবে। তার মানে সে আসলে বেতন নয়, একধরনের ব্যয়পূরণ চাইছিল।

আগামী দু'দশকে আরও বেশি লোককে দিল্লি, মুম্বাই বা বেঙ্গালরুতে ঠেলার বদলে আমাদের উচিত দিল্লির কাছে গুরগাঁও, হায়দরাবাদের কাছে গাছিবউলি, পুনের কাছে মাগারপাট্টা, বেঙ্গালুরুর কাছে হোয়াইটফিল্ড, চণ্ডীগড়ের কাছে মোহালির মতো এলাকাগুলিতে কর্মসংস্থানের নতুন কেন্দ্র গড়ে তোলা।

শিল্পায়ন

ভারতে বড়ো বেশি মানুষের জীবিকা কৃষিনির্ভর (মোট শ্রমশক্তির ৫০ শতাংশ); প্রচুর মানুষ স্বনির্ভর (মোট শ্রমশক্তির ৫০ শতাংশ), আর খুব সামান্য অংশই উৎপাদন ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত (মোট শ্রমশক্তির মাত্র ১১ শতাংশ)। এই তিনটি ক্ষেত্র ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পররের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও কাজের সুযোগের অভাবে মানুষ কৃষিক্ষেত্র থেকে বেরোতে পারে না। গরিব মানুষজনের উপার্জনহীন বেকার হয়ে বসে থাকলে চলে না, তাই তারা স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করেন। সকলে তো শিল্পাদ্যোগী হতে পারেন না, ৫০ শতাংশ স্বনির্ভরই চাকরি না পেয়ে যৎসামান্য কোনও একটা কাজে লেগে যান। ভারতে কৃষিক্ষেত্র ও স্বনির্ভর ক্ষেত্র, দু'টি জায়গাই যে রোগে ভুগছে, রুশ অর্থনীতিবিদ চায়ানভ তাকে বলেছেন আত্মশোষণ (আপনার ছোট্ট ব্যবসাটাকে টিকিয়ে রাখতে আপনি নিজে এর থেকে কোনও পারিশ্রমিক নেন না, আপনার স্বামী বা স্ত্রী অথবা সন্তানরা এর জন্য পরিশ্রম করা সত্ত্বেও কোনও বেতন পায় না)। কিন্তু ভারতীয়রা এই কৃচ্ছসাধন করতে করতে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন। সেজন্যই সবেতন চাকরি এবং উৎপাদনক্ষেত্রে কাজের সুযোগ বিপুলভাবে বাড়ানো দরকার।

অর্থের জোগান

ভারতীয়রা বেশিরভাগই প্রথাগতভাবে জমি ও রিয়েল এস্টেটের মতো সম্পত্তিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে সঞ্চয় করেন এবং সাধারণত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ব্যবসার মূলধন জোগাড় করেন। ফলত, রিয়েল এস্টেটের মূল্যায়ন একেবারেই সঠিক হয় না (আমরা সেই কতিপয় দেশের মধ্যে পড়ি, যেখানে বাড়িভাড়া ও ব্যাঙ্কের সুদের হারের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই), ঋণপত্রের বাজার এবং ক্ষুদ্র বেসরকারি ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র বিকাশলাভ করতে পারে না। নোটবাতিল অর্থের জোগানের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এর ফলে ১৮ লক্ষ কোটি নতুন ঋণদান ক্ষমতার সৃষ্টি হয়েছে, প্রতি মাসে ১৫ কোটি ডিজিটাল লেনদেন হচ্ছে, ৩ লক্ষ কোটি নতুন আর্থিক সঞ্চয় হয়েছে এবং সুদের হার কমেছে।

মানব পুঁজি

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ও কর্মে নিয়োগের যোগ্য করে তোলার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন দরকার। তবে মাথায় রাখতে হবে যে, আমাদের উদ্দেশ্যগুলি কিন্তু পরস্পরবিরোধী - গুণগত মান, পরিমাণ এবং অন্তর্ভুক্তিকরণের নিরিখে আমরা এগোতে চাইছি । সারা বিশ্ব ও কাজের জগৎ যে আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজাতে হবে। জানার থেকেও আজ শেখাটা বেশি দরকার (গুগল তো সবই জানে)। কাজের জগতে পরিবর্তনের অর্থ (স্বয়ংক্রিয়তা, যন্ত্রশিক্ষা, কৃত্রিম মেধা প্রভৃতি) হল, এখন তিনটি R-Reading, Writing আর Arithmetic অর্থাৎ পড়া, লেখা ও পাটিগণিতই হল নতুন কাজ পাওয়ার চাবিকাঠি। কর্মনিযুক্তির জন্য যোগ্য হয়ে উঠতে গেলে আমাদের Relationship-এর চতুর্থ 'R' বা Soft Skills-ও জানতে হবে। অন্যান্য উপাদানগুলিকেও সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে, কেবল মাত্র অর্থ বিনিয়োগ করে অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণ সম্ভব নয়।

শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও কর্মনিযুক্তির যোগ্যতা অর্জন নিয়ে আমাদের আগের ধারণাগুলো কোনও নির্দিষ্ট দিশায় এগোনোর পরিবর্তে কিছু সত্যকে অস্বীকার করে পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে চলছিল। দায় স্বীকারের বদলে আমরা বিভিন্ন কার্যকারণ খুঁজে তার ওপর দোষ চাপানোয় বেশি আগ্রহী ছিলাম। গালিব বলেছেন, "উমর ভর গালিব ইয়েহি ভুল করতা রহা, ধুল চেহরে পে থি আউর আইনা সাফ করতা রহা" (সারা জীবন গালিব এই ভুলটাই করে এসেছে, ধুলো মাখা মুখ ছেড়ে আয়না সাফ করে কাটিয়েছে)। ভারতের নিম্ন উৎপাদনশীলতার পিছনে বহু কার্যকারণ আছে। তবে আমাদের রণকৌশল হবে, সংগঠিত ক্ষেত্রের রীতিনীতি অনুসরণ, নগরায়ন, শিল্পায়ন, অর্থলগ্নী ব্যবস্থা এবং মানব পুঁজির মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধানের উপায় খোঁজা। ঠিক যেমনটা কার্লমার্ক্স বলেছিলেন, "দার্শনিকরা হাজার পন্থায় এই বিশ্বের বর্ণনা দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আসল কথাটা হল একে বদলানো"। ❑

জনবিন্যাসগত সুবিধার সদ্ব্যবহার

কে. পি. কৃষ্ণাণ

ভারতীয় কর্মীদের সচলতা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী কৌশল কেন্দ্রের আওতায় দেশের ৪৬০-টি জেলায় বহুমুখী দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে ইতোমধ্যেই। এ ধরনের আরও কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ চলছে। এর ফলে কর্মীদের মধ্যে বাজারের চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ দক্ষতা ও সক্ষমতার বিকাশ ঘটেছে অনেকটাই। কাজে নিযুক্তির সুযোগও বাড়ছে স্বাভাবিকভাবেই।

জনবিন্যাসগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে ভারত। এই বিবর্তন দেশকে তারুণ্যপ্রাচুর্যের প্রশ্নে বিশ্বের শীর্ষে তুলে এনেছে। ভারতীয়দের গড় বয়স ২৯ বছর। দেশের দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতির পালে আরও হাওয়া লাগানোর লক্ষ্যে দক্ষ মানবসম্পদের জোগানের দিক থেকে এটা মস্ত বড়ো একটা সুবিধা। শুধু তাই নয়, পশ্চিমের যেসব দেশ তারুণ্যের ঘাটতির শিকার সেখানেও প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের জোগান দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই দেশ।

১৯৫০-এর পর এই প্রথম উন্নত দেশগুলিতে কর্ম ও উপার্জনক্ষম বর্গের অন্তর্ভুক্ত (১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সি) মানুষের সংখ্যার হ্রাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চিন এবং রাশিয়ায় এই বর্গের জনসংখ্যায় হ্রাসের পরিমাণ ২০ শতাংশ। অন্যদিকে, ভারতের জনসংখ্যার ২৮ শতাংশ যুবা। মোট জনসংখ্যায় তরুণদের অনুপাত বেড়ে চলছে। ২০৪০ সাল পর্যন্ত এমনটাই চলবে বলে অনুমান। একথা বলছে ২০১৬-১৭ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা।

ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে জনবিন্যাসগত চিত্র আলাদা। এই চিত্রপটের বিবর্তনও এগিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পথে। উপদ্বীপীয় (Peninsular) ভারত (পশ্চিমবঙ্গ কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, এবং অন্ধ্রপ্রদেশ)-এর সঙ্গে সমুদ্র থেকে পশ্চাদ্‌ভূমি (hinterland), মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের বিভাজন বেশ স্পষ্ট। উপদ্বীপ অঞ্চলের রাজ্যগুলির জনবিন্যাসগত প্রবণতা উন্নত দেশগুলির অনেকটা মতো। অন্যদিকে, সমুদ্র থেকে পশ্চাদ্‌ভূমি অঞ্চলের জনসংখ্যায় তরুণদের প্রাধান্য। কর্মতৎপরতা সেখানে বেশি। এই অঞ্চলে কর্ম ও উপার্জনক্ষম মানুষের সংখ্যার অনুপাত বেড়ে চলেছে[১]। কিন্তু এই জনবিন্যাসগত সুবিধার সুফল পেতে হলে তরুণ কর্মপ্রার্থীদের শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ ও ওয়াকিবহাল করে তুলতে হবে। তবেই দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়বে। বৃদ্ধি ঘটবে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত সক্ষমতার।

ভারতীয় কর্মীদের দক্ষতার বিষয়ে অনলাইন পর্যালোচক সংস্থা, Wheebox-এর ২০১৮ সালের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে উত্তীর্ণ যুবাদের মাত্র ৪৬ শতাংশ নিয়োগযোগ্য। এখানে দক্ষতার ঘাটতি, গুণগত উৎকর্ষের অভাব এবং অসামঞ্জস্য প্রকট হয়ে উঠেছে। বিষয়টি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। কারণ, একদিকে শিল্পমহল দক্ষ মানবসম্পদের অভাবের অভিযোগে সরব, আবার অন্যদিকে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের একটা বড়ো অংশ পছন্দমতো কাজ পাচ্ছেন না।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম বা

[লেখক ভারত সরকারে দক্ষতা বিকাশ ও উদ্যোগ মন্ত্রকে সচিব। ই-মেল : secy-msde@nic.in]

National Skill Development Corporation (NSDC)-এর একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০২২ নাগাদ ২৪-টি প্রধান ক্ষেত্রে সংখ্যার নিরিখে দক্ষ কর্মীর চাহিদা বেড়ে দাঁড়াবে ১০কোটি ৯৭ লক্ষ ৩০ হাজার[২]। কাজেই কর্মসংস্থান ও নিযুক্তির সঙ্গে দক্ষতার বিকাশের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা এমন হওয়া উচিত যাতে নিয়োগযোগ্যতা এবং উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধিও হয় তালে তাল মিলিয়ে।

দক্ষতার বিকাশে কার্যকর কৌশলগত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার পাশাপাশি ব্যবসায়িক উদ্যোগের এবং উপযুক্ত মানের চাকরির সুযোগ বাড়ানো দরকার; যাতে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার সংস্থানেরও প্রসার ঘটে। যুবসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যবসায়িক উদ্যোগের সহায়ক আবহ গড়ে তোলা এই সময়ের জোরালো দাবি। জনবিন্যাসগত সুবিধাকে কাজে লাগাতে এবং দক্ষতার বিকাশের লক্ষ্যে গত দশকে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে, মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সামনে আসা সমস্যাগুলি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা দরকার।

বড়ো কিছু সমস্যা

দক্ষতার বিকাশ এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত পরিমণ্ডল গড়ে তোলার বিষয়ে সামনে আসা সমস্যাগুলির উদ্ভবের কারণ শ্রম বাজারের পরিস্থিতি। এরই সঙ্গে আবার দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতির চাহিদার ফলে মানবসম্পদের উৎকর্ষ এবং প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টিও নিয়ত বদলাচ্ছে। কয়েকটি উল্লেখনীয় বিষয় হল :

১। নিম্নমানের শিক্ষণপ্রাপ্ত বিপুল সংখ্যক যুবা।

২। একদিকে দক্ষ কর্মীর চাহিদা, অন্যদিকে নিয়োগযোগ্য মানবসম্পদের অপ্রতুলতা।

৩। স্কুলছুটদের আরও একবার ন্যূনতম পাঠের সুযোগের সংস্থান করে কাজের দুনিয়ার উপযোগী করে তোলা।

৪। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় খামতি। বহুক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির অবস্থানগত বিন্যাস যুবগোষ্ঠীর জনবিন্যাসগত অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৫। উপযুক্ত সংখ্যক প্রশিক্ষকের অভাব। এ জন্য দায়ি প্রশিক্ষকদের শিক্ষণ সংক্রান্ত উদ্যোগে খামতি।

৬। কর্মপ্রার্থীদের মূল্যায়ন এবং শংসা বিতরণ-এ জটিলতা। এর ফলে পরস্পর বিরোধিতার উদ্ভব হয় এবং নিয়োগকর্তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

৭। বিশাল বিস্তৃত অসংগঠিত ক্ষেত্র। দক্ষতা বিষয়ক বর্তমান অবস্থার স্পষ্ট ছবির অভাব। দক্ষতার চাহিদা সংক্রান্ত তথ্যের অভাব।

৮। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় এবং সমকেন্দ্রিকতায় পৌঁছনো।

এইসব বিষয়গুলি পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে দক্ষতার প্রশ্নে চাহিদাকে মাথায় রেখে দেশের এবং দেশের বাইরে কাজ পেতে সমর্থ মানবসম্পদ তৈরি করলে তবেই বিকাশশীল ভারতের নতুন প্রজন্মের আশা-আকাঙ্খা পূরণ সম্ভব।

প্রশাসন কাঠামোয় পরিবর্তন

আগেকার জমানায়, দক্ষতা বিকাশ বিষয়ক নানা ধরনের চল্লিশটি সরকারি

চিত্র - ১

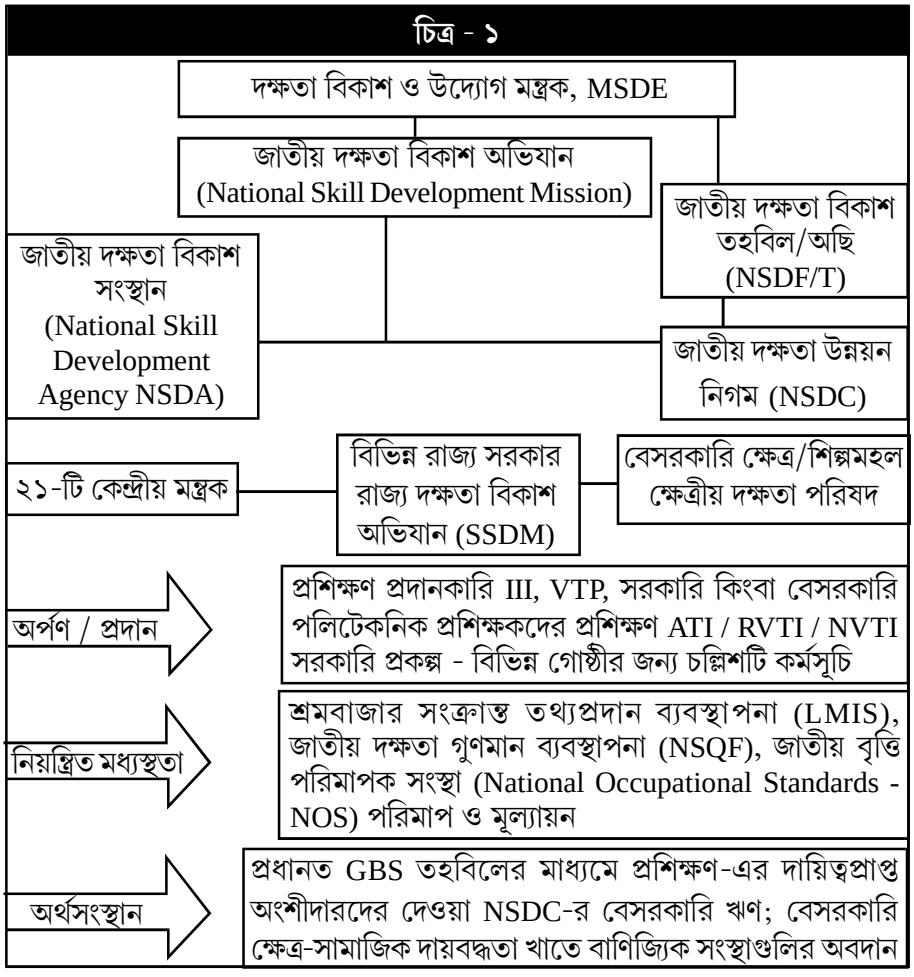

প্রকল্পের দায়িত্বে ছিল ২১-টি মন্ত্রক[৩]। প্রত্যেকটির কাজের ধরন স্বাভাবিকভাবেই ছিল ভিন্ন। ফলে দক্ষতা বিকাশের প্রশ্নে সমন্বয়ে পৌঁছনো অসম্ভব ছিল। এই অসুবিধা দূর করতে ২০১৪ সালের নভেম্বরে গড়ে তোলা হয় দক্ষতা বিকাশ ও উদ্যোগস্থাপনমন্ত্রক (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - MSDE)। গোটা বিষয়টিকে সুসমন্বিত রূপ দিতে দক্ষতা প্রশিক্ষণ মহানির্দেশনালয় (Directorate General of Skill Training), NSDC, NSDA-র মতো সংস্থাকে নিয়ে আসা হয় নতুন মন্ত্রকের অধীনে। পরে, পলিটেকনিক, জনশিক্ষণ সংস্থান-এর মতো কর্মসূচি এবং জাতীয় ক্ষুদ্র বাণিজ্য ও উদ্যোগ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development - NIESBUD) কিংবা ভারতীয় উদ্যোগ প্রতিষ্ঠান (Indian Institute of Entrepreneurship-কেও MSDE-এর আওতাধীন করা হয়। নতুন প্রশাসন কাঠামোটি এখন অনেকটা যে রকম তা চিত্র-১-এ তুলে ধরা হয়েছে।

জাতীয় নীতির ভিত্তিগত প্রসারণ

২০০৯ সালের জাতীয় দক্ষতা বিকাশ নীতি ফের খতিয়ে দেখে উদ্যোগের প্রসারের বিষয়টি মাথায় রেখে ২০১৫ সালে চালু করা হয়েছে জাতীয় দক্ষতা বিকাশ ও উদ্যোগ প্রসার নীতি[৪]। এই নীতিতে দ্রুতগতিতে দক্ষতার ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে কর্মী ও কর্মপ্রার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নতুন নীতিতে দক্ষতা সমৃদ্ধ ভারতের সংজ্ঞার পরিমার্জন করে এমন এক দেশের স্বপ্ন দেখা হয়েছে যেখানে বাণিজ্যিক উদ্যোগের বিষয়টির সঙ্গে উদ্ভাবনের মেলবন্ধনে সম্পদ ও কর্মসংস্থানের পরিসর বহুবিস্তৃত এবং যেখানে প্রতিটি নাগরিকের জীবিকার সংস্থান ধারাবাহিক ও নিশ্চিত। নীতির ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের সংস্কার ঘটিয়ে ২০১৪ সালে ১৯৬১-র শিক্ষানবিশ আইন (Apprentice

Act) পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিল্পমহলের মতামত নিয়ে এগিয়েছে সরকার। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল শিক্ষানবিশ কর্মীদের কাজকর্মের চাহিদা বা পরিসর বৃদ্ধি। ২০১৫-র জাতীয় দক্ষতা বিষয়ক নীতি কর্মস্থানে শিক্ষানবিশদের নিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাতেও জোর দিয়েছে, যাতে এরা দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগে যথার্থভাবে শামিল হতে পারেন।

প্রণালীগত হস্তক্ষেপ

প্রয়োজনীয় তথ্যের লভ্যতা বাড়ানোর পাশাপাশি প্রশিক্ষণের সুবিধা ও কর্মীদের সক্ষমতার উন্নয়নে নেওয়া হয়েছে বেশ কিছু পদক্ষেপ।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা উপযুক্ত কাজ পাওয়ার সুযোগ এনে দেব — এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কিন্তু তা হতে গেলে কাজের সুযোগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য হাতের কাছে থাকা জরুরি। এ জন্য তৈরি করা হয়েছে সমন্বিত একটি তথ্যভান্ডার — শ্রমবাজার তথ্যপ্রদান প্রণালী বা Labour Market Information System (LMIS)। এখান থেকে শ্রমের চাহিদা, জোগান, মজুরি সংক্রান্ত সব তথ্যই পাওয়া সম্ভব। এ এমন এক এক জানালা ব্যবস্থা যা শিক্ষানবিশ, প্রশিক্ষক, নিয়োগকর্তা, সরকারি সংস্থা, নীতি প্রণেতা, মূল্যায়ন সংস্থা, আর্থিক পরিষেবা সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংগঠন, ক্ষেত্রভিত্তিক দক্ষতাবিকাশ পরিষদ, শ্রম বাজার সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থা কিংবা চাকরির হদিশ দেওয়ার কাজে নিযুক্ত সংস্থা (Placement Agencies) — সকলের কাছেই অত্যন্ত সহায়ক।

দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলির রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, দপ্তর এবং রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনে কিছু সাধারণ বিধি তৈরি করা হয়েছে। এইসব বিধিতে বলা হয়েছে দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/পুণঃপ্রশিক্ষণ/দক্ষতার বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বিকাশ উদ্যোগের ফলাফল, অর্থসংস্থান, তৃতীয় পক্ষের শংসা — সব ক্ষেত্রেই অভিন্ন এবং সার্বিক মান বজায় রাখতে হবে । এর ফলে দক্ষতার গুণগত বিকাশে বিভিন্ন ক্ষেত্র ও পক্ষের মধ্যে একটি অভিন্ন ব্যবস্থাপনার আওতায় সমন্বয়সাধন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় [৫]।

ভারতে লক্ষ লক্ষ কর্মী সম্পূর্ণ অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে প্রশিক্ষিত হয়ে ওঠেন। সুতরাং, তাদের কোনও শংসাপত্র থাকে না সেজন্য নিজেদের শ্রম ও দক্ষতার বিনিময়ে উপার্জন করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল ও পরিচিত গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। NSQF ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এইসব কর্মীদের দক্ষতা পরীক্ষা করে দেখে শংসাপত্র দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পূর্বে লব্ধ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ এই শংসাপত্র তাদের আর্থিক ও সামাজিক - দু'দিক থেকেই সুবিধা করে দিচ্ছে [৬]।

NSQF-এর আওতায় সমস্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকেই শিল্পমহলের অনুমোদিত হতে হয়। দক্ষতার যাচাই এবং বিকাশ সংক্রান্ত এধরনের ২৬১১-টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সায় দিয়েছে ২ হাজারেরও বেশি বাণিজ্যিক সংস্থা। এই কর্মসূচিগুলি প্রতি তিন বছর অন্তর পরিমার্জিত হওয়া বাধ্যতামূলক। শিল্পমহলের চাহিদার সঙ্গে প্রশিক্ষিত কর্মীর দক্ষতা যাতে সবসময়েই সাযুজ্যপূর্ণ হতে পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই পরিমার্জন জরুরি।

নির্মাণ, কৃষি, গৃহস্থালির কাজ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, রত্ন ও অলঙ্কার ক্ষেত্রের মতো শ্রমনিবিড় শিল্পে নিযুক্ত কর্মীরা উপরে উল্লিখিত কর্মসূচির ফলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার

দক্ষতা বিকাশ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনাকে জোরদার করতে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। ITI-গুলির দীর্ঘমেয়াদি দক্ষতা বিকাশ সংক্রান্ত কর্মসূচির প্রসারে চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার। ২০১৪ সালের মে মাসে দেশে ITI-র সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ৭৫০। ২০১৮-র মে মাসে এই সংখ্যা বেড়ে ১৪ হাজার ২৭৬ হয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে আসন সংখ্যা ৫৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ লক্ষ ৭৩ হাজার। স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকেও আরও জোরদার করা হয়েছে। শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (PMKVY)-র আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তের সংখ্যা ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে দাঁড়িয়েছে ১৬ লক্ষ। চার বছর আগে সংখ্যাটি ছিল ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার। দেশের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে PMKVY কেন্দ্রগুলি। প্রতি জেলাতে এধরনের প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা চলেছে এখন।

ভারতের কর্মীদের চলনক্ষম করে তুলতে এবং বহুমুখী দক্ষতাবিশিষ্ট করে তুলতে ৪৬০-টি জেলায় গড়ে তোলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী কৌশল কেন্দ্র। এ ধরনের আরও কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে শ্রমের বাজারে চাহিদাসম্পন্ন দক্ষতাবিশিষ্ট কর্মীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই চাকরির সুযোগ গ্রহণে তারা এখন আরও অনেক বেশি সক্ষম। এছাড়াও, দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা (DDU-GKY), জাতীয় নগরাঞ্চল জীবিকা অভিযান (NULM) কিংবা সমন্বিত দক্ষতা বিকাশ প্রকল্প (ISDS) -এর মাধ্যমে গ্রামীণ এবং নগরাঞ্চলের যুবক-যুবতীদের নানা ধরনের কাজ করার জন্য প্রশিক্ষিত ও দক্ষতা সমৃদ্ধ করে তোলার কাজ চলছে। গত চার বছরে এইসব ব্যবস্থার প্রভূত প্রসারের ফলে এখন বছর প্রতি ১ কোটি যুবাকে এভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব। এছাড়া, বৈদ্যুতিন বাজার এবং অ্যাপ-ভিত্তিক লাইব্রেরির ব্যবস্থা হয়েছে এখন। এখানে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় এবং পাঠক্রমের খোঁজ মেলে।

গুণগত বিকাশ এবং প্রাসঙ্গিকতা

দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের মান বাড়ানো এবং নির্দিষ্ট মানদণ্ড কার্যকর করার চেষ্টা চলছে জোর কদমে।

পরিকাঠামো, সরঞ্জাম, প্রশিক্ষক, আগেকার সাফল্য বা শিল্পক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা — এসব সূচকের নিরিখে বিচার করে ৫ হাজারের বেশি ITI এবং ১৫ হাজার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গুণগত বর্গীকরণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রশিক্ষণপ্রার্থী গুণবত্তা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বেছে নিতে পারবেন। ITI-গুলির স্বীকৃতি সংক্রান্ত ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে।

SMART পোর্টালের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের গুণবত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখার ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। এসংক্রান্ত নজরদারিতে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। কাজে লাগানো হচ্ছে মোবাইল অ্যাপ। প্রথাগত পরিদর্শনও আরও জোরদার করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত মূল্যায়নও যাতে সঠিক হয় সেদিকেও রয়েছে কড়া নজর।

এইসব উদ্যোগের ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কাজ পাওয়াও বাড়ছে। বৈতনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে কাজ পাওয়াদের অনুপাত ২৬ থেকে বেড়ে ৫০ শতাংশ হয়েছে। PMKVY-এর মতো অবৈতনিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপত্রের আওতায় দক্ষতা সমৃদ্ধ কর্মীদের মধ্যে চাকরি পেতে সক্ষমদের অনুপাত ১৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬০ শতাংশ। কর্মপ্রাপ্তদের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণের গুণগত মান সম্পর্কে ইতিবাচক বার্তাই দেয়। ITI-গুলির প্রশাসনে এখন বেসরকারি ক্ষেত্রও শামিল। এর ফলে শিল্পজগতের সঙ্গে এই কেন্দ্রগুলির সংযোগ বেড়েছে এবং স্থানীয় শিল্পভিত্তিক প্রশিক্ষণও আরও বেশি করে হচ্ছে।

স্বনিযুক্তদের উদ্যোগমুখী করতে সহায়ক বিভিন্ন প্রকল্প		
প্রকল্পের নাম	সামিল হওয়ার যোগ্যতা	সহায়তার ধরন
দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা - স্বনিযুক্ত এবং অতিক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের বিকাশে গ্রামীণ স্বনিযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (RSETI) গড়ে তোলা; আজীবিকা গ্রামীণ এক্সপ্রেস যোজনা; স্টার্ট আপ গ্রাম উদ্যোগ কর্মসূচি	দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা গ্রামীণ পরিবার। ৫০ শতাংশ সুবিধাভোগী তপশিলি জাতি কিংবা উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত। ১৫ শতাংশ সংখ্যালঘু এবং তিন শতাংশ ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য সংরক্ষিত। মহিলা পরিচালিত পরিবারগুলিকে অগ্রাধিকার। নারী পাচার এর শিকার অবিবাহিত কিংবা বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলাদের বিশেষ অগ্রাধিকার	জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা অভিযান, NRLM-রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে জেলায় জেলায় RSETL স্থাপন করতে উদ্যোগী করার চেষ্টা করে। বেকার গ্রামীণ যুবাদের স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্ত উদ্যোগপতি করে তুলতে প্রয়োজনভিত্তিক পরীক্ষামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রসার। গ্রামের চিহ্নিত দরিদ্র পরিবারগুলির অন্তত একজনকে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ব্যবস্থা র আওতায় নিয়ে আসা। এক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার।
প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা	অতিক্ষুদ্র আর্থিক পরিষেবা সংস্থা, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থাকে প্রযোজনীয় অর্থের জোগান	৫০ হাজার থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ
স্ট্যান্ড আপ ইণ্ডিয়া উত্তিষ্ঠ ভারত	মহিলা, তপশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত উদ্যোগপতিদের সর্বপ্রথম প্রকল্প	১০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ
প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান প্রসারণ কর্মসূচি (PMEDP)	১৮ বছরে ওপরে থাকা ব্যক্তি, সমবায় সংস্থা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, অছি সংস্থা। সরকারি ও ভরতুকিপ্রাপ্ত নয় এমন নতুন প্রকল্প	উৎপাদন সংস্থার জন্য ২৫ লক্ষ এবং পরিষেবা সংস্থার জন্য ১০ লক্ষ টাকা। টাকা পাওয়ার আগে ৫ লক্ষ টাকার বেশি প্রকল্পে ১০ কর্মদিবস, ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রকল্পে ৬ কর্মদিবস ধরে উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচির (EDP) আওতায় প্রশিক্ষণ নিতে হবে প্রাপককে। ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রকল্পে সম্পত্তি বা অর্থ জামিন হিসেবে রাখতে হবে না।
ASPIRE	উদ্যোগপতি সৃজন কেন্দ্র (Business incubator) তৈরি করা, যাতে যোগ্য তরুণ-তরুণীরা প্রয়োজনীয় নানা ধরনের দক্ষতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারেন এবং নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারেন	জীবিকার সংস্থানে উদ্যোগপতি সৃজন কেন্দ্রের জন্য সরঞ্জাম বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের ১০০ শতাংশ, এক্ষেত্রে জমি বা পরিকাঠামো বিবেচ্য নয়) অথবা ১ কোটি টাকার মধ্যে যেটি কম তা এককালীন ভিত্তিতে দেওয়া হবে। যদি তা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে গঠিত হয় তবে খরচের ৫০ শতাংশ বা ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে যেটি কম, তাই দেওয়া হবে (জমি বা পরিকাঠামো বিবেচ্য নয়)। প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্যোপতি সৃজন কে ন্দ্রের জন্য সরঞ্জাম বাবদ ব্যয়ের ৫০ শতাংশ বা ৩০ লক্ষ টাকার যেটি বেশি, তাই দেওয়া হবে
চিরাচরিত ও ঐতিহ্যশালী শিল্পসমুহের পুনরুজ্জীবন তহবিল প্রকল্প (Scheme Fund for Regeneration of Traditional Industry SFURTI)	চিরাচরিত শিল্প এবং কারিগরদের একত্রিত করে এক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি বিকাশের লক্ষ্যে সহায়তাপ্রদান এবং তাদের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার প্রশ্নে সক্ষম করে তোলা	চিরাচরিত শিল্পের কারিগরদের সমাহার (১০০০ থেকে ২,৫০০ কারিগর) : ৮ কোটি টাকা; বৃহৎ সমাহার (৫০০ থেকে ১০০০ কারিগর) : ৩ কোটি টাকা; ক্ষুদ্র সমাহার (৫০০ জন পর্যন্ত কারিগর) : ১.৫ কোটি টাকা
নারিকেলতন্তু শিল্প উদ্যমী যোজনা (Coirudyami Yojana) (নারিকেলতন্তু শিল্পের উন্নয়নে SFRUTI)		প্রকল্প ব্যয়ের ঊর্ধ্বসীমা ১০ লক্ষ টাকা। চলতি খাতে মূলধন-এর হিসেব আলাদা; তা প্রকল্প ব্যয়ের ২৫ শতাংশের বেশি হওয়া চলবে না

প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণে এখন আরও বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। এজন্য জারি হয়েছে নির্দেশিকা। চালু হয়েছে তক্ষশিলা পোর্টাল। এখানে প্রশিক্ষক এবং মূল্যায়নের ভারপ্রাপ্তদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংরক্ষিত রাখা হচ্ছে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের দক্ষতা সংক্রান্ত শংসাপ্রদান : শিক্ষানবিশি এবং পূর্বে লব্ধ সক্ষমতার স্বীকৃতি

ভারতে ৯৩ শতাংশ কর্মী অসংগঠিত কিংবা মৌখিক বা আইনানুগ নথিভুক্তিকরণ ব্যতীত নিযুক্ত। এদের বেশিরভাগেরই কোনও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই। ফলে কর্মক্ষেত্রে তাদের উন্নতি থমকে যেতে বাধ্য। এদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের চাহিদা মোতাবেক এদের দক্ষতার বিকাশে পূর্বে লব্ধ সক্ষমতার স্বীকৃতি বা "Recognition of Prior Learning" নামে একটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এখানে কর্মীদের দক্ষতার মূল্যায়ন করে শংসাপত্র দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। PMKVY-এর আওতায় এ পর্যন্ত ৯ লক্ষ কর্মীকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। শংসাপত্র পেলে এরা আরও ভালো কাজের চেষ্টা করতে পারবেন এবং সংগঠিত ক্ষেত্রের আওতায় চলে আসতেও সক্ষম হবেন। অনেক ক্ষেত্রেই এই শংসাপত্রের জোরে কর্মীরা এখন আরও বেশি মজুরি দাবি করতে পারছেন। তাদের আত্মবিশ্বাসও অনেক বেড়ে গেছে[৭]।

শিক্ষা ও দক্ষতার প্রসার ও স্থানান্তরকরণে গুরু-শিষ্য পরম্পরা চলে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। এই প্রথা সময়ের দ্বারা পরীক্ষিত। বিশ্বের অন্য অনেক দেশেও এধরনের রীতি চালু রয়েছে। শিক্ষানবিশি প্রথা শিল্পজগতের চাহিদা মতো কর্মী তৈরি করে দেয়। জাপানে ১ কোটি, জার্মানিতে ৩০ লক্ষ শিক্ষানবিশ রয়েছেন। ভারতে কিন্তু এই সংখ্যা মাত্র তিন লক্ষ। এদেশের বিপুল জনসংখ্যা, বিশেষত

সারণি - ১ : গড় মাসিক উপার্জন

	স্বনিযুক্ত	নিয়মিত বেতন/ মজুরি প্রাপ্ত	চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মী	অস্থায়ী শ্রমিক
কর্মীবাহিনীতে সামিল ব্যক্তি	৪৬.৬	১৭.০	৩.৭	৩২.৮
৫০০০ টাকা পর্যন্ত	৪১.৩	১৮.৭	৩৮.৫	৫৯.৩
৫০০০-৭৫০০ টাকা	২৬.২	১৯.৫	২৭.৯	২৫.০
৭৫০০-১০,০০০ টাকা	১৭.৪	১৯.০	২০.৩	১২.০
১০,০০১ থেকে ২০,০০০ টাকা	১১.১	২৩.৬	১১.০	৩.৫
২০,০০১ থেকে ৫০,০০০ টাকা	৩.৫	১৭.৭	২.১	০.৩
৫০,০০১ থেকে ১০০,০০০ টাকা	০.৪	১.৪	০.১	০.০
১০০,০০০ টাকার ওপরে	০.১	০.২	০.০	০.০

১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে থাকা ৩০ কোটি মানুষের প্রেক্ষিতে বিচার করলে সংখ্যাটি অত্যল্প।

আগেই উল্লিখিত যে, দক্ষতার বিকাশে শিক্ষানবিশির দিকটিকে জোর দিতে ১৯৬১ সালের শিক্ষানবিশ আইন ২০১৪ সালে পরিমার্জন করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের অন্যতম লক্ষ্য হল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাতীত অন্য ক্ষেত্রগুলির শিক্ষানবিশদের সুযোগের পরিধি বাড়ানো এবং শিল্পমহলকে বিকল্প বাণিজ্যের সন্ধান দেওয়া। জাতীয় শিক্ষানবিশি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ কর্মীর প্রশিক্ষণের ব্যয় বাবদ অর্থের অনেকটাই সংস্থার মালিকের হাতে তুলে দেয় সরকার। স্টাইপেন্ড বাবদ ১৫০০ টাকা এবং মূল ব্যয় হিসেবে ৭,৫০০ টাকা দেওয়া হয় এক্ষেত্রে।

একজন শিক্ষানবিশকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিষয়টির দ্রুত ও অনায়াস প্রক্রিয়াকরণ, কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও নজরদারির সহায়তার জন্য চালু করা হয়েছে গ্রাহকবান্ধব অনলাইন পোর্টাল www.apprenticeship.gov.in। এই পোর্টালের আওতায় নিবন্ধীকরণ, প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্পর্কে জানানো, প্রাপ্য দাবি পেশ করা-সহ সবকিছুই করতে পারেন নিয়োগকর্তা। অন্যদিকে, শিক্ষানবিশও অনলাইন আবেদন পেশ এবং প্রস্তাবগ্রহণ, নিবন্ধীকরণ করতে পারেন এই পোর্টালে গিয়ে[৮]।

কর্মীদের দক্ষতা বিকাশ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার প্রসারে কাজ করে চলেছে MSDE। এক্ষেত্রে অর্থপ্রদান-সহ নানাভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে নিয়োগকর্তাকে। সবকিছু আইনানুগ এবং সঠিক পথে চলছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে একটি নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাও তৈরি করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানবিশি উন্নয়ন প্রকল্প বা NAPS-এর মত কর্মসূচি শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগযোগ্য মানবসম্পদ তৈরি করে ভারতকে বিশ্বের প্রধান দক্ষ মানবসম্পদ কেন্দ্র বা Skill Capital of the World করে তুলবে বলে আশা রাখেন অনেকেই।

দক্ষতা অর্জনকে কাঙ্ক্ষিত করে তোলা

সামাজিক নানা কারণে দক্ষতা অর্জনে অনেকেই সেভাবে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন

না। উপযুক্ত মজুরি কিংবা কাজের বাজারের অবস্থা সম্পর্কে ঠিকভাবে অবগত না হওয়ার কারণেও হয় তো বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিতে বহু মানুষ অনাগ্রহী। NSQF-এর মাধ্যমে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার মধ্যে আনুভূমিক এবং উল্লম্ব সাযুজ্যবিধানের পথ তৈরি হচ্ছে।

বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি আঞ্চলিক স্তরে সমধর্মী প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে এমন একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি মেলে এবং নিজের সক্ষমতা প্রদর্শন করা যায়। সম্প্রতি আবু ধাবির বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতায় চরম উৎকর্ষের স্বীকৃতির পদক-সহ বেশ কয়েকটি রুপো ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন তরুণ ভারতীয়রা[৯]।

ITI এবং দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্রগুলিতে স্নাতকদের শংসাপত্র বিতরণের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে এখন থেকে। দক্ষতাকে বিকল্প পেশা হিসেবে কাজে লাগানোয় যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন জায়গায় আয়োজন করা হচ্ছে কৌশল মেলার। এই উৎসাহদান প্রক্রিয়াটিকে পূর্ণ করতে রোজগার মেলার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে—যেখানে আরও ভালো কাজের সুযোগ সম্পর্কে তরুণ-তরুণীরা ওয়াকিবহাল হতে পারেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বাস্তব শিল্পজগতের সংযোগসাধনে ধারাবাহিক উদ্যোগ চোখে পড়ছে। এক্ষেত্রে ভালো কাজের সন্ধান দিতে Centurion University-র ভূমিকা উল্লেখ্য।

কর্মদক্ষতার প্রশ্নে ভারতকে বিশ্বের প্রধান কেন্দ্র করে তোলা

দেশের বাইরে চলে যাচ্ছেন ভারতের কর্মীরা। মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছেন নির্মাণ কিংবা খুচরো ব্যবসার মতো শ্রমনিবিড় কাজ করতে। ইউরোপে যাচ্ছেন প্রযুক্তিগত দক্ষতার টানে। এই বহির্গমনেও বিন্যাসগত

পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে এখন। কেরালা কিংবা কর্ণাটকের মতো রাজ্যের মানুষ এতদিন বেশিমাত্রায় কাজের সন্ধানে দেশের বাইরে যেতেন। এখন বিহার বা উত্তরপ্রদেশের মানুষও অত্যন্ত বেশি সংখ্যায় যাচ্ছেন বিদেশে। এই বহির্গমন এখন সবচেয়ে বেশি উত্তরপ্রদেশ থেকে। দক্ষতাযুক্ত কিংবা অদক্ষ কাজের জন্য দেশের বাইরে যাওয়া কর্মপ্রার্থীর ২৫ শতাংশই এখন ওই রাজ্যের[১০]।

বিশ্বের নানা প্রান্তে ভারতীয় কর্মীদের সচলতা বাড়াতে বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ভারত আন্তর্জাতিক দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্র গড়ে তুলছে দক্ষতা বিকাশ ও উদ্যোগ মন্ত্রক। এখানে দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দেশের বাইরে রওনা হওয়ার আগে ভারতীয় কর্মপ্রার্থীকে গন্তব্য দেশের ভাষা-সহ আরও নানা বিষয়ে অবগত করা হয়। দেওয়া হয় শংসাপত্র। এছাড়া ভারতের বাইরের দুনিয়ার সম্পর্কে অবহিত হতে বিদেশে আংশিক সময়ে কাজ নিয়ে যাওয়ার চলও বাড়ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষাগত দিক থেকেও লাভ হয়। এপ্রসঙ্গে জাপানের সঙ্গে প্রযুক্তিগত শিক্ষানবিশি এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (Technical Internship and Training Programme) -এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর আওতায় ভারত থেকে কর্মীরা জাপানের বাণিজ্যিক সংস্থায় কাজ ও প্রশিক্ষণের জন্য যান তিন বছরের জন্য[১১]।

আরও কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ত্বরিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জনবিন্যাসগত সুবিধাকে কাজে লাগাতে কর্মীদের দক্ষতার বিকাশসাধনের মাধ্যমে কাজের বাজারে প্রবেশের প্রশ্নে আরও উপযোগী করে তোলা এবং উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি হল প্রাথমিক শর্ত। ভারতে এই কাজটি বেশ সময়সাপেক্ষ এবং জটিল। কারণ এখানের মানুষ বৈচিত্র্যে ভরা। পাশাপাশি সাধারণ কর্মীদের শিক্ষার স্তরও খুব উঁচু নয়। তবে সরকার কোনও ত্রুটি রাখছে না। গৃহীত হয়েছে প্রাসঙ্গিক নীতি। তৈরি করা হয়েছে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। কিন্তু যথার্থ সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের একত্রিত প্রয়াস। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি উদ্যোগী হতে হবে প্রশিক্ষক, রাজ্য ও জেলা কর্তৃপক্ষ, শিল্পমহল এবং সর্বোপরি নাগরিক সমাজকে।

দক্ষতা বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার কাজে গত তিন বছরে অনেক দূর এগোনো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কিছু সমস্যা

রয়ে গেছে এখনও। তার সমাধান জরুরি।

অতিক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে বাজারের সংযুক্তিসাধন

পরিযান (Migration)-এর মতো কিছু সমস্যা মানুষের জীবিকার ধারাবাহিক সংস্থানের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করছে। প্রযুক্তির উন্নয়নকে কাজে লাগিয়ে গ্রামাঞ্চলের আরও বেশি সংখ্যক ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থাকে বড়ো বড়ো বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করলে পরিযানের প্রবণতা কমবে। PMKVY-কে কাজে লাগিয়ে স্থানীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপত্র গড়ে তুলতে রাজ্যগুলিকে উৎসাহিত করতে হবে।

দক্ষ কর্মীর বর্ধিত মজুরি

দক্ষ শ্রমিকের বর্ধিত মজুরির চল ভারতের শিল্পক্ষেত্রে এখনও সেভাবে আসেনি। ফলে দক্ষতার সুফল অধরা থাকে বহু সময়েই। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা অদক্ষ শ্রমিকের কাজে নেওয়ার দিকে এগোন। দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচিতে সামিল না হয়ে কাজ করতে করতে দক্ষতা অর্জনই তাদের বেশি আকর্ষনীয় মনে হয়। অন্যদিকে যথাযথ সুযোগ না পেয়ে দক্ষ কর্মীরা নিযুক্তিবিহীন অবস্থাতে থাকেন। তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের সুযোগ পান না বহু সময়েই।

অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র

অসংগঠিত ক্ষেত্রে দক্ষতার চাহিদাপূরণে সঠিক তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার যাতে কাজের সুযোগ এবং চাহিদা সম্পর্কে খোঁজখবর পাওয়া সহজসাধ্য হয়। এজন্য জেলাভিত্তিক সমীক্ষার পথে এগোন যেতে পারে।

বেসরকারি ক্ষেত্রকে দক্ষতা বিকাশের কাজে অর্থসংস্থানের প্রশ্নে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করা

দক্ষতা বিকাশের কর্মযজ্ঞে শিল্পমহলকে সামিল করার প্রচেষ্টা চলছে গত দশক থেকেই। কিন্তু এখনও সেভাবে সাড়া মেলেনি। দক্ষ মানব সম্পদের সুফল সরাসরি পায় শিল্পমহল। কিন্তু কর্মীদের দক্ষ করে তোলার কাজে ব্যয়ের পুরোটাই মেটানো হয় সরকারের কোষাগার থেকে। পরিশোধযোগ্য আর্থিক অনুদান (reimbursable contributions), কর বসানো কিংবা অন্য কোনও পথে যাতে শিল্পমহলের থেকে একাজে টাকা পাওয়া যায় তা দেখতে হবে।

আসলে শুধুমাত্র কর্মীদের দক্ষতার উন্নয়ন নিশ্চিত করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। পাশাপাশি দরকার কাজের যথার্থ সুযোগ। সার্বিক অর্থনৈতিক নীতি এবং শ্রম নীতির মধ্যে সাযুজ্যবিধানের দিকটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কাজের সুযোগ এবং মজুরি সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা এক্ষেত্রে অন্যতম শর্ত। এরই সঙ্গে দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নিরন্তর আধুনিকীকরণ এবং তা শিল্পমহলের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। ❑

- **তথ্যপঞ্জী :**

১) Economic Survey 2016-17
২) National Skill Development and Entrepreneurship Policy 2015
৩) National Skill Development Coordination Board, Planning Commission
৪) National Skill Development Policy, 2009
৫) Common Norms Gazette Notification 2014
৬) National Skill Qualification Framework, 18 March 2015 - PIB
৭) Rajesh Agarwal,6 february 2017 – PMKVY: A perspective - PIB
৮) Rajiv Pratap Rudy, 27 January 2017 - National Apprenticeship Promotion Scheme - PIB
৯) Ministry of Skill Development & Entrepreneurship felicitates WorldSkills 2017 Winners from India, 28 December 2017- PIB
১০) Global Skill Gap Study – Grand Thornton
১১) Signing of MoC on Technical Intern Training Programme (TITP) between India & Japan, 18 October 2017, PIB

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ

নারী ক্ষমতায়ন

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফত অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

মুদ্রা
ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও কর্মসংস্থানের চালিকাশক্তি

রাজীব কুমার

মাইক্রো ইউনিটস ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড রিফাইন্যান্স এজেন্সি লিমিটেড (মুদ্রা) গঠিত হয়েছে অর্থের জোগানের অভাবে ধুঁকতে থাকা ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির পুঁজির প্রয়োজন মেটাতে। ম্যানুফ্যাকচারিং বা শিল্পোৎপাদন, বাণিজ্য এবং পরিষেবা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত এইসব ছোটোখাটো সংস্থাকে যে সব ব্যাঙ্ক, ক্ষুদ্র ঋণদান সংস্থা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ দেয়, তাদেরও অর্থ জোগায় 'মুদ্রা'। অর্থাৎ, প্রান্তিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানটিও যাতে সুষ্ঠুভাবে নিজের কাজকর্মের প্রসার ঘটাতে পারে, সেজন্য অর্থ ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক সহায়তা দেবে মুদ্রা। এর জেরে দেশজুড়ে ছোটো সংস্থাগুলি উপকৃত হবে। মুদ্রার অন্যতম লক্ষ্য, ক্ষুদ্রশিল্প ক্ষেত্রকে লাভজনক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিণত করা। এজন্য অর্থনৈতিক সাক্ষরতার প্রসার-সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পরিকল্পনাও রয়েছে।

আমাদের দেশে ছোটো সংস্থা প্রচুর। অসংগঠিত ক্ষেত্রের আওতায় এজাতীয় সংস্থার সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ। এইসব ছোটো সংস্থার অধিকাংশই একক মালিকানাধীন কারবার। সংস্থাগুলি মূলত শিল্পোৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং, বাণিজ্য বা পরিষেবা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। প্রথাগত পদ্ধতিতে ঋণ পাওয়া এদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এরা যাতে সহজে ঋণ পেতে পারে, সেজন্য অতীতে বহুবার চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এদের সিংহভাগের কাছেই এই সুবিধা পৌঁছে দেওয়া যায়নি। দেশের উন্নয়ন ও বিকাশে কর্পোরেট ও বড়ো সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ঠিকই, কিন্তু নেপথ্যে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয় অসংগঠিত ক্ষেত্র। অসংগঠিত ক্ষেত্রেই সবথেকে বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যুক্ত ছোটো উদ্যোগগুলির কাছে নিজেদের কাজ চালিয়ে যাবার মতো বা ব্যবসায় মূলধন পুনর্বিনিয়োগের মতো যথেষ্ট সম্পদ থাকে না। এদের অধিকাংশই নথিবদ্ধ নয়। তাই প্রয়োজনমতো ঋণ পাওয়া, এই ছোটো ব্যবসাগুলির সামনে অন্যতম প্রধান সমস্যা। বাধ্য হয়ে মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ধার করতে হয়, অথবা নির্ভর করতে হয় সীমিত অভ্যন্তরীণ সম্পদের ওপর। ফলস্বরূপ ব্যাহত হয় এই ক্ষেত্রের বিকাশ। যাদের কেউ ঋণ দিতে ইচ্ছুক নয়, তাদের ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা বা PMMY-এর সূচনা হয়েছে ২০১৫ সালের ৮ই এপ্রিল। এখানে ঋণ দেওয়া হয় সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থাৎ ব্যাঙ্ক, ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান (MFI) এবং ব্যাঙ্ক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (NBFC-MFI) মাধ্যমে। অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা রয়েছে, এমন কোনও কাজের জন্য এরা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে পারে। এই ঋণের তিনটি ভাগ আছে। শিশু (৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত), কিশোর (৫০ হাজার থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) এবং তরুণ (৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)। এই প্রকল্প একদিকে যেমন শিক্ষিত তরুণ-তরুণী ও দক্ষ শ্রমিকদের সামনে নিজেদের ব্যবসা শুরু করার পথ খুলে দিয়েছে, তেমনি যে চালু ছোটো ব্যবসাগুলি আছে, তাদের সম্প্রসারণের সুযোগও এনে দিয়েছে। দুইয়ের যোগফলে বাড়ছে কর্মসংস্থান।

এই প্রকল্পের সূচনা থেকে চলতি বছরের ৬ জুলাই পর্যন্ত ১৩ কোটি ১৬ লক্ষেরও বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে, যার আর্থিক মূল্য ৬ লক্ষ ১৯ হাজার কোটি টাকা। প্রতি বছরই ঋণ দেওয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা থাকে, তা ছাপিয়ে যায়। এই বছরে ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লক্ষ কোটি টাকা।

[লেখক সচিব, অর্থনৈতিক পরিষেবা দপ্তর, অর্থ মন্ত্রক, ভারত সরকার। ইমেল : secy-fs@nic.in]

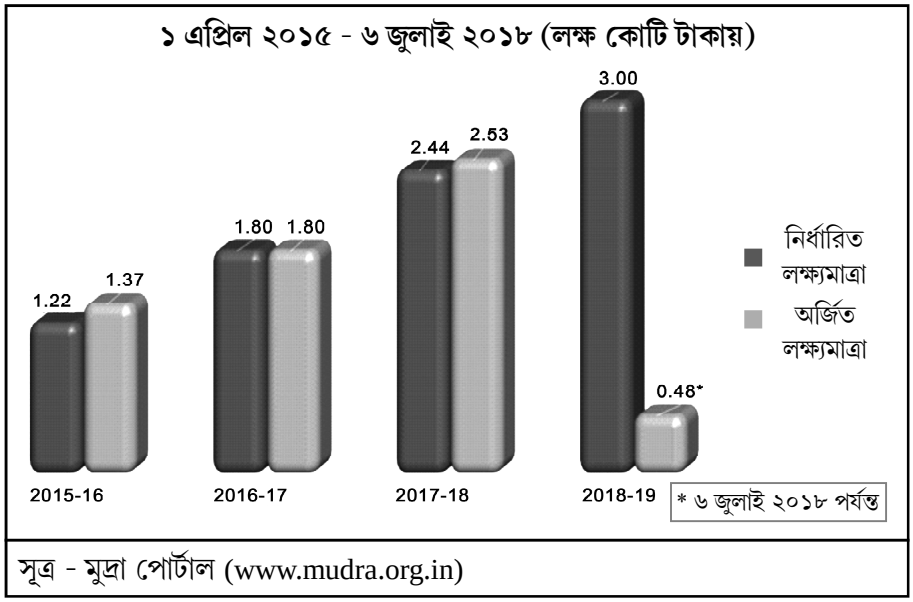

সূত্র - মুদ্রা পোর্টাল (www.mudra.org.in)

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা, প্রথাগত ব্যাঙ্কিং ঋণের আওতার বাইরে থাকা ছোটো ছোটো সংস্থা ও অসংগঠিত ক্ষেত্রকে ঋণ দেওয়ার একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে; ব্যাঙ্ক বহির্ভূত ঋণকেও করে তুলেছে মূলধন সংগ্রহের সমান গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

সূচনার পর গত তিন বছর ধরে ঋণগ্রহীতার সংখ্যা এবং গড় ঋণের পরিমাণের ক্রমবৃদ্ধি থেকে বোঝা যায়, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল, তা সফল হয়েছে। আজ শুধু ১১০-টি ব্যাঙ্কই নয়, ৭০-টি ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান (MFI) এবং ৯-টি ব্যাঙ্ক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানও (NBFC-MFI) এই যোজনার ঋণ দিচ্ছে। ঋণের জন্য www.udyamimitra.in পোর্টালে অনলাইন আবেদনও করা যায়।

কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব

মুদ্রা ঋণ, পিরামিডের তলার অংশেও ঋণের যোগান সুনিশ্চিত করেছে। এই প্রকল্প বর্তমান ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করছে, তাদের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করছে, আবার নতুন উদ্যোগের জন্য দরজা খুলে দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াচ্ছে। সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে এ পর্যন্ত মোট প্রদেয় ঋণের ৯০ শতাংশই দেওয়া হয়েছে শিশু বিভাগে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে, বাড়ছে বিকাশ ও কর্মসংস্থানের হার।

Dvara Research[১]-এর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মুদ্রা যোজনার দৌলতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থাগুলিকে দেওয়া ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিশেষত ২ লক্ষ টাকার কম অঙ্কের ঋণের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি বিপুল। ব্যাঙ্কের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিও এক্ষেত্রে চমৎকার কাজ করছে। ২০১৬-১৭ সালে শিশু বিভাগে গড় ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ প্রায় ৫০% বেড়েছে। সমীক্ষায় প্রকাশ, গ্রাহকরা আরো বড়ো অঙ্কের ঋণ নিতে উৎসাহী। ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির দেওয়া ঋণের পরিমাণ বিশেষভাবে বেড়েছে কিশোর বিভাগে। এই ঋণগ্রহীতাদের ৫৫ শতাংশই তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের। অর্থাৎ মুদ্রার মাধ্যমে সামাজিক উদ্দেশ্যও সাধিত হচ্ছে।

রাজস্থানের ভিলওয়াড়ার বাসিন্দা শ্রীমতী অনীতা সোনি নিজের বাড়িতে মহিলাদের পোশাকের একটি ব্যবসা চালাতেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি ব্যবসা বাড়াতে পারছিলেন না। মুদ্রা যোজনার তরুণ বিভাগে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ পেয়ে তিনি এখন পাকাপাকিভাবে "লাডলি কালেকশন" নামে নিজস্ব মালিকানায় পোশাকের দোকান খুলতে পেরেছেন। ক্রমশ গ্রাহকের সংখ্যা এবং উপার্জন, দুই-ই বেড়েছে।
সূত্র : মুদ্রা পোর্টাল (www.mudra.org.in)

মহিলাদের ঋণ দেওয়া এবং শ্রমের বাজারে তাদের পরিসর বাড়ানোর ক্ষেত্রেও মুদ্রা অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। মোট মঞ্জুর করা ঋণের ৭৪ শতাংশই দেওয়া হয়েছে মহিলাদের। তারা এই অর্থ চুড়ি তৈরি, ধূপ তৈরির ব্যবসা, রূপচর্চা কেন্দ্র স্থাপন, সেলাই ও বুনন কেন্দ্র, বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি সারাই, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতি গঠনে কাজে লাগিয়েছেন। মহিলা মালিকানাধীন সংস্থার সংখ্যা ১৩.৪%

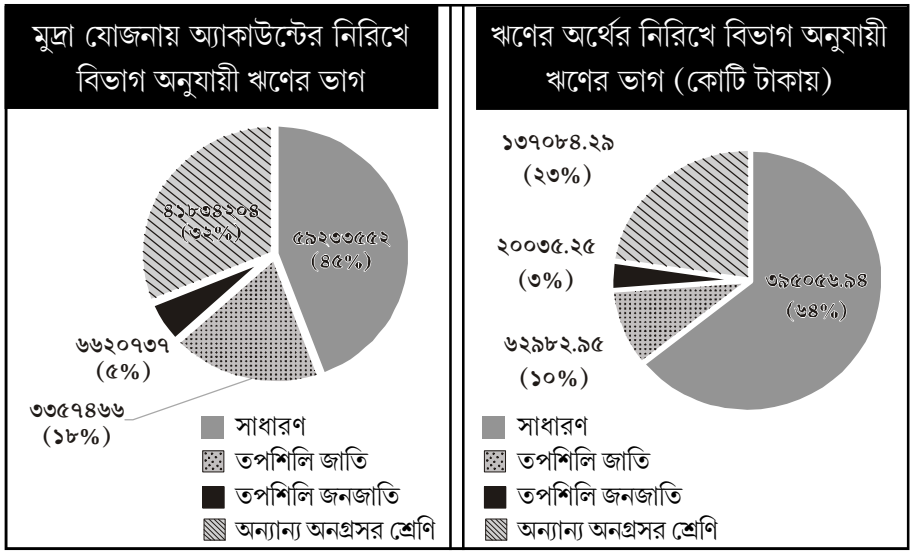

থেকে (২০১৩-১৪, ষষ্ঠ অর্থনৈতিক গণনা)[২] বেড়ে হয়েছে ১৯.৫% (২০১৫-১৬, NSS 73rd Round)[৩]। মুদ্রা যোজনায় মহিলাদের কর্মসংস্থানের ওপর জোর দেওয়া যে কতটা প্রয়োজনীয়, এ থেকেই তা স্পষ্ট।

মুদ্রা যোজনা নতুন উদ্যোক্তাদের সামনে ব্যবসা শুরুর সুযোগ এনে দিয়েছে। এই যোজনার প্রায় ২৮% ঋণ দেওয়া হয়েছে নতুন উদ্যোক্তাদের। এই ধরনের নতুন সংস্থার হার ৩.০১% (২০১৩-১৪, ষষ্ঠ অর্থনৈতিক গণনা)[৪] থেকে বেড়ে হয়েছে ৫.৩৩% (২০১৫-১৬, NSS 73rd Round)[৫]। অবশ্য এরা সাধারণত পরিবারের সদস্যদের নিয়েই ব্যবসা চালায়, শ্রমিকদের নিয়মিত ভিত্তিতে কর্মসংস্থান এখানে হয় না। এই ধরণের সংস্থার সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় অদূর ভবিষ্যতে এদের বিকাশ ও সম্প্রসারণেও মুদ্রা যোজনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মুদ্রা : মহিলাদের ক্ষমতায়ন

মহিলাদের জন্য ৯.০৩ কোটি টাকা ঋণ

১ এপ্রিল ২০১৫ ও ৩১ মার্চ ২০১৮

শ্রীমতী হেমা রাঠোর জয়পুরের এক মহিলা উদ্যোক্তা। ৩ মাসের মধ্যে স্বামী ও সন্তানদের হারিয়ে তিনি সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাকে নিজের দুই বিধবা পুত্রবধূ এবং চার নাতি-নাতনির গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তিনি মুদ্রা যোজনা থেকে ঋণ নিয়ে স্বামীর ড্রাইভিং স্কুলটি ফের চালু করেছেন। এখন প্রতি মাসে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা উপার্জন করেন তিনি।

সহজে ঋণ

মাইক্রোসেভের এক সমীক্ষায় (সেপ্টেম্বর, ২০১৬)[৬] দেখা যাচ্ছে :

- ঋণগ্রহীতারা মুদ্রা যোজনার তিনটি বৈশিষ্ট্যে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন। সমান্তরাল জামিন বা গ্যারান্টারের প্রয়োজন না থাকা, বেশি কাগজপত্র দাখিলের ঝামেলা না থাকা এবং দ্রুত মঞ্জুরি।
- প্রথমবার যারা আবেদন করেছেন তাদের চিহ্নিত করে, মহাজনদের খপ্পর থেকে বাঁচিয়ে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ব্যাঙ্কের যেসব ঋণগ্রহীতার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, তাদের ৯৭% এই প্রথম কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পেলেন। ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের (MFI) গ্রাহকদের ক্ষেত্রে এই হার ৭৪%।
- যারা মুদ্রা যোজনায় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছেন, তারা বলেছেন, ব্যাঙ্ক তাদের দিকে এগিয়ে না এলে তারা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না।

নতুন উদ্যোগ স্থাপন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে মুদ্রা যোজনা

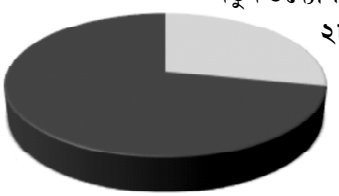

বিজয়ওয়াড়ার দক্ষ সূত্রধর এন এস কে সুভানির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। মুদ্রা যোজনা থেকে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে তিনি কাঠের আসবাবের একটি দোকান খুলেছেন। তিনি এখন আরো তিন জনকে কাজ দিয়েছেন।

আর্থিক সুবিধা ছাপিয়ে একটি ইতিবাচক ঋণ ব্যবস্থা

মুদ্রা যোজনা যে শুধু সমাজের নিচের তলার মানুষের কাছে ঋণ পৌঁছে দিয়েছে তাই নয়, এই যোজনা এই ধরনের ঋণের একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে পুরো ছবিটাই বদলে দিয়েছে। যে যে কারণে তা সম্ভবপর হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল :

- **পোর্টফোলিও ক্রেডিট গ্যারান্টি :** মুদ্রা যোজনায় ৫০% ক্ষতির সংস্থান-সহ পোর্টফোলিও ক্রেডিট গ্যারান্টি রয়েছে। প্রথমবার ক্ষতি হলে নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ঋণদাতা সেই ক্ষতি বহন করবে। ঋণদাতার রেটিং এবং তার নন-পারফর্মিং অ্যাসেট অনুযায়ী বিমার মাশুল নির্ধারিত হয়। এতে ঋণ প্রক্রিয়ার শৃঙ্খলা ও পেশাদারিত্ব এসেছে।
- **পুনরায় অর্থের জোগান :** মুদ্রা যোজনায় মুদ্রা লিমিটেড থেকে কম সুদে অর্থের জোগান মেলে। ঋণের সুদের হারের সর্বাধিক সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়। ফলে ঋণ গ্রহীতারা কম সুদে ঋণ পান। ক্রেডিট গ্যারান্টির মতোই রেটিং ভালো থাকলে তবেই ঋণদাতাদের পুনরায় অর্থের জোগানের সুবিধা দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়া হয় পেশাদার ঋণ ব্যবস্থাপনাকে।
- **মুদ্রা কার্ড :** এটা হল রুপে ডেবিট কার্ড। এ এমন এক উদ্ভাবনী ব্যবস্থা যার থেকে ক্যাশ ক্রেডিট বা ওভারড্রাফটের মাধ্যমে সংস্থার কার্যকর মূলধনের অভাব মেটানো যায়, এটিএম থেকে টাকা তোলা যায়, আবার কোনও দোকানে পয়েন্ট অব সেল মেশিনের মাধ্যমে কেনাকাটাও করা যায়। একই দিনে টাকা তুলে ফের জমা করে দিলে কোন সুদ দিতে হয় না।

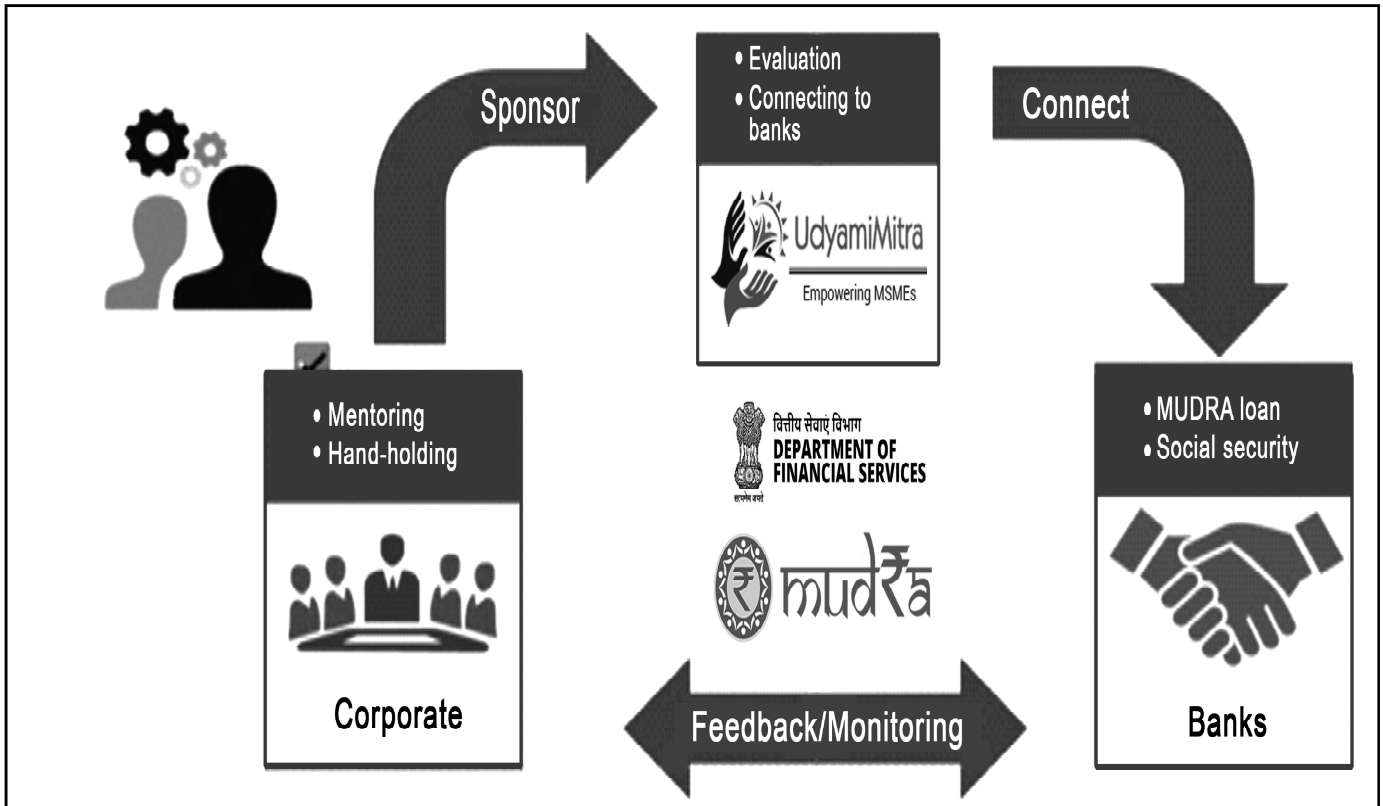

সূত্র : প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা পোর্টাল

সাফল্যের কথা

সাফল্যের পথে তরতরিয়ে এগিয়েছেন সুরেন্দ্র সিং

সুরেন্দ্র তার পরিবারের একমাত্র রোজগেরে মানুষ। বন্ধুর অটো রিকশা চালিয়ে সে দিন গুজরান করত। প্রতি মাসে অটো রিকশার ভাড়া বাবদ বন্ধুকে টাকা দেওয়ার পর তার হাতে যা থাকত, তাতে কোনওভাবে গ্রাসাচ্ছাদন হ'ত তার পরিবারের। কিন্তু দুই ছেলে-মেয়ে যখন বড়ো হতে লাগলো, অন্যান্য সাংসারিক খরচের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগলো তাদের পড়াশোনার খরচও। সুরেন্দ্র দেখলো, সারা মাসে সে যা উপার্জন করে, তার অর্ধেকই চলে যায় অটো রিকশার ভাড়া দিতে। কাজেই নিজের একটা অটো রিকশা কেনার জন্য ঋণ নিতে ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়। ধরেই নিয়েছিল, ঋণ পেতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে। আসলে তার তো দেওয়ার মতো বিশেষ কিছুই ছিল না। সম্পত্তি নয়, সোনা নয়; একজন সৎ মানুষের অঙ্গীকার ছাড়া আর কিছুই দেওয়ার মতো ছিল না তার কাছে। ব্যাঙ্কে যেতেই তাকে মুদ্রা যোজনার কথা জানানো হয়। কিশোর ঋণের জন্য আবেদন করে সুরেন্দ্র। ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকের পরই ঋণ মঞ্জুর হয়ে যায় নিজের অটো রিকশা কিনে ফেলে সেই টাকায়। আজ পরিবারের সবার প্রয়োজন মেটানোর মতো যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করছে সুরেন্দ্র। তা ছাড়াও এখন আরও একটা অটো রিকশা কেনার কথা ভাবছে। সেটা অন্য কাউকে চালাতে দিলে যেমন মাসে মাসে ভাড়া পাবে, তেমনি কয়েকজন বেকার যুবকের কাজের ব্যবস্থা হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এখন কঠোর পরিশ্রম করছে। ভবিষ্যতে ফের প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার সহায়তা পাওয়া যাবে বলে সে আশাবাদী।

মুদ্রামিত্র একটি মোবাইল অ্যাপ। এটি গুগল প্লে স্টোর ও অ্যাপল অ্যাপ স্টোরে পাওয়া যায়। এই অ্যাপে মুদ্রা যোজনা ও তার আওতায় থাকা বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক থেকে কীভাবে এই যোজনায় ঋণ পাওয়া যেতে পারে, এই অ্যাপ তার দিশানির্দেশ দেবে। ঋণের আবেদনপত্রের নমুনা ইত্যাদির মতো ঋণ সম্পর্কিত যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও এখানে মিলবে।

- **ঋণের ইতিহাস :** মুদ্রা যোজনায় দেওয়া ঋণের যাবতীয় তথ্য ক্রেডিট ব্যুরোগুলিতে রাখা থাকে। এতে উদ্যোক্তারা স্বীকৃতি পান, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে।
- **ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের (MFI) পরিসর বৃদ্ধিতে সহায়তা :** পুনরায় অর্থের জোগান ও ক্রেডিট গ্যারান্টির মাধ্যমে মুদ্রা যোজনাকে যেভাবে দক্ষতার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে,

"মুদ্রা উদ্যোক্তা"-দের সহায়ক হিসাবে JAM পরিকাঠামো

সূত্র : প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা পোর্টাল

তাতে উন্নততর MFI গড়ে তোলার উৎসাহ দেওয়া হয়।

- **ঋণ, দান নয় :** এই যোজনার সব গ্রাহকই ঋণগ্রহীতা, তারা কেউ দান নিচ্ছেন না। ঋণের ভেতরেই তা আদায়ের পন্থা অন্তর্ভুক্ত। কোনও ভরতুকি না দিয়েই সুশৃঙ্খল ঋণ দান ও গ্রহণের প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত। এতে এক ইতিবাচক ঋণ পদ্ধতির জন্ম হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে "Mudrapreneur" বা "মুদ্রা উদ্যোক্তা"-র।

মূল্য শৃঙ্খলের সঙ্গে সংযোগ

মুদ্রা যোজনা ভবিষ্যতে অংশীদারিত্বের ওপর বেশি জোর দিয়ে সমবেত ও ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে মূল্য শৃঙ্খল ও সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্য অর্থ সরবরাহে প্রয়াসী হবে। এতে "মুদ্রা উদ্যোক্তা"রা বৃহৎ ব্যবসাগুলির সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন এবং গোটা মূল্য শৃঙ্খল জুড়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ভারতের বিশাল বাজারের দরুন নতুন উদ্যোগ সৃষ্টি এবং বর্তমান উদ্যোগগুলির সম্প্রসারণের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। মুদ্রা যোজনা সেই লক্ষ্যে এক বিরাট পদক্ষেপ। অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণের যে কর্মসূচি জনধন আধার ও মোবাইলের মাধ্যমে শুরু হয়েছে তাতে মুদ্রা যোজনার আওতায় বিপুল সংখ্যক ঋণগ্রহীতাকে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ দেওয়ার এক পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। ফিনটেকের মতো নতুন ও উদ্ভাবনী সমাধান হাতে থাকায় ঋণগ্রহীতাদের সঙ্গে যোগাযোগহীনতার সমস্যা আজ আর নেই। বিভিন্ন তথ্য সংগ্রাহক বিন্দু অর্থাৎ Trade Receivables Dicounting System (TReDS), Government e-Marketplace (GeM), GST, IT Return প্রভৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক, ঋণ গ্রহণ পদ্ধতিতে আরও সহজ করে তুলেছে। আরও বেশি সংখ্যক অংশীদার এতে যোগ দিলে দেশে উদ্যোগের পরিবেশ আরও সহায়ক হবে, বাড়বে কর্মসংস্থান। অসংগঠিত ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে আনতে এবং যাদের কেউ ঋণ দেয় না তাদের অর্থের জোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে মুদ্রা যোজনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমাজের অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতেও এই যোজনার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রথম প্রজন্মের উদ্যোগপতিদের মধ্যে ব্যবসার প্রতি অনীহা কাটিয়ে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চারে এবং বর্তমান উদ্যোগপতিদের ব্যবসা সম্প্রসারণে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে মুদ্রা যোজনা কাজ করে চলেছে। ❑

- **উল্লেখপঞ্জী :**

১) Institute for Financial Management and Research. Early–stage assessment of Pradhan Mantri Mudra Yojana Research insights on design and implementation.
২) 6th Economic Census, 2013-14.
৩) NSSO 73rd Round, 2015-16.
৪) 6th Economic Census, 2013-14.
৫) NSSO 73rd Round, 2015-16.
৬) MicroSave Policy Brief # 19 titled Pradhan Mantri Mudra Yojana : Behind the Numbers.

অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ক্ষেত্র

অরুণ কুমার পান্ডা

কর্মপ্রার্থীর পরিবর্তে কর্মসংস্থানকারী দেশ হয়ে ওঠার যে স্বপ্ন ভারতের রয়েছে, তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য MSME মন্ত্রক উদ্যম বা উদ্যোগকে সহায়তা দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে যে-সব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সরকার সেগুলি সম্পর্কে অবহিত এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে বাড়িয়ে দেশে আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এই ক্ষেত্রকে পুনরুজীবিত করার প্রয়োজনও সরকার স্বীকার করে। তাই এই ক্ষেত্রের মানোন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প সরকার সারা দেশে সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করছে।

সামগ্রিকভাবে ভারতে সদর্থক আর্থ সামাজিক বিকাশে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ বা MSME উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। এরকম প্রতিটি উদ্যোগই মূল্যবান; কারণ তা শুধু স্বনিযুক্তিরই ব্যবস্থা করে না, বহু কর্মসংস্থানের সুযোগও এনে দেয়, এমনকি ক্ষুদ্রতম সংস্থাটিও Great Indian Growth বা ভারতীয় মহাবিকাশের কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই MSME -গুলি যে অর্থনীতির মেরুদন্ড বলে স্বীকৃতি পায়, তা নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ বা MSME বিষয়ক মন্ত্রক, উদ্যমী মানসিকতাকে উৎসাহিত করে এবং স্বনিযুক্তি ও কর্মসৃজনের উল্লেখযোগ্য সুযোগ তৈরি করে এই ক্ষেত্রকে আরও বিকশিত করার লক্ষ্যে বহু অভিনব পদক্ষেপ নিয়েছে। এভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক দেশের ন্যায় সংগত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

আমাদের দেশে শিল্পক্ষেত্রের কাজকর্মে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলি একটি বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতেও তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ৭ কোটিরও বেশি MSME রয়েছে এবং এগুলি দেশজুড়ে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগে ১২ কোটি কাজের সংস্থান করেছে। কৃষিক্ষেত্রের পরেই স্বনিযুক্তির ও কাজের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে এই ক্ষেত্রে। এছাড়াও, MSME-গুলির ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মুলধনের অনুপাত; অর্থাৎ মূলধন পিছু নিয়োজিত শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে থাকে।

ঐতিহাসিকভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় লোকজনের কৃষি থেকে শিল্পোৎপাদন ও পরিষেবার মতো কৃষি-বহির্ভূত কাজকর্মে চলে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। তা দেশের বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পোৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। দেশে আগামীদিনে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষম মানুষদের সংখ্যা অভূতপূর্বভাবে বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে; তাই এই শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাতে MSME ক্ষেত্রকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে [১]।

এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করতে মানবসম্পদ নির্মাণের ওপর আরও বেশি জোর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত কয়েকটি অত্যন্ত শ্রমনিবিড় বা শ্রমনির্ভর উৎপাদন শিল্পে। এইসব শিল্পের মধ্যে রয়েছে পরিবহণের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, কাঠ, চর্ম ও চর্মজাত পণ্য, কাগজ, ঘৃতিবস্ত্র ও বয়ন শিল্প, হস্তশিল্প প্রভৃতি।

[লেখক সচিব, MSME মন্ত্রক, ভারত সরকার। ই-মেল : secretary-msme@nic.in]

করণীয় কার্যাবলী

MSME ক্ষেত্র অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের ওপর এই ক্ষেত্র বহুগুণ প্রভাব ফেলতে পারে। শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্র কাঁচামাল ও পরিষেবা পায় অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে। বিনিময়ে এই ক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে উৎপাদিত পণ্য জোগান দেয়। এইভাবে কাঁচামাল থেকে শুরু করে অন্তর্বর্তী বা আংশিকভাবে উৎপাদিত পণ্য, প্রতিটির চাহিদাকে বাড়িয়ে তোলে শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্র। জাতীয় শিল্পোৎপাদন নীতি বা National Manufacturing Policy (NMP)-তে ধরা হয়েছে শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে ২০২২ সাল নাগাদ ১০ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান করতে গেলে কয়েকটি পরিবর্তনসাধন আবশ্যক। কর্মসংস্থান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কয়েকটি পরামর্শ বা প্রস্তাব হল : (১) শ্রমনিবিড় শিল্পগুলির বিকাশকে উৎসাহ দেওয়া; (২) উদ্ভাবনী গবেষণাগার স্থাপন করে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণের উৎকর্ষ বাড়ানো; (৩) সর্বোত্তম পদ্ধতি গ্রহণ করে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা; (৪) সময়মতো ঋণের জোগান সুনিশ্চিত করা; (৫) বাজারে পৌছানোর বিষয়টিকে সুবিধাজনক করে তোলা।

সরকারি উদ্যোগ

বেড়ে ওঠার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রের সামনে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ এই ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা ও বৃদ্ধিকে এবং কর্মসংস্থান বা স্বনিযুক্তিকে ব্যাহত করে যেমন, উৎপাদন ব্যয়ে পুঁজি নির্ভরতা বাড়তে থাকা, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, দক্ষ শ্রমশক্তির চাহিদা প্রভৃতি এমন কয়েকটি বিষয় যা সমগ্র পারিপার্শ্বিক অবস্থার (Ecosystem) ওপর প্রভাব ফেলে।

সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি

কর্মপ্রার্থীর পরিবর্তে কর্মসংস্থানকারী দেশ হয়ে ওঠার যে স্বপ্ন ভারতের রয়েছে, তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য MSME মন্ত্রক উদ্যম বা উদ্যোগকে সহায়তা দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে যে-সব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সরকার সেগুলি সম্পর্কে অবহিত এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বাড়িয়ে দেশে আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এই ক্ষেত্রকে পুনরুজীবিত করার প্রয়োজনও সরকার স্বীকার করে। তাই এই ক্ষেত্রের মানোন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প সরকার সারা দেশে সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করছে। এই সব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কর্মসূচি (PMEGP) ও MUDRA-র মতো ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প এবং অন্যান্য প্রকল্পের মধ্যে পারম্পরিক শিল্পের পুনরুজীবন তহবিল প্রকল্প বা Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI) গুচ্ছ বিকাশ কর্মসূচি, বা-Cluster Development Programme ইত্যাদি।

এছাড়াও খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন KVIC-র পরিচালনাধীন খাদি ও গ্রামীণ শিল্পগুলি এবং কয়ার বোর্ডের পরিচালনাধীন ছোবড়া শিল্পগুলি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বড়ো অবদান রাখে।

বাজারের সুবিধা বাড়ানো

অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির (MSE) জন্য তাদের পণ্যসমূহ বাজারজাত করার সুবিধা বাড়াতে এবং সমাজের প্রান্তিক অংশগুলির অবস্থা উন্নত করতে ভারত সরকারের সরকারি সংগ্রহ নীতি Public Procurement Policy (PPP)-তে MSE-গুলিকে অপেক্ষাকৃত বেশি সুবিধা দিয়ে শিল্পস্থাপনে উদ্যমগ্রহণকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এই নীতি অনুসারে, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ (CPSE), কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলি এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগকে তাদের মোট সংগ্রহের ২০ শতাংশ অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি থেকে কিনতে হবে। এর মধ্যে চার শতাংশ কিনতে হবে তপশিলি জাতি / তপশিলি উপজাতি (SC/ST) সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মালিকানাধীন MSE-গুলি থেকে। মন্ত্রকের MSME সম্পর্কিত পোর্টাল সরকারি পণ্য ও পরিষেবা ক্রয় প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণে MSE-গুলিকে সাহায্য করছে এবং এইভাবে কর্মসংস্থান বাড়াচ্ছে। SC/ST সম্প্রদায়ভুক্ত উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে PPP-র শর্ত বা সংস্থানকে দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ ও রূপায়িত করতে ২০১৬-র অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় তপশিলি জাতি / তপশিলি উপজাতি হাব বা National Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Hub (NSSH)-এর সূচনা করেন। তপশিলি জাতি ও তপশিলি

উপজাতিভুক্ত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে শিল্পস্থাপনের উদ্যমকে উৎসাহিত করতে এই হাব স্পষ্টতই গুরুত্ব দিচ্ছে।

MSME মন্ত্রক বৃত্তিমুখী ও শিল্প বা ব্যবসা স্থাপনের উদ্যমকে বিকশিত করার লক্ষ্যে বহু কর্মসূচি চালায়। MSE স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পসংক্রান্ত কাজকর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করে যুবক-যুবতীদের প্রতিভাকে লালনের উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে এইসব কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উদ্যোগ সংক্রান্ত দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি বা Entrepreneurial Skill Development Programme (ESDP)-র লক্ষ্য সম্ভাব্য উদ্যোগী ব্যক্তিদের দক্ষতাকে উন্নত করা; ব্যবস্থাপনা বিকাশ কর্মসূচি Management Development Programme -এর উদ্দেশ্য, সম্ভাব্য উদ্যোগী ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে আরও উন্নত করতে ব্যবস্থাপনার রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রভৃতি। MSME মন্ত্রকের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প নিগম বা National Small Industries Corporation (NSIC) MSME-গুলির ঋণ পাওয়ার বিষয়টিকে সুবিধাজনক করা, অত্যন্ত সুবিধাজনক দামে কাঁচামাল সরবরাহ করা এবং তাদের প্রশিক্ষণ ও শুরুতে বেড়ে ওঠায় সাহায্য করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এইভাবে শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে NSIC কর্মসংস্থানে সাহায্য করছে।

সময়মতো ঋণ পাওয়া

সময়মতো ঋণ পাওয়া উদ্যোক্তাদের কাছে বরাবর একটি চ্যালেঞ্জ। এই জরুরি প্রয়োজনের বিষয়টি মনে রেখে সরকার MSME-র পারিপার্শ্বিক অবস্থার পক্ষে সহায়ক কয়েকটি অগ্রগামী পদক্ষেপ নিয়েছে। MSME মন্ত্রকের নিজের কথা বলতে গেলে, PMEGP-র আওতায় বাজেট বরাদ্দ প্রায় ৮০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। ২০১৭-১৮-এ ৪৮,৩৯৮-টি অতিক্ষুদ্র ইউনিটকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং এতে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ কাজের সুযোগ পেয়েছেন। প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে ২০১৮-১৯ সালে ৭০,০০০-এর মতো অতিক্ষুদ্র ইউনিট স্থাপন করা হবে বলে ধরা হয়েছে। MDI গুরুগ্রাম-এর এক সাম্প্রতিক স্বতন্ত্র সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিতে, প্রতিটি ইউনিট মাথা পিছু মাত্র ৯৬,০০০ টাকা লগ্নিতে গড়ে ৭.৬২ ব্যক্তির কর্মসংস্থান করে থাকে।

বর্তমান সরকারের অন্যতম ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি MUDRA সামগ্রিকভাবে অতিক্ষুদ্র সংস্থাগুলিকে সাহায্য করতে, এই ক্ষেত্রের জন্য যে পরিমাণ ঋণের ব্যবস্থা করছে তা অভূতপূর্ব। কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত এই কর্মসূচিতে তিন লক্ষ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হবে এবং প্রায় পাঁচ কোটি অ্যাকাউন্টে অর্থ জোগানো হবে বলে ধরা হয়েছে। সরকারের এই উদ্যোগ MSME পরিমণ্ডলে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এসেছে এবং কর্মসংস্থান ও শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের বিকাশে দারুণ অবদান রেখেছে।

MSME ক্ষেত্রে সরকারের আর একটি বড়ো উদ্যোগ ঋণ নিশ্চিতকরণ তহবিল বা Credit Guarantee Fund (CGTMSE)-এর পরিমাণ ২৫০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮০০০ কোটি টাকার বেশি করা। ২০১৮-১৯-এ অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ ক্ষেত্র যাতে অভূতপূর্ব পরিমাণে ঋণ পায়ে, সেই বিষয়টিকে সুবিধাজনক করার কথা ভাবা হয়েছে এই প্রকল্পে। গত কয়েক বছরে ঋণ নিশ্চিত- করণের পরিমাণ এক্ষেত্রে ছিল, ১৯,০০০ কোটি টাকা থেকে ২০,০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত, ২০১৮-১৯-এ এই পরিমাণ ৪০,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

Mission Solar Charkha নামে একটি নতুন প্রকল্প MSME মন্ত্রক চালু করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য প্রথম পর্যায় ৫০-টি গুচ্ছ বা Cluster স্থাপন করা; যাতে গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৯৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, বিশেষত মহিলাদের।

উল্লিখিত উদ্যোগ ও প্রকল্প, নতুন নতুন সংস্থা স্থাপনে ইচ্ছুক উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত ও সক্ষম করে তোলে। এই সব প্রকল্পের সামাজিক পরিসর বেশ বড়ো কারণ, প্রধানত এগুলির লক্ষ্য মহিলা এবং সমাজের প্রান্তিক অংশ, যেমন তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে সুবিধা দেওয়া।

গুরুত্ব

সরকার, বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রক, বিশেষ করে MSME মন্ত্রকের মাধ্যমে গুরুত্ব দেওয়ায় গত ৪ বছরে MSME ক্ষেত্র ব্যাপক অগ্রগতি করেছে। সরকারি কোষাগারের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ২০১০-১৪-র তুলনায় ২০১৪-১৮ সময়ে বাজেট বরাদ্দ

সাফ্যলের চিত্র

কল্পনা বেন ত্রিবেদী ও তার স্বামী অভিষেক ত্রিবেদী ৯ লক্ষ টাকার মুদ্রা ঋণ পেয়ে নিজেদের ছবি তোলার ব্যবসা প্রসারিত করতে গড়েছেন নতুন স্টুডিও তথা ভিডিও ল্যাব।

সূত্র : মুদ্রা পোর্টাল (www.mudra.org.in).

বেড়েছে ৪১ শতাংশ[২]। একই সময়ে এক কোটি ৪১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পগুলি পুরোভাগে রয়েছে। CGT MSE-তে ৫১.১১ লক্ষ ৫১ লক্ষ ১১ হাজার PMEG-তে ১৪ লক্ষ ৭৮ হাজার এবং SFURTI-তে ০.৬ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে কর্মসৃজনের সময় সামাজিক অন্তর্ভুক্তির উপর আরও বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। PMEGP-তে উপকৃত ব্যক্তিদের ৩০ শতাংশ, অর্থাৎ ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার জন মহিলা। গত বছরে এই কর্মসূচিতে যারা কাজ পেয়েছেন, তাদের মধ্যে ১.৭৪ লক্ষ জন তপশিলি জাতি (SC) এবং ১ লক্ষ ৩১ হাজার তপশিলি উপজাতি (ST) সম্প্রদায়ভুক্ত।

সারাদেশে MSME মন্ত্রকের Tool Room রয়েছে এবং ১৫-টি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কেন্দ্র বা Technology Centre স্থাপন করা হচ্ছে। এর ফলে আরও বেশি সংখ্যক উদ্যোক্তা ও কর্মপ্রার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে। বর্তমানে ১.৫ লক্ষ কর্মপ্রার্থী এই ১৮-টি Tool Room-এ প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন নিজেদের উদ্যোগও স্থাপন করেছে। তবে তাদের একটা বড়ো অংশই কাজে নিযুক্ত। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি "MSME Sampark" পোর্টালের উদ্বোধন করেছেন। এই ডিজিটাল পোর্টালে নিয়োগকারীরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের ভাণ্ডার থেকে আরও বেশি প্রতিভার সন্ধান পেয়ে তাদের কাজে লাগাতে পারবেন।

উপসংহার

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা NSSO-এর সর্বশেষ সমীক্ষা অনুসারে দেশে প্রায় ৬ কোটি ৩৪ লক্ষ MSME বা অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ রয়েছে। তারা ক্রমশ অসংগঠিত থেকে সংগঠিত অর্থব্যবস্থায় চলে যাচ্ছে, নথিভুক্ত হচ্ছে GST ব্যবস্থায়। GSTN-এ নিবন্ধভুক্ত সংস্থাগুলির বিরাট অংশই MSME বা অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ। নিজেদের বেড়ে ওঠার জন্য এগুলি সবরকম সহায়তা পাওয়ার যোগ্য। এরকম উদ্যোগগুলির সুবাদে ভারত অর্থনীতির এক নতুন স্রোতে প্রবেশ করেছে, বিকাশ ও কর্মসংস্থানের নতুন চালিকাশক্তি হিসাবে MSME-র সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। নতুন নতুন সুযোগ কাজে লাগানো এবং কৃষিবর্হির্ভূত ক্ষেত্রে অর্থবহ কর্মসংস্থানের সুযোগ-সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ যোগাচ্ছে। এটা শুধু উচ্চাভিলাষী MSME-গুলির জন্য নতুন পথই খুলে দেবে না, ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি ও এদেশের ন্যায়সংগত বিকাশে অবদান রাখবে। ❑

- **সমাপ্তিসূচক টীকা :**

১) কর্মসংস্থান পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রম ব্যুরোর ত্রৈমাসিক রিপোর্ট অনুসারে, ২০১৭-১৮-র দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে আনুমানিক আরও ৮৯,০০০ কর্মসংস্থান হয়েছে।

২) http ://pib.nic.in/newsite/Printrelease.aspx?relid=176114

কর্মসংস্থান : ভারতীয় দৃশ্যপট

গোপালকৃষ্ণ আগরওয়াল

ভারতের পরিস্থিতি বেশ জটিল এবং বিভ্রান্তিকর। এখানে কর্মীর প্রাচুর্য, কিন্তু তাদের বেশিরভাগই কম উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্ত। কর্মীদের দক্ষতার অভাবের কথা তুলে প্রায়ই অভিযোগ আসে শিল্পমহল থেকে । কর্মী এবং শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে গত কয়েক বছর ধরেই ভাবনাচিন্তা চলছে। বর্তমান সরকার এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের কাজটিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। দক্ষতা বিকাশ ও উদ্যোগ মন্ত্রক ২০১৫ সালে চালু করেছে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (PMKVY)। এর আওতায় সারাদেশে ৫০ লক্ষ প্রার্থীকে এপর্যন্ত (PMKVY এর আওতায় ১৯ লক্ষ + PMKVY 2016-2020-র আওতায় ২৭.৫ লক্ষ) প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়েছে।

বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী, ২০১৬ সালে ভারতে কর্মক্ষম ও উপার্জনক্ষম (১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সি) মানুষের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৫১ দশমিক ৫২ শতাংশ। এই বিপুল কর্মশক্তিকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের দেশ এই জনবিন্যাসগত সুবিধার সুফল পেতে পারে। আবার দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রধান শর্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি। এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে বর্তমান সরকার তার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে কর্মসংস্থানের প্রসারে বিশেষ জোর দিচ্ছে।

ভারতে, কর্মসংস্থান এবং চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজটি খুব একটা ভালোভাবে এগোয়নি। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা (NSSO) শ্রমশক্তির বিভিন্ন সূচকের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে থাকে। এই সমীক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র। কিন্তু NSSO-র সমীক্ষা হয় প্রতি ৫ বছরে একবার। সেজন্যই, শ্রমশক্তি এবং কর্মসংস্থান বিষয়ক নীতি প্রণয়নে এই তথ্যসূত্র খুব একটা কার্যকর ভিত্তি হয়ে ওঠেনি। মাঝের সময়পর্বে দেশে কাজকর্মের বাজারের হালহকিকৎ নিয়ে অন্য নানা সূত্র থেকে হদিশ মেলে ঠিকই, কিন্তু সেখানে কোনও সর্বাত্মক চিত্র পাওয়া যায় না।

শ্রমের বাজার : কাঠামোগত অনমনীয়তা

সরকারের কাজকর্মের মূল্যায়নে দেশে বেকারির সমস্যার মোকাবিলার প্রসঙ্গটি অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, শ্রমবাহিনীতে শামিল মানুষের অনুপাত ২০০৪-০৫-এর ৪৩ শতাংশ থেকে নেমে ২০১১-১২-তে দাঁড়িয়েছিল ৩৯ দশমিক ৫ শতাংশ। কাজের দুনিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ২৯ শতাংশ থেকে নেমে হয়েছিল ২১ দশমিক ৯ শতাংশ। ভারতে বেকারির সমস্যা প্রকট হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। সমস্যাটির উদ্ভব শ্রম বাজারের কাঠামোগত অনমনীয়তা থেকে। মূলধনের অভাব এবং দক্ষতার খামতিও এজন্য দায়ি। এই বিষয়গুলির মোকাবিলায় উদ্যোগী বর্তমান সরকার।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

ভারতের শ্রম আইনগুলি জটিল এবং নিবারণমূলক। এক্ষেত্রে কাজের নিরাপত্তার দিকটিতেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আইনি জটিলতার অর্থই হল প্রয়োজনীয় শর্তগুলি মেটাতে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির ওপর বিপুল বোঝা ও চাপ। এজন্যই ভারতে শ্রমশক্তির প্রাচুর্য এবং মূলধনের অভাব সত্ত্বেও কাজের দুনিয়ায় শ্রম-মূলধন অনুপাত কম। এদেশে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত স্থিতিস্থাপকতাও (employment elasticity) কম রয়ে গেছে শ্রম বাজারের অনমনীয়তার করণেই। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন বা ILO-র একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত স্থিতিস্থাপকতা হল শূন্য দশমিক ১৫ শতাংশ। কাজেই, সনির্বন্ধ প্রয়াস ছাড়া, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির

[লেখক ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রকের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংক্রান্ত অর্থসংস্থান বিষয়ক কর্মীগোষ্ঠীর সদস্য। ই-মেল : gopalagarwal@ hotmail.com]

সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তুল্যমূল্য প্রসার ঘটেনি। শ্রমের জোগানে ধারাবাহিক প্রাচুর্যের জন্য মজুরিও কম হয়। এর ফলে আবার কাজের গুণগত মানও নিম্নমুখী হয়ে পড়ে। কৃষিক্ষেত্রে ছদ্ম কর্মসংস্থানও (disguised employment) এক জটিল সমস্যা। তা দূর করতে গ্রামীণ এলাকায় বিকল্প কাজের সুযোগ বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা মোতাবেক কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে ওই বিষয়টিতেও গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

শ্রমবাজারের অনমনীয়তা দূর করার উদ্যোগ

এক্ষেত্রে সরকার বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বয়নশিল্পের মতো শ্রম-নিবিড় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক চুক্তিতে নিয়োগ (Fixed Term Contract) ব্যবস্থা চালু করা। এই প্রণালীর আওতায় আগে স্থির করে নেওয়া নির্দিষ্ট একটি সময়সীমার জন্য কর্মী নিয়োগ করা যায়। স্থায়ী কর্মীদের প্রাপ্য সব সুযোগসুবিধাই এই সময়সীমার মধ্যে যথানুপাত ভিত্তিতে (Proportionate) পাওয়ার অধিকার থাকে চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মীর। যেসব শিল্পে উৎপাদন মরশুম নির্ভর, সেখানে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ ব্যবস্থা কর্মসংস্থানে গতি এনেছে। নতুন নিয়োগে উৎসাহ দিতে ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রী রোজগার প্রোৎসাহন যোজনার আওতায়, বিভিন্ন শিল্পে নিয়োগকর্তার প্রদেয় EPF কিংবা EPS এর টাকাও মিটিয়ে দিচ্ছে ২০১৮ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে।

ভারতে ব্যবসায়িক উদ্যোগের সংস্কৃতি বিদ্যমান। তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটে না মূলধনের জোগানের অভাবে। NSSO-র-২০১৩ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী, উৎপাদন, বাণিজ্য কিংবা পরিষেবা ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে পাঁচ কোটি সাতাত্তর লক্ষ ক্ষুদ্র সংস্থা। এগুলির বেশিরভাগই ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক। কিন্তু এই ক্ষুদ্রসংস্থাগুলির মাত্র চার শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নিতে পেরেছে। জামিনমুক্ত ঋণ দিতে সরকার চালু করেছে মুদ্রা প্রকল্প (MUDRA -Micro Units Development Refinance Agency)। এর আওতায় কৃষি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫০ হাজার থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। ২০১৮-র ২৯ জুন পর্যন্ত প্রকল্পটির আওতায় ১৩ কোটিরও বেশি উদ্যোগপতি মোট ৫, ৯৫,০৫৬ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ পেয়েছেন।

বাণিজ্যক্রিয়ার সহজসাধ্যতা (Ease of Doing Business) নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান

বাণিজ্যক্রিয়ার সহজসাধ্যতা (Ease of Doing Business - EODB)-র মন্ত্রকে সামনে রেখে শিল্পসংস্থাগুলির ওপর বোঝা বা চাপ কমাতে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে শ্রম মন্ত্রক। ২০১৭-১৮-র অর্থনৈতিক সমীক্ষায় এই প্রসঙ্গে শ্রম সুবিধা পোর্টাল, Universal Account Number, কিংবা National Career Service Portal এর মতো প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। আইনি সংস্থানগুলি পূরণ করার ক্ষেত্রে শিল্পসংস্থাগুলির কাছেও অত্যন্ত সহায়ক এইসব ব্যবস্থা। আইনি শর্তপূরণে সহজসাধ্যতার নীতি অনুযায়ী ৯-টি কেন্দ্রীয় আইনের আওতায় সমস্ত সংস্থার অবশ্যরক্ষণীয় খাতার (Register) সংখ্যা ৫৬ থেকে নামিয়ে মাত্র ৫ করে দিয়েছে সরকার। প্রাসঙ্গিক তথ্য ক্ষেত্রের সংখ্যাও ৯৩৩ থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ১৪৪।

অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (MSME)-এ জোর

EODB-র ফলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত MSME ক্ষেত্র। ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (GDP) এই ক্ষেত্রের অবদান চল্লিশ শতাংশ। প্রতি একক মূলধন বিনিয়োগের নিরিখে এখানে কর্মী নিযুক্তির সংখ্যাও বেশি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গৃহীত প্রথম পদক্ষেপগুলির একটি হল MSME ক্ষেত্রের প্রসারে দিশানির্দেশের দায়িত্ব দিয়ে কর্মীগোষ্ঠী গঠন। ওই কর্মীগোষ্ঠীর বেশ কয়েকটি সুপারিশ ইতোমধ্যেই কার্যকর। যেমন, নিবন্ধীকরণ প্রক্রিয়ার সরলীকরণ কিংবা বিল ডিসকাউন্টের জন্য Exchange Trended Platform তৈরি করা। দেরিতে টাকা পাওয়ার সমস্যা মেটাতে কাজ করে চলেছে 'MSME সমাধান'। এখানে বিলম্বিত অর্থপ্রদান আইন বা Delayed Payment Act-এর আওতায় অনলাইন অভিযোগ জানানো যায়। সরকারের বৈদ্যুতিন বাজার

পোর্টাল Government e-Market place (GeM) এবং জন ক্রয় ওয়েবসাইট (Public Procurement Website)-এর মাধ্যমে বিপণনের ক্ষেত্রেও সুবিধা পাচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থাগুলি। ঋণের ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য রয়েছে প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান প্রসার কর্মসূচি (Prime Minister's Employment Generation Programme - PMEGP), অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র সংস্থাগুলির ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল (Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises - CGTMSE), ASPIRE তহবিল, ভারতের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (Small Industrial Development Bank of India - SIDBI)। সরকারের এইসব সহযোগিতামূলক পদক্ষেপের জন্য MSME ক্ষেত্র এগিয়ে চলেছে জোরকদমে। কর্মসংস্থানের সুযোগের প্রসারও হচ্ছে অনেকটাই। পরিষেবা ক্ষেত্রে এদেশে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এর সঙ্গে জড়িত বহু মানুষ। এক্ষেত্রে আরও গতি আনতে অটল উদ্ভাবন মিশন (Atal Innovation Mission) কাজ করে চলেছে Start up portal-এর মাধ্যমে।

কর্মীদের দক্ষতার বিকাশ

ভারতের পরিস্থিতি বেশ জটিল এবং বিভ্রান্তিকর। এখানে কর্মীর প্রাচুর্য, কিন্তু তাদের বেশিরভাগই কম উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্ত। কর্মীদের দক্ষতার অভাবের কথা তুলে প্রায়ই অভিযোগ আসে শিল্পমহল থেকে । কর্মী এবং শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে গত কয়েক বছর ধরেই ভাবনাচিন্তা চলছে। বর্তমান সরকার এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের কাজটিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। দক্ষতা বিকাশ ও উদ্যোগ মন্ত্রক ২০১৫ সালে চালু করেছে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (PMKVY)। এর আওতায় সারাদেশে ৫০ লক্ষ প্রার্থীকে এপর্যন্ত (PMKVY এর আওতায় ১৯ লক্ষ + PMKVY 2016-2020-র আওতায় ২৭.৫ লক্ষ) প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়েছে। PMKVY-এর লক্ষ্য ২০২০-র মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তের সংখ্যা ১ কোটিতে নিয়ে যাওয়া।

'মুদ্রা' সম্পর্কে তথ্য

মুদ্রা নিজে কোনও ব্যাঙ্ক নয়। এর আওতায় যেসব ব্যাঙ্ক বা ঋণপ্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে ঋণ পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে রয়েছে,

- রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক
- বেসরকারি ব্যাঙ্ক
- রাজ্য পরিচালিত সমবায় ব্যাঙ্ক
- আঞ্চলিক ক্ষেত্রের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
- অতিক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা
- ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য আর্থিক সংস্থা

ভারতে বেকারি নিয়ে বেশিরভাগ আলোচনাই হয়ে থাকে সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ কিংবা গালগল্পের ওপর ভিত্তি করে। বাস্তব তথ্য সংগ্রহের কাজটি সর্বাত্মকভাবে হয়ে ওঠেনি। এই ঘাটতি মেটাতে সরকার কম সময়ের ব্যবধানে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রথম মাসিক ভিত্তিতে সংগঠিত ক্ষেত্রে বেতনভোগীদের তালিকার তথ্য প্রকাশ করার কাজ হাতে নিয়েছে কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন বা EPFO, কর্মচারী বিমা নিগম বা ESIC এবং অবসরভাতা তহবিল নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বা PFRDA।

চাকরির সংখ্যা এবং গুণগত মান

চাকরির সংখ্যা নিয়ে যতটা আলোচনা হয়, তেমনটা হয় না তার গুণমান নিয়ে। কিন্তু এই বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের কর্মীগোষ্ঠীর ৯৩ শতাংশই অসংগঠিত বা মৌখিক ভিত্তিতে নিযুক্ত। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ রয়েছেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে। বাকি ১৩ শতাংশ সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করলেও তাদের নিযুক্তির ভিত্তি খুব পাকা নয়। অর্থাৎ এদের সামাজিক সুরক্ষার কোনও বন্দোবস্ত নেই। তাই, এই সব কাজকে গুণগত উৎকর্ষের প্রশ্নে নিম্নমানের বলা চলে । বিমুদ্রায়ন, পণ্য ও পরিষেবা কর চালু হওয়া, নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার বোঝা হ্রাস, ভবিষ্যনিধি কিংবা কর্মচারীর বিমা-র ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার মতো বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে অসংগঠিত ক্ষেত্রকে

সংগঠিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এর ফলে এই কাজের গুণগত মানও বাড়বে। চাকরির অভাব নিয়ে ঢক্কানিনাদ কিন্তু কর্মসংস্থানের বিষয়ে প্রভাব ফেলতে সক্ষম বিষয়গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির খাপ খায় না। এই উক্তির সপক্ষে উদাহরণও টানা যেতে পারে। সরকার পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিপুল ব্যয় করে চলেছে। এই ক্ষেত্রে প্রতি একক অর্থ বিনিয়োগে কর্মসংস্থান হয়ে থাকে সবচেয়ে বেশি। সরকারের হিসেব মতো বাজেট বরাদ্দ এবং বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত খাতে পরিকাঠামো বাবদ বিনিয়োগ ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে হতে চলেছে ৫ লক্ষ ৯৭ হাজার কোটি টাকা। ২০১৭-১৮-র হিসবে মতো এই পরিমাণ হল ১২ লক্ষ ৯৪ হাজার কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে স্বচ্ছ ভারত অভিযান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা কিংবা জাতীয় সড়ক নির্মাণের মতো সরকারি প্রকল্পগুলির আওতায় কাজের সুযোগ সৃষ্টির আলোচনাটি কর্মদিবস তৈরির দিক থেকে বিচার করা হয়েছে। আগে কখনও এটা হয়নি। বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিভিন্ন মন্ত্রকের মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৪ লক্ষ ৩৪ হাজার কোটি টাকা (এর মধ্যে বাজেটে বরাদ্দের অতিরিক্ত এবং বাজেট বহির্ভূত খাতে ১১ লক্ষ ৯৮ হাজার কোটি টাকা রয়েছে)। সরকারের এই বিপুল ব্যয়ে তৈরি হবে ৩২১ কোটি কর্ম দিবস (Person day)।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ যে যৌথভাবে দেশের কর্মসংস্থান বিষয়ক চালচিত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে চলেছে তা সহজেই অনুমেয়। ❑

পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির সহায়ক

যুধবীর সিং মালিক

গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারাল বা সোনালি চতুর্ভুজ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন কর্মসূচি NHDP-র সূচনা হয়েছিল। এর পর ২০০০, সালে শুরু হয় উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম করিডর প্রকল্প। এইসব প্রকল্প নিয়ে তৈরি NHDP গত প্রায় দেড় দশক ধরে সড়ক ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্যের মূলভিত্তি। ১৯৯৮ থেকে ২০১৭ সাল এই সময়ে আটটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে NHDP অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০১৭-এ সরকার ভারতমালা পরিযোজনা নামে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপকভিত্তিক সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি, CCEA, ২০১৭-র ২৪ অক্টোবর তাদের বৈঠকে ভারতমালা পরিযোজনার প্রথম পর্যায় অনুমোদন করে।

ভারতে জাতীয় মহাসড়কগুলির মোট দৈর্ঘ্য ১,২৬,০০০ কিলোমিটার। এগুলিকে ভারতীয় অর্থনীতির জীবনরেখা বলা হয়ে থাকে। মহাসড়কগুলির দৈর্ঘ্য; দেশে যত সড়ক রয়েছে সেগুলির মোট দৈর্ঘ্যের ২ শতাংশ। কিন্তু দেশে যাত্রী পরিবহণের ৭০ শতাংশ এবং পণ্য পরিবহণের ৬০ শতাংশ হয়ে থাকে এই জাতীয় মহাসড়কগুলি দিয়েই।

১৯৯৮ সালে গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারাল বা সোনালি চতুর্ভুজ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন কর্মসূচি NHDP-র সূচনা হয়েছিল। এর পর ২০০০, সালে শুরু হয় উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম করিডর প্রকল্প। এইসব প্রকল্প নিয়ে তৈরি NHDP গত প্রায় দেড় দশক ধরে সড়ক ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্যের মূলভিত্তি। ১৯৯৮ থেকে ২০১৭ সাল এই সময়ে আটটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে NHDP অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০১৭-এ সরকার ভারতমালা পরিযোজনা নামে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপকভিত্তিক সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি, CCEA, ২০১৭-র ২৪ অক্টোবর তাদের বৈঠকে ভারতমালা পরিযোজনার প্রথম পর্যায় অনুমোদন করে। গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত ঘাটতিগুলি দূর করে দেশে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণক্ষেত্রে দক্ষতাকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগানোর ওপর এতে জোর দেওয়া হয়। ২০২১-২২ পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে নতুন মহাসড়কের ২৪,৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ খণ্ডাংশকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও একই সময়ে NHDP-র আওতায় আরও ১০,০০০ কিলোমিটার পরিপূরক সড়ক নির্মাণকার্যের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, ফলে বর্তমান সড়ক ব্যবস্থার সঙ্গে আরও ৩৪,৮০০ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক যুক্ত হতে চলেছে। ৩৪,৮০০ কিলোমিটার, জাতীয় মহাসড়ক (ভারতমালা গ্রাম পর্যায়ে ২৪,৮০০ কিলোমিটার ও পরিপূরক NHDP-র ১০,০০০ কিলোমিটার) নির্মাণ বাবদ লগ্নি ধরা হয়েছে ৫৩৫,০০০ কোটি টাকা। এছাড়াও চলতি প্রকল্পগুলি (যেমন NH-O, SARDP-NE,EAP ও LWE)-র আওতায় ৪৮,৮৭৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করার প্রস্তাব রয়েছে। খরচ ধরা হয়েছে ১,৫৭,৩২৪ কোটি টাকা। পাঁচ বছর সময় ধরে, ভারতমালা ও অন্যান্য চালু প্রকল্প বাবদ আনুমানিক ব্যয় হিসাবে ৬,৯২,৩২৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রকের উল্লেখিত সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচি এই ক্ষেত্রে বিনেয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াবে এবং সড়ক নির্মাণকে কেন্দ্র করে পর্যায়ক্রমিক কর্মকান্ডে (Value chain বা মূল্য শৃঙ্খলে) বড়ো আকারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে, এমন আশা করা যায়। আশা করা যায় এই ক্ষেত্রে বিনিযোগ বৃদ্ধি, রাস্তার

[লেখক : সচিব, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার। ই-মেল : secy_road@nic.in]

নকশা তৈরি ও কাজের তদারকিতে দক্ষ শ্রমশক্তির নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ দারুণভাবে বাড়াবে। যে সব ধরনের দক্ষ কর্মীরা নিযুক্ত হচ্ছেন, তাদের মধ্যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে ডিজাইন কনসালট্যান্ট এবং কাজের উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষাগারে যুক্ত কর্মীরা রয়েছেন। থাকছেন নির্মাণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকেরাও; যেমন মেকানিক বা যন্ত্রচালক, নির্মাণকর্মী, ল্যাব টেকনিশিয়ান, সার্ভেয়ার। অর্ধদক্ষ নির্মাণ কর্মীরাও কাজ পাচ্ছেন প্রকল্পের আরও নিখুঁত নকশার জন্য বিশদ প্রকল্প রির্পোট (DPR) তৈরিতে LiDAR (Light Detection and Range)-এর মতো প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর জোর দেওয়ার ফলে দূর-অনুভব প্রয়োগবিদ্যায় (remote sensing applications) প্রশিক্ষিত কর্মীদের চাহিদাও বেড়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট সময়ে মহাসড়ক নির্মাণে প্রায় ১৪.২ কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সহায়ক শিল্পসমূহ, যেমন সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুবাদে পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে সড়ক নির্মাণ। একই সঙ্গে, জাতীয় মহাসড়কগুলি শহরের বাজারগুলিতে আরও সহজে পৌঁছানোর যে সুবিধা এবং বর্ধিত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে কর্মসংস্থানের যে উন্নততর সুযোগ এনে দেবে তাতে স্থানীয় এলাকার অর্থনীতিও শক্তিশালী হবে বলে আশা করা যায়। সড়ক

ও পরিবহণ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পগুলিও মন্ত্রক রূপায়ণ করছে। দক্ষতা ও উদ্যোগ বিকাশ মন্ত্রক (Ministry of Skill & Entreprenurship)-এর দক্ষতা সংক্রান্ত যোগ্যতাবিধান বিষয়ক জাতীয় কার্যক্রম (framework) অনুসারে Recognition of Prior Learning (RPL) বা প্রাক্‌শিক্ষণের স্বীকৃতি এমনই একটি উদ্যোগ।

RPL, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (PMKVY)-র একটি অঙ্গ এবং দক্ষতা ও উদ্যোগ বিকাশ মন্ত্রক ২০২০ সাল নাগাদ এক কোটি যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পটি রূপায়ণ করছে মন্ত্রক। নির্মাণস্থলে নিবন্ধভুক্ত প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে শ্রমিকদের ছ'টি বিভিন্ন কাজ বা পেশায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এই ছ'টি কাজ বা পেশা হচ্ছে স্ক্যাফোল্ডিং, শাটারিং, রাজমিস্ত্রির কাজ, বারবেন্ডিং, পেন্টিং বা রং করা এবং প্লাম্বিং। এর মধ্যে প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয়, যন্ত্রপাতি, মূল্যায়ন বাবদ ফি এবং নির্মাণস্থলে প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে আসা ও নিয়ে যাওয়ার খরচ ধরা রয়েছে। সফল প্রার্থীদের এবিষয়ে স্বীকৃত সংস্থা, বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত জাতীয় পরিষদ বা National Council of Vocational Training (NCVT)-র পক্ষ থেকে শংসাপত্র দেওয়া হয়। মন্ত্রকের লক্ষ্য এই প্রকল্পের মাধ্যমে এক লক্ষ কর্মীকে দক্ষ করে তোলা। এপর্যন্ত ৬৩,০০০ কর্মী প্রশিক্ষণের জন্য নথিভুক্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করেছেন ৩৩,০২৩ জন । বর্তমানে ১১,০১১ কর্মী প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে আদর্শ Institute of Driving Training and Research (IDTR) বা গাড়ি চালানো ও গবেষণা বিষয়ক সংস্থা স্থাপনের ৩৫-টি প্রকল্পও মন্ত্রক তৈরি করেছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চালকদের আচরণকে সদর্থক ভাবে প্রভাবিত করার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে দেশে পথ নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি

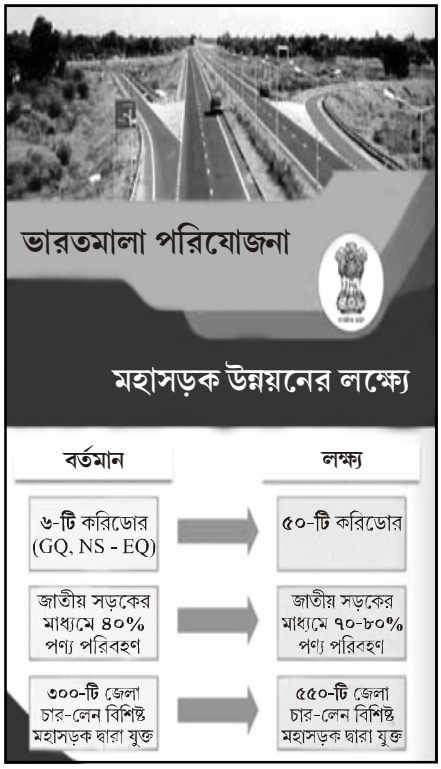

ঘটানোই IDTR-গুলি স্থাপনের লক্ষ্য। এছাড়াও দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে ১৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে মন্ত্রক, এখানে বেকার যুবকদের ভারী বাণিজ্যিক যান চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এতে তাদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বাড়বে কারণ দেশে ট্রাকচালকদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

অতীতে সড়ক ক্ষেত্রে কত মানুষ নিযুক্ত হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা কতটা তা পরিমাপ করতে কোনও সুষ্ঠু / পদ্ধতি মাফিক প্রয়াস চালানো হয়নি। তাই, জাতীয় মহাসড়ক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুবাদে কর্মসংস্থানের এবং সড়ক নির্মাণ ক্ষেত্রে দক্ষতা বিকাশের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে মন্ত্রক একটি সমীক্ষা শুরু করেছে। এই সমীক্ষার তথ্যাবলি ও সুপারিশসমূহ সড়ক নির্মাণ ও পরিবহণ ক্ষেত্রে দক্ষতার বিকাশ ও মানবসম্পদকে উন্নত করার কর্মপন্থা রূপায়ণে একটি কৌশলগত কার্যক্রম (framework) ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে মন্ত্রককে সাহায্য করবে। ❑

ভারতীয় শ্রম বাজারের নানা দিক

প্রবীণ শ্রীবাস্তব

ভারতের মতো বিশাল দেশে জনসংখ্যা সম্পর্কিত অনেক সুবিধা রয়েছে। এজন্য প্রশাসনিক পরিসংখ্যানের সম্পূরক হিসাবে ধারাবাহিক সমীক্ষার সাহায্য নিয়ে কর্মসংস্থান পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংস্থা (EPFO), কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগম (ESIC) এবং জাতীয় পেনসন প্রকল্পের (NPS) মতো প্রশাসনিক সূত্রগুলি থেকে অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের দ্বারা কাজের সূচনা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি দ্বারা কতজন মানুষ উপকৃত হচ্ছেন এবং তাদেরকে সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়ে আসা যায় কিনা সে বিষয়ে জানা সম্ভব হবে। NSSO-এর দ্বারা কর্মীবাহিনী সংক্রান্ত যে পর্যাবৃত্ত সমীক্ষা গৃহীত হচ্ছে তার সাহায্যে দেশের কর্মসংস্থান কাঠামোর পরিবর্তন সম্পর্কে প্রতি বছর অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

২০০৮-০৯-এর অর্থনৈতিক মন্দা থেকে উত্তরণের যাত্রাপথে; বিশেষ করে উদ্ভূত সংকটের মোকাবিলা ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নে, প্রতিটি দেশকেই তার স্বকীয় আর্থ-সামাজিক কৌশল বেছে নিতে হয়েছে। সেই সময় ILO বা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল যে পরবর্তী পাঁচ বছরে বিশ্বের সর্বত্র কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হবে এবং অসংগতি লক্ষ্য করা যাবে আর্থিক বিকাশ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মধ্যে। আরও উল্লেখ করা হয়েছিল, সংকট-পূর্ব পর্যায়ের তুলনায় বিশ্বব্যাপী বেকারির হিসাব ৩০ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছবে ২০ কোটি ১০ লক্ষে। এক্ষেত্রে ২০১৫ সালে কর্মহীনতা বৃদ্ধির হার হবে ৩০ লক্ষ ; যা পরবর্তী ৪ বছরে আরও ৮০ লক্ষ বৃদ্ধি পাবে। হিসাবে দেখানো হয়েছিল যে, ২০১৯-এ বেকারত্বের যে তারতম্য ঘটতে চলেছে তা সামলাতে অতিরিক্ত ২৮ কোটি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার আবশ্যকতা রয়েছে।

বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক বাজারের সমীপবর্তিতার দরুন প্রতিরোধ ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটেছে। অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে সমন্বিত পন্থায় অভ্যন্তরীণ শ্রম বাজারের উপর চাপ কমাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভূমিকা। এজন্য সুসংহত প্রয়াস নিয়ে জি-২০, ব্রিকস-এর মতো আন্তর্জাতিক ফোরাম-এর সহযোগিতা নেওয়া দরকার। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, ব্রিকসভুক্ত দেশগুলিতে বিশ্ব জনসংখ্যার ৪২ শতাংশের বসবাস এবং বিশ্ব জিডিপি-তে তাদের অংশভাক ২০ শতাংশ। ব্রিকসের এই বিশিষ্টতাই তাকে অন্যান্য দেশের কারিগরি সম্পদ-সহ বিভিন্ন চাহিদা পূরণের সহায়ক করে তুলেছে । এদিকে আর্থিক উন্নয়নের কেতাবি তথা প্রচলিত পথ অনুসরণ করে ভারত যা প্রত্যক্ষ করেছে তা হল দেশের জিডিপি-তে প্রাথমিক ক্ষেত্রের (কৃষি ও সহজাত ক্ষেত্র) অবদান ১৯৫০-৫২ সালের ৫২ শতাংশ থেকে লক্ষণীয়ভাবে কমে গিয়ে ২০১৭-১৮-তে দাঁড়িয়েছে ১৭ শতাংশ। প্রতি তুলনায় ১৯৫০-৫১ সালে জিডিপি-তে পরিষেবা ক্ষেত্রের অবদান ৩৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮-তে পৌঁছেছে ৫৪ শতাংশে।

দেশে কর্মরত ৪৮৪.৭ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে কাজের ভেদাভেদ থাকলেও সমগ্র কর্মীবাহিনীর ৪৯ শতাংশ এখনও নিয়োজিত রয়েছেন প্রাথমিক ক্ষেত্রে (কৃষি)। এরপরই রয়েছে পরিষেবা ক্ষেত্রে ২৭ শতাংশ এবং শিল্পসংস্থায় ২৪ শতাংশ কর্মী (জাতীয় নমুনা সংস্থার ২০১১-১২ সালের কর্মনিয়োগ ও বেকারি বিষয়ক সমীক্ষা দ্রষ্টব্য)। এই কর্মীবাহিনী মূলত গ্রামভিত্তিক (৭৪ শতাংশ), অসংগঠিত (৯৩ শতাংশ), স্বনিযুক্ত (৫২ শতাংশ) এবং কর্মীবাহিনীতে মহিলা অংশগ্রণের হার ২২ শতাংশ। কৃষিতে

[লেখক ভারত সরকারের পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের আওতাধীন কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়ের অতিরিক্ত মহানির্দেশক। ই-মেল : pravin.srivastava@nic.in]

কর্মীসংখ্যা হ্রাস পেলেও তার সমতাবিধান হয়েছে নির্মাণ ক্ষেত্রের অগ্রগতির মাধ্যমে। জিডিপি-তে অবদান, নিয়োগকারী সংস্থা ও কর্মীসংখ্যার নিরিখে আলোচ্য সময়পর্বে শিল্পক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রায় দ্বিগুণ অগ্রগতি হয়েছে। অন্যদিকে এটাও ঘটনা যে ওইসব শিল্পসংস্থার ৯৮ শতাংশে গড়পরতা কর্মসংস্থান ১০ জনের বেশি নয়। ক্ষুদ্রতর সংস্থাগুলির অনিত্যতা এবং শ্রমিকদের স্থানান্তরণের কারণে কর্মসংস্থান পরিস্থিতির হিসাব রাখাটা দুরূহ হয়ে উঠছে। উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতীয় শ্রম বাজারের গতিপ্রকৃতিকে মোটামুটিভাবে স্পষ্ট করে তোলে।

২০০৪-০৫ থেকে শুরু হয়ে ২০১১-১২ অবধি বার্ষিক প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষ কর্মীবাহিনীতে যুক্ত হয়েছেন এবং প্রায় সমসংখ্যক মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন; যদিও বেকারত্বের হার অপরিবর্তিত হয়ে ২২ শতাংশেই রয়ে গেছে। এথেকে বলা যেতে পারে, বিশ্বজোড়া আর্থিক মন্দা সত্ত্বেও কর্মসংস্থান বাজারে ভারত তার স্থিতিস্থাপকতার প্রমাণ রেখেছে। জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের অবশ্য ইতিবাচক সম্ভাবনা রয়েছে, যাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের বিপুলসংখ্যক তরুণ সম্প্রদায়কে উৎপাদনশীলতার পথে নিয়ে যাওয়া সমীক্ষা। মনে রাখা দরকার যে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে, যুবসমাজের মধ্যে বেকারির হার ৬ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে।

এই প্রেক্ষিতে শ্রম বাজারে অবস্থাগত উন্নতি ঘটাতে একাধিক বহুমুখী পদক্ষেপ সরকারের তরফে ঘোষিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা, সামাজিক নিরাপত্তার বলয়কে সম্প্রসারিত করা, শ্রমক্ষেত্রের সংস্কারসাধন ইত্যাদি। পদক্ষেপগুলির বিষয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

শিল্পক্ষেত্রে বেসরকারি লগ্নিকে উৎসাহদান

সাম্প্রতিক কালের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে : (১) মেক ইন ইন্ডিয়া, (২) স্কিল ইন্ডিয়া বা দক্ষতা ভারত, (৩) জাতীয় উৎপাদন নীতি, ২০১৫, (৪) ডিজিটাল ভারত, (৫) ইজ অব ডুয়িং বিজনেস বা বাধামুক্ত পরিবেশে ব্যবসা সম্পাদন, (৬) অটল উদ্ভাবন মিশন, (৭) ১০০-টি স্মার্ট সিটি ও ৫০০-টি অমৃত সিটি, (৮) স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া এবং (৯) স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া। এইসব পদক্ষেপকে ভিত্তি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি জোর কদমে এগোচ্ছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির নীতিগত, 'ইকো-সিস্টেম'-এ, জোগান ও চাহিদার উভয় দিকই বিবেচিত হয়ে থাকে। মেক ইন ইন্ডিয়া ও জাতীয় উৎপাদন নীতির দ্বারা চাহিদা সংক্রান্ত প্রেরণা আসবে, যা কিনা স্মার্ট সিটি প্রকল্প, ডিজিটাল ভারত, স্টার্ট-আপ ও স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়ার মতো প্রকল্পগুলির প্রভাবে আরও ফলপ্রসূ হবে। কৃষি-ভিত্তিক শিল্প, শ্রমনিবিড় বস্ত্র ও চর্ম শিল্পকে উৎসাহ প্রদান এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি ইত্যাদির দরুন চাহিদার দিকটিও আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

কর্মীবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি

সুসমন্বিতভাবে কর্মীদের দক্ষতার মান বাড়াতে সরকারি প্রয়াসে গঠিত হয়েছে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন মিশন এবং একটি পৃথক কেন্দ্রীয় মন্ত্রক (Ministry of Skill Development and Entreprenuership)। দেশের ১২ হাজার শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা আই.টি.আই-এর মধ্যবর্তিতায় শিল্প-বাণিজ্যের ১২৬-টি শাখায় পেশাদারি প্রশিক্ষণ (TVET) শুরু হয়েছে। এইসব আই.টি.আই-গুলির মিলিত আসন সংখ্যা ১৭ লক্ষ ১০ হাজারেরও বেশি। সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকা হচ্ছে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের উপর। লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে অ্যাপ্রেনটিসশিপ প্রশিক্ষণের সুযোগ। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের আওতাধীন একটি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন এজেন্সির সাহায্যে প্রতিটি প্রয়াসের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য রাখা হচ্ছে। বিশেষভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে চাহিদা-সম্পৃক্ত দক্ষতা বিকাশের উপর ; যাতে করে দক্ষ কর্মীদের চাহিদা ও জোগানের ব্যবধানজনিত সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব হয়।

অ-কৃষি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি

গ্রামীণ কর্মীবাহিনীর সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যেসব কর্মসূচি রয়েছে সেগুলি হল জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (RKVY), কৃষি-ক্লিনিক ও

কৃষি-বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন (ACABC), ক্ষুদ্র কৃষক কৃষি-বাণিজ্য কনসর্টিয়াম (SFAC), জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম (NCDC), নারী সমবায় বিকাশ ইত্যাদি।

Public Employment Service (PES) বা সরকারি নিয়োগ পরিষেবার আধুনিকীকরণ

National Career Service-এর কাজকর্মে প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে কর্মনিয়োগ সংক্রান্ত পরিষেবাগুলির মানোন্নয়ন করা হয়ে থাকে। কর্মপ্রার্থী, নিয়াগকর্তা ও প্রশিক্ষণদাতাদের একই মঞ্চে আনার উদ্দেশ্যে www.nes.gov.in নামাঙ্কিত একটি জাতীয় পোর্টাল ইতোমধ্যেই চালু হয়েছে। এর দ্বারা অনলাইনে প্রার্থীদের জন্য মানানসই কর্মসংস্থান চিহ্নিতকরণ, কর্মসংস্থান মেলা ও প্রশিক্ষণ, পুনর্দক্ষতা অর্জন বিষয়ক তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে।

শ্রম আইন সংস্কার

সাধারণভাবে শ্রম সংস্কারের লক্ষ্যগুলি হল : শ্রম আইনের অনির্ভরযোগ্যতা ও জটিলতাকে হ্রাস করা, মজবুত ও সুসংবদ্ধ অধিকারের ভিত্তি স্থাপন করা, বিরোধ মীমাংসা প্রক্রিয়ার অধুনিকীকরণ এবং সুপ্রশাসন পদ্ধতি বলবৎকরণ। চালু শ্রম আইনগুলিকে আর্থিক মাপকাঠির ভিত্তিতে শ্রম কোড বা শ্রম আচরণবিধির আওতাভুক্ত করা হচ্ছে। মজুরি, শিল্প সম্পর্ক, সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ এবং কাজের শর্তাবলি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে চারটি শ্রম কোডের খসড়া প্রণয়ণ করা হচ্ছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনগুলির বিভিন্ন সংস্থানের সরলীকরণ ও একত্রীকরণ করা হচ্ছে।

মহিলা কর্মীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর স্বার্থে

কর্মসংস্থান বাজারে একটি উদ্বেগজনক দিক হল মহিলা কর্মীদের স্বল্প ও ক্রমহ্রাসমান উপস্থিতি। সমস্যাটির সুরাহার জন্য আশু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। কর্মীসংখ্যার ক্রম নিম্নগামিতার হারে দেখা যাচ্ছে, ২০০৪-০৫ সালের ৪৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১১-১২-তে তা পৌঁছেছে ৩৯.৫ শতাংশে। আলোচ্য সময়ে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার ২৯ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ২২.৫ শতাংশ। সমস্যার সমাধানকল্পে ১০০ দিনের কাজ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির উপর সরকারের তরফ থেকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মহিলা সরকারি কর্মীদের শিশু সন্তান পরিচর্যার জন্য দুই বছর ছুটি দেওয়া হচ্ছে। মহিলাদের কাজে পুনর্যোগদানের ব্যাপারে বেসরকারি সংস্থাগুলির উদ্যোগেও কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

কর্মরত মহিলাদের মধ্যে ৫২ শতাংশের বেশি স্বনিযুক্ত। মহিলারা মূলত গৃহ-কেন্দ্রিক হবার দরুন তাদের জন্য কর্মসংস্থান বাড়াতে বিশেষ ধরনের টার্গেটমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা আবশ্যক।

অসংগঠিতদের মূলস্রোতে আনতে

যেহেতু ক্ষেত্রটি বৃহৎ, তাই অসংগঠিতকে সংগঠিততে পরিবর্তনের জন্য যে প্রক্রিয়াটি অনুসৃত হবে, তাকে সবার আগে ভালোভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। এজন্য ক্ষেত্রটির যথাযথ চিহ্নিতকরণের পর টার্গেটমুখী কৌশল গ্রহণ করে কর্মরত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। প্রক্রিয়াটির একটি বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষানবিশি বা অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কর্মসূচির উপর গুরুত্ব দিয়ে তার আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা। আর একটি পদক্ষেপ হল, সামাজিক সুরক্ষার সুযোগসুবিধাগুলিকে আরও বিস্তৃত করা।

সরকারি উদ্যোগে বিমা ও পেনশন ক্ষেত্রের জন্য তিনটি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এগুলি হল: প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা (PMJJBY), প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা (PMSBY) এবং অটল পেনশন যোজনা। এগুলির লক্ষ্য হল দরিদ্র ও অবহেলিত শ্রেণির মানুষদের সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা বলয়ে নিয়ে

আসা। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে অটো-ডেবিট ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত এসব কর্মসূচির মধ্যবর্তিতায় সহজেই নাগরিকদের সুলভ ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। জীবন বিমা ও দুর্ঘটনা বিমার কভারেজ ও বয়োবৃদ্ধদের নিয়মিত আয়ের সুরক্ষা সংক্রান্ত যেসব সমস্যা রয়েছে, আলোচ্য কর্মসূচিগুলি তার সমাধান করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া প্রচলিত কর্মচারী চিকিৎসা বিমা (ESIC), এবং ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের (EPFO) আওতাকে আরও সম্প্রসারিত করা হচ্ছে, যাতে করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের নির্মাণ কর্মীরা ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীরাও এগুলির সুযোগ নিতে পারেন।

EPFO সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ২০১৭-এর ৪ সেপ্টেম্বরে শুরু হয়ে ২০১৮-এর জুন অবধি প্রতি মাসে গড়পরতা ৮হাজার ৬০০-এর বেশি সংস্থা নতুন করে নথিভুক্ত হয়েছে। আলোচ্য সময়ে প্রতি মাসে ৮৫ হাজারেরও বেশি নতুন কর্মী ওইসব সংস্থায় যোগ দিয়েছেন। সার্বিক স্তরে সেপ্টেম্বর, ২০১৭ থেকে মার্চ, ২০১৮ সময়পর্বে প্রতি মাসে ১০ লক্ষেরও বেশি নতুন সর্বজনীন অ্যাকাউন্ট নম্বর (VAN) সংযুক্ত কর্মী EPFO ব্যবস্থার আওতাধীন হয়েছে। এইসব সংখ্যার তাৎপর্য বিশ্লেষণে যতই সীমাবদ্ধতা থাকুক না কেন সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মীবাহিনী যোগদানের হিসাবে এটি এক লক্ষণীয় অগ্রগতি সূচিত করেছে।

সক্রিয় শ্রম বাজারের নীতিসমূহ (ALMPS)

সক্রিয় শ্রম বাজারের বিভিন্ন নীতি এবং

তার আর্থিক সাহায্য ও রূপায়ণের একাধিক বিষয় যথোচিত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার। এগুলির সঙ্গে যেসব বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা হল, সরকারি কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলিকে সহায়তা দান, স্বনিযুক্তির জন্য অর্থ সাহায্য, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা, সরকারি উদ্যোগে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্প, মজুরি বাবদ ভরতুকি ইত্যাদি। এগুলির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল কর্মসংস্থানের সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলির (যেমন দক্ষতার অসামঞ্জস্য, অপ্রচুর শ্রম চাহিদা ইত্যাদি) সুষ্ঠুভাবে মোকাবিলা করা (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)।

ALMPS-এর জন্য যথেষ্ট বাজেট সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ; কারণ একাধিক সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা কর্মসংস্থান পরিস্থিতির উন্নতি ঘটতে বাধ্য। অন্যদিকে দেখা যায় যে ব্রিকস-সহ আরও কয়েকটি উত্থানশীল অর্থনীতিতে সাধারণত ALMPS খাতে বরাদ্দের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। অন্যান্য ALMPS-এর জন্য যথেচ্ছভাবে তহবিল সংস্থান করাটা সমীচীন নয়; কেননা অনেক ক্ষেত্রে কাজের পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে ALMPS-এর যথার্থতা কোনও একটি দেশের সক্রিয়তার ধরন ও সেখানকার বিশেষ আর্থিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ উন্নত, উন্নয়নশীল ও পরিবর্তনমুখী দেশগুলিতে ১৫২-টি অভিঘাত মূল্যায়নসূচক এক সমীক্ষায় যেসব সিদ্ধান্ত উঠে এসেছে সেগুলি হল :

- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ফলে সবচেয়ে বেশি ইতিবাচক প্রভাব পড়ে কর্মনিয়োগ ও রোজগার সম্ভাবনার উপর।
- সরকারি কর্মনিযুক্তি প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে মিশ্র ফলাফল পরিলক্ষিত হয়।
- মজুরি ও কর্মসংস্থানে ভরতুকির প্রভাব সাধারণভাবে নেতিবাচক হয়ে থাকে।

সারণি ১ : সক্রিয় শ্রম বাজার নীতিসমূহ (ALMPS) – Typology

কর্মসংস্থানে প্রতিবন্ধক	ALMP-র ধরন	কর্মসূচির অভীষ্ট লক্ষ্য
দক্ষতায় অসংগতি	প্রশিক্ষণ (কর্মক্ষেত্রে, শ্রেণিকক্ষে)	কর্মনিয়োগের যোগ্যতা বৃদ্ধি
তথ্যের অপ্রতিসাম্য	মধ্যবর্তী পরিষেবা, কর্মসংস্থান, অনুসন্ধান সহায়তা, কাউন্সেলিং	কর্মনিয়োগের যোগ্যতা বৃদ্ধি ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির প্রসার ঘটানো
অপ্রতুল শ্রম চাহিদা	মজুরি ভরতুকি, পূর্ত কর্মসূচি, কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প, স্বনিযুক্তি, কাজ-ভাগাভাগি	কাজের সুযোগসৃষ্টির প্রসার ঘটানো

সূত্র : Angel-Urdinola, D. F. and Leon Solano, R.E. (2013) 'A reform agenda for improving the delivery of ALMPs in the MENA region', *IZA Journal of Labour Policy,* 2 : 13

- যথেষ্ট প্রমাণের অভাব থাকায় স্বনিযুক্তি বা ক্ষুদ্র ব্যবসা সহায়তা প্রকল্প সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয়।

এই অবস্থাতে নীতি-নকশার ক্ষেত্রে প্রমাণভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনের জন্য প্রাপ্ত ফলাফলের মূল্যায়ন হওয়াটা জরুরি।

উপসংহার

ভারতের মতো বিশাল দেশে জনসংখ্যা সম্পর্কিত অনেক সুবিধা রয়েছে। এজন্য প্রশাসনিক পরিসংখ্যানের সম্পূরক হিসাবে ধারাবাহিক সমীক্ষার সাহায্য নিয়ে কর্মসংস্থান পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংস্থা (EPFO), কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগম (ESIC) এবং জাতীয় পেনশন প্রকল্পের (NPS) মতো প্রশাসনিক সূত্রগুলি থেকে অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের দ্বারা কাজের সূচনা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি দ্বারা কতজন মানুষ উপকৃত হচ্ছেন এবং তাদেরকে সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়ে আসা যায় কিনা সে বিষয়ে জানা সম্ভব হবে। NSSO-এর দ্বারা কর্মীবাহিনী সংক্রান্ত যে পর্যাবৃত্ত সমীক্ষা গৃহীত হচ্ছে তার সাহায্যে দেশের কর্মসংস্থান কাঠামোর পরিবর্তন সম্পর্কে প্রতি বছর অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আসল কথা হল অর্থনৈতিক বিকাশের এমন সব নীতি গড়ে তোলা দরকার যাতে করে সেগুলি কর্মসংস্থান ও অনুকূল কাজের পরিস্থিতির সহায়ক হয়। কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংস্থা ও কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগমের এক্তিয়ার অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রসারিত করে এবং প্রধানমন্ত্রী রোজগার প্রোৎসাহন যোজনার মতো কর্মসূচিগুলি দ্বারা অর্থনীতির সংগঠনীকরণ শ্রম বাজারকে সঞ্জীবিত করে সুফল পাওয়া যেতে পারে। কর্মীবাহিনীতে মহিলাদের যোগদান বাড়াতে তাদের আরও সুযোগ দিতে হবে এবং ঘরে বা বাইরে কাজের জন্য তাদের মজুরি দিতে হবে। এর ফলে শিল্পোন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠার পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও সমাজজীবনে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোন ধরনের কাজ (সুনির্দিষ্ট মেয়াদি কর্মসংস্থান) রয়েছে তার চিহ্নিতকরণ ও সংগঠনীকরণ হলে কর্মনিয়োগ বাজার আরও শক্তিশালী ও চাঙ্গা হবে। কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উদ্ভাবনমূলক সমাধানসূত্রের সন্ধানকে উৎসাহ দিতে হবে। এই প্রেক্ষিতেই শ্রম বাজার সম্পর্কিত ডেটা ও উপাত্ত সংগ্রহ ব্যবস্থাকে মজবুত করতে হবে এবং প্রসার ঘটাতে হবে প্রমাণ নির্ভর বিশ্লেষণ ও গবেষণা। ❑

সূত্র নির্দেশ :

1) Hengge, Matsumoto, M and Islam, (2012) 'Tackling the youth employment crisis : a macroeconomic perspective', ILO Working Paper No. 124
2) Betcherman, G (2008), 'Active Labor Market Programs : Overview and International Evidence on What Works', World Bank, April.

ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ

সন্ধ্যা লিমায়ে

২০১৬-র নতুন আইনে (প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত আইন ২০১৬) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণ ৩ থেকে বাড়িয়ে ৪ শতাংশ করা হয়েছে। পদে কাজ করতে সক্ষমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগে প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে এমন পদগুলি সরকার চিহ্নিত করেছে।

- জুন, ২০১৫-র পরিপত্র (Circular) অনুসারে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন অসামরিক পদগুলিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষীণ দৃষ্টি, ক্ষতিগ্রস্ত দৃষ্টিশক্তি, চলাচলে অক্ষমতা এবং সেরিব্রাল প্যালসি রয়েছে এমন ব্যক্তিদের জন্য গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদগুলিতে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৩০ বছর বেরি রাখার সংস্থান রয়েছে। আবেদন ও পরীক্ষা বাবদ ফি-ও এদের দিতে হবে না।
- অন্যভাবে চিকিৎসা সংক্রান্ত দিক থেকে (medically) সক্ষম হলে এবং সন্তোষজনক ভাবে তাদের দায়িত্ব নির্বাহ করতে পারলে, প্রতিবন্ধিত্ব/ চিকিৎসা সংক্রান্ত দিক থেকে সক্ষমতার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের কাজে পদোন্নতির সুযোগ দিতে অস্বীকার করা যাবে না বলে সরকার ঠিক করেছে।
- সরকার স্থির করেছে, আঞ্চলিক ভিত্তিতে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদে নিযুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মস্থল যেন প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা সাপেক্ষে, যতদূর সম্ভব সংশিষ্ট অঞ্চলে তাদের বাড়ির কাছাকাছি হয়। নিজের বাড়ির কাছাকাছি দপ্তরে বদলির জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনুরোধকেও অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।
- শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত এমন ব্যক্তিদের পরিবহণ ভাতা স্বাভাবিক হারের দ্বিগুণ করার বিষয়টি ২০১৭ থেকে কার্যকর হয়েছে এবং প্রতিবন্ধী সরকারি কর্মীদের ভ্রমণ (tour) বা প্রশিক্ষণের সময় তাদের অনুগামীদের (escorts) ভ্রমণ ভাতা, ১৭.০২.২০১৫-র পরিপত্র (circular) অনুসারে দেওয়া হয়।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সরকার সব রাজ্যের রাজধানীতে বিশেষ কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র (employment exchanges) স্থাপন করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত পদগুলিতে নিয়োগের জন্য সব জেলা সদর কার্যালয়ে বিশেষ কর্মসংস্থান সেল স্থাপিত হয়েছে। যেসব জায়গায় বিশেষ কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র স্থাপিত হয়নি, সেখানে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের মধ্যেই বিশেষ কর্মসংস্থান সেল স্থাপন করা হয়েছে। সংরক্ষণের আওতায় রয়েছে এমন কাজের জন্য নির্বাচনযোগ্য হতে হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র / সেলে নিজেদের নাম নিবন্ধভুক্ত করতে হবে। ১৭-টি বৃত্তিমুখী পুনর্বাসন কেন্দ্রেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিশেষভাবে কর্মসংস্থানের জন্য নাম নিবন্ধভুক্ত করতে পারেন।
- নিয়োগকারীদের উৎসাহদানের মাধ্যমে সরকার বেসরকারি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী বক্তিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। মাসিক বেতন ন্যূনতম ২৫,০০০ টাকা এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে সরকার তিন বছরের জন্য কর্মচারী রাজ্য বিমা বাবদ এবং প্রতিবন্ধী কর্মীর ভবিষ্যনিধিতে (provident fund) নিয়োগকারীর দেয় অর্থ সরকার মিটিয়ে দেয়।
- **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় পুরস্কার প্রকল্প :** তাদের প্রয়াসকে স্বীকৃতি জানাতে এবং এক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনের প্রয়াসে অন্যদের উৎসাহিত করতে আলাদা আলাদা পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে থাকেন সবচেয়ে দক্ষ/বিশিষ্ট প্রতিবন্ধী কর্মী, সবচেয়ে ভালো নিয়োগকারী, চাকরি যোগাড় করে দেয় এমন সবচেয়ে ভালো সংস্থা / আধিকারিক (placement agency / officer), বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান, অনুসরণীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (Mob-models), বিশিষ্ট সৃজনশীল প্রতিবন্ধীব্যক্তি। ব্যয় সাশ্রয়কারী বিশেষ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং এরকম উদ্ভাবনকে ঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্যও পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষে বাধাহীন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারি ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ ও বেসরকারি উদ্যোগকে, প্রতিবন্ধী পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো জেলাকে, National Trust-এর সবচেয়ে ভালো স্থানীয় পর্যায়ের কমিটিকে (Local Level Committee) এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম (NHFDC)-এর সর্বোত্তম State Channelising Agency (SCA)-কে পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিবন্ধী মহিলা, বিশেষ করে যারা গ্রামাঞ্চলের, তাদের এবং স্বনিযুক্ত মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
- পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানিগুলির সব ধরনের ডিলারশিপ এজেন্সির ৭.৫ শতাংশ সংরক্ষিত রেখেছে। অবশ্য এর মধ্যে কর্মরত অবস্থায় আহত সেনাকর্মীদের ধরা হয়নি। আবেদনকারীদের

[লেখক অ্যাসোশিয়েট প্রফেসর, সেন্টার ফর ডিসএবিলিটি স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যাকশন স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক, টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেস। ই-মেল : limaye.sandhya@gmail.com]

ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, ম্যাট্রিকুলেশন বা সমতুল শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে এবং শরীরের ঊর্ধ্বাংশে বা নিম্নাংশে অথবা ঊর্ধ্বাংশ ও নিম্নাংশ মিলিয়ে ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধিত্ব রয়েছে এমন শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। শ্রবণশক্তি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, এমন ব্যক্তিরাও আবেদন করার যোগ্য। দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এমন ব্যক্তিরা খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র (retail outlet), কেরোসিন / LDO ডিলারশিপের জন্য আবেদন করার জন্য উপযুক্ত হলেও LPG ডিলারশিপের জন্য আবেদন করার যোগ্য নন। আবেদনকারীর মোট পারিবারিক আয় বছরে ৫০,০০০ টাকার বেশি হবে না।

- **জাতীয় প্রতিবন্ধী বিত্ত ও উন্নয়ন নিগম (NHFDC) :** রাজ্য সরকারগুলির মনোনীত State Channelising Agency-গুলির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থ জোগানের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে কাজ করে NHFDC। প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে পরিষেবা / বাণিজ্য / শিল্প ইউনিটে ক্ষুদ্র ব্যবসা স্থাপন, উচ্চতর শিক্ষা/পেশাদারী প্রশিক্ষণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষে সহায়ক সাজসরঞ্জাম তৈরি / উৎপাদন করা , কৃষিকাজ এবং মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব, সেরিব্রাল প্যালসি ও অটিজম রয়েছে এমন ব্যক্তিদের স্বনিযুক্তির জন্য ঋণদান। বিস্তারিতভাবে প্রকল্পগুলি নিচে দেওয়া হল :
- পরিষেবা / বাণিজ্য ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসা স্থাপনের জন্য তিন লক্ষ টাকা ঋণ।
- বিক্রয়/বাণিজ্য ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসা স্থাপনের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ।
- কৃষি/আনুসঙ্গিক কাজকর্মে দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ।
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে গাড়ি কেনার জন্য দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ।
- ছোটো শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা।
- স্বনিযুক্তির উদ্দেশ্যে পেশাগতভাবে শিক্ষিত / প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা।
- কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে নিজের জমিতে ব্যবসায়িক ভবন নির্মাণের জন্য তিন লক্ষ টাকা।

যে ব্যবসায়ের জন্য আর্থিক সহায়তা চাওয়া হয়, সেটি আবেদনকারীকে সরাসরি চালাতে হবে। অটিজম, সেরিব্রাল প্যালসি বা মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব রয়েছে এমন আবেদনকারীদের পক্ষে তাদের বাবা-মা/স্বামী/স্ত্রী/আইনসম্মত অভিভাবক NHFDC-র সঙ্গে চুক্তি করার অধিকারী। যোগ্যতার মানদন্ড হিসাবে আবেদনকারীর ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধিত্ব থাকতে হবে, তাকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং যে ব্যবসায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেই ব্যবসায়ে তার প্রয়োজনীয় পেশাদারী/কারিগরি যোগ্যতা থাকতে হবে। সর্বাধিক ১০ বছর সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

- ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা RBI ২০১৫-র মার্চে জানিয়েছে যে, প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক ঋণের ক্ষেত্রটি দুর্বলতর শ্রেণির আওতার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।
- মহিলা প্রতিবন্ধী কর্মচারী, বিশেষ করে যখন তাদের অল্পবয়সি শিশু ও প্রতিবন্ধী শিশু থাকবে, তাদের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে, সরকার প্রতিবন্ধী মহিলাদের শিশু পরিচর্যার জন্য মাসে ৩০০০ টাকা করে বিশেষ ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিশুর জন্ম থেকে তার দু'বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত এই ভাতা পাওয়া যাবে। জীবিত সর্বাধিক দুই জ্যেষ্ঠ সন্তানের জন্য এই ভাতা দেওয়া হবে। ২০১৭-র জুলাই থেকে এই নিয়ম কার্যকর হয়েছে।
- ৮০ইউ (80U) ধারা অনুযায়ী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আয়করে ছাড় পাওয়ারও যোগ্য। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইনসম্মত অভিভাবকরা ৮০ডি ডি (80DD) ধারা অনুসারে চিকিৎসা-পরিচর্যা বাবদ ব্যয়, প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন বাবদ খরচ অথবা প্রদত্ত বার্ষিক বৃত্তির (annuity) দরুন আয়করে ছাড় পাওয়ার অধিকারী। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিকর থেকেও ছাড় দেওয়া হয়েছে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দক্ষতা পরিষদ (State Council for Persons with Disabilities (SCPWD)-কে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যম মন্ত্রকের আওতায় Confederation of Indian Industry (CII) প্রোৎসাহিত করে। পরিষদের লক্ষ্য, শিল্পের প্রয়োজন মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতার বিকাশ ঘটানো, যাতে তাদের অর্থপূর্ণ কর্মসংস্থান হয় এবং তারা ভারতের বর্ধিষ্ণু অর্থনীতিতে অবদান জোগাতে পারেন। এটা শুরু করার লক্ষ্যে পরিষদ তার সূচনালগ্ন থেকে বহু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সাম্প্রতিক প্রকল্পগুলির একটি হচ্ছে প্রতিবন্ধিত্বের ক্ষেত্রে মানদন্ড নির্ধারণ করতে ব্রিটেন-ভারত শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা (UK-India Education and Research Institute - UKIERI)-এর আওতায় Glasgow Kelvin College, Scotland-এর সঙ্গে সহযোগিতা।
- প্রেরণা হচ্ছে ন্যাশনাল ট্রাস্টের বিপণন সহায়তা প্রকল্প। এর লক্ষ্য, ন্যাশনাল ট্রাস্ট আইনের আওতায় থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তৈরি পণ্য ও পরিষেবা বিক্রয়ের জন্য একটি কার্যক্ষম ও বিস্তৃত ব্যবস্থা গড়ে তোলা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে তাদের তৈরি পণ্য বিক্রি করতে পারেন, সেজন্য তাদের প্রদর্শনী, মেলা ইত্যাদিতে অংশ নিতে অর্থ জোগানো। তবে এইসব কর্মকেন্দ্রের অন্তত ৫১ শতাংশ কর্মীকে ন্যাশনাল ট্রাস্ট আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী হতে হবে। ❑

কর্মসংস্থানের নতুন পরিমণ্ডল

শোভা মিশ্র

উত্তিষ্ঠ ভারত বা

Stand up India,

অগ্রসর হও ভারত বা

Start up India,

কিংবা মুদ্রা যোজনার মতো ব্যবসায়িক উদ্যোগের ক্ষেত্রে সহায়তা দানকারী কর্মসূচিগুলি কাজের দুনিয়া ও জীবিকার সুযোগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এই পরিবর্তন ভারতের সমকালীন এবং আগামী দিনের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত চালচিত্রে প্রভাব ফেলবে। পরিবর্তন ঘটবে দক্ষতার ক্ষেত্রে চাহিদার দিক থেকেও।

বিশ্বায়নের এই পর্বে ভারতের চালচিত্রটিও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের পরিস্থিতির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ। পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে এই দেশ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন এবং স্বয়ংচালিত ব্যবস্থা বা অটোমেশনের প্রসার কর্মসংস্থানের বিষয়টিকে প্রভাবিত করে চলেছে। শ্রমের চাহিদা প্রকৃতিগত এবং পরিমাণগত — দু'দিক থেকেই পালটাচ্ছে প্রতিনিয়ত। চিরাচরিত কর্মপদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পালটাচ্ছে আয়ের উৎসগুলিও। নতুন নতুন সুযোগের দরজা খুলে যাচ্ছে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের কাছে এ একটা বড়ো সুযোগ। নতুন দ্রুত প্রসারণশীল ক্ষেত্রগুলিতে শামিল হয়ে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আর অসম্ভব কিছু নয়। এরই সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমের বাজারের চালচলনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে চলেছে প্রযুক্তি। শ্রমবাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারিতা এখন কঠিন প্রশ্নের মুখে। চাকরিবাকরির সুযোগ, গুণগত প্রকৃতির ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে প্রযুক্তির ক্রমাগত বিবর্তনের ফলে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের "Global Economic Prospects–A Fragile Recovery" প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৭ সালে বড়ো দেশগুলির মধ্যে ভারতের বিকাশ হার সবচেয়ে বেশি। এদেশের বিকাশ হার ২০১৮-এ সাত দশমিক পাঁচ এবং ২০১৯-এ সাত দশমিক সাত শতাংশে দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। জনবিন্যাসগত দিক থেকে দেখতে গেলে ২০২৬ সাল নাগাদ ভারতের মোট জনসংখ্যার ৬৪ শতাংশ মানুষ ১৫ থেকে ৫৯-এই বয়ঃসীমার মধ্যে থাকবেন। ৬০ বছরের বেশি বয়সিদের অনুপাত দাঁড়াবে মাত্র ১৩ শতাংশ। আজ, ভারতের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের বয়স ২৬ বছরের নিচে। কাজেই, আগামীদিনে এই বিপুল শ্রমশক্তির কার্যকর নিযুক্তি দেশের অর্থনীতিকে দারুণভাবে সমৃদ্ধ করতে পারে। আবার অন্য কয়েকটি বিষয়ও বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার। শহরাঞ্চলের প্রায় ১০ কোটি মানুষ নিজেদের বাড়ি ঘরদোর ছেড়ে অন্যত্র আরও ভালো কাজ ও সুযোগের সন্ধানে রত। বিপণনযোগ্য দক্ষতার অভাবে এরা যথেষ্ট কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। এই সমস্যাটি নতুন প্রজন্মের একটা বড়ো অংশের ক্ষেত্রেও প্রকট [১]।

দেশে কাজের দুনিয়ার সার্বিক চালচিত্র দ্রুত বিবর্তনশীল। বৈদ্যুতিন বাণিজ্য (e-commerce) এবং প্রযুক্তিকেন্দ্রিক Start up সংস্থাগুলি কর্মসংস্থানের জগতে নতুন পরিমণ্ডল তৈরি করছে। এখানে কাজ পাচ্ছেন বহু মানুষ। Start up-এর ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে ভারতের স্থান তৃতীয়। এদেশে এ ধরনের নতুন সংস্থার সংখ্যা ২৬

[লেখক বণিকসভা FICCI-র সহকারী মহাসচিব। ই-মেল : shobha.mishra@ficci.com]

২০২২-এ সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের দুনিয়ার সম্ভাব্য চিত্র

	চাকরির দুনিয়ায় আজ যা চোখে পড়েনা এমন নতুন ধরনের কাজে নিযুক্তি (২০১২ -এর জন্য আনুমানিক হিসেব)	দক্ষতার চাহিদার প্রশ্নে --- পালটে যাওয়া কাজে নিযুক্তি (২০২২-এর আনুমানিক হিসেব)	কাজ হারানোর বিপদের সম্মুখীন (২০১৭-র হিসেব)	নতুন ধরনের কাজ	
তথ্যপ্রযুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র	১০% - ২০%	৬০% - ৬৫%	২০% - ৩৫%	▶ ভি এফ এক্স আর্টিস্ট ▶ কম্পিউটার ভিশন ইঞ্জিনিয়ার ▶ ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক স্পেশালিস্ট ▶ এমবেডেড সিসটেম প্রোগ্রামার ▶ ডেটা সাইনটিস্ট ▶ ডেটা আর্কিটেক্ট ▶ অল রিসার্চ সাইনটিস্ট	▶ আর পি এ ডেভলপার ▶ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোসেসিং স্পেশালিস্ট ▶ ডেপলয়মেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ▶ থ্রি ডি মডেলিং ইঞ্জিনিয়ার ▶ থ্রি ডি ডিজাইনার ▶ ক্লাউড আর্কিটেক্ট ▶ মাইগ্রেশন ইঞ্জিনিয়ার ▶ অ্যানড্রয়েড / আই ও এস অ্যাপ ডেভলপার ▶ ডিজিটাল মার্কেটিং
গাড়ি শিল্প	৫% - ১০%	৫০% - ৫৫%	১০% - ১৫%	▶ অটোমোবাইল অ্যানালাইটিক্স ইঞ্জিনিয়ার ▶ থ্রিডি প্রিন্টিং টেকনিশিয়ান ▶ মেশিন র্লানিং বেস্ড ভিকেল সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট	▶ সাসটেনেবিলিটি ইন্টিগ্রেশন এক্সপার্ট
বস্ত্র ও পোশাক শিল্প	৫% - ১০%	৩৫% - ৪০%	১৫% - ২০%	▶ অ্যাপারেল ডেটা অ্যানালিস্ট / সাইনটিস্ট ▶ আই টি প্রসেস ইঞ্জিনিয়ার ▶ e-টেক্সটাইল স্পেশালিস্ট	▶ এনভায়রনমেন্ট স্পেশালিস্ট ▶ পি এল সি মেনটেনেন্স স্পেশালিস্ট
ব্যাঙ্কিং আর্থিক পরিষেবা ও বিমা ক্ষেত্র	১৫% - ২০%	৫৫% - ৬০%	২০% - ২৫%	▶ সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট ▶ কেডিট অ্যানালিস্ট ▶ রোবট প্রোগ্রাম	▶ ব্লকচেন আর্কিটেক্ট ▶ প্রসেস মডেলার এক্সপার্ট
খুচরো বিপণন	৫% - ১০%	২০% - ২৫%	১৫% - ২০%	▶ কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স লিডার ▶ ডিজিটাল ইমেজিং লিডার ▶ আই টি প্রসেস মডেলার	▶ ডিজিটাল মার্কেটিং স্পেশালিস্ট ▶ রিটেল ডেটা অ্যানালিস্ট

হাজারের বেশি। মূল্যযোগের (Value Creation) ক্ষেত্রে এদের অবদান প্রায় ৯ হাজার কোটি মার্কিন ডলার (ISD 90 bn)। পরিকাঠামো কিংবা খুচরো বিপণনের মতো ক্ষেত্রে মৌখিক ভিত্তিতে বা অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত মানুষের (informal employment) সংখ্যা বিশাল। তা আরও বেড়েই চলেছে। মহা সড়ক, গ্রামীণ সড়ক, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, নগরাঞ্চলের পরিবহণ, জাহাজ পরিবহণ, জাতীয় জলপথ, বিমানবন্দর, শিল্প করিডর, সুলভ আবাসন, স্মার্ট সিটি, স্বচ্ছ ভারত — এই সব খাতে সরকারের বিপুল বিনিয়োগ এদেশে কর্মসংস্থানের বৃহত্তম উৎস হয়ে উঠেছে। Stand up India, Start up India, মুদ্রা যোজনা-র মতো কর্মসূচিও কাজ ও জীবিকার সংস্থানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এই সব

পরিবর্তন ভারতের বর্তমান এবং আগামী দিনের কাজের দুনিয়ার ছবিতে বিশেষ প্রভাব ফেলবে। দক্ষতার প্রশ্নে চাহিদাও যাবে পালটে। নতুন শিল্পবিপ্লব-এর (Industry 4·0) প্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে, আগামীদিনে কর্মসংস্থান-এর চালচিত্র কেমন হতে চলেছে তা বোঝা এবং তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কর্মীদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে তোলা একান্ত জরুরি। এক্ষেত্রে উচ্চপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ মানবসদৃশ রোবট 'সোফিয়া'-র উল্লেখ করা যেতে পারে। একে নাগরিকত্ব দিয়েছে সৌদি আরব। উদাহরণ আছে আরও। Hadrian-X হল অস্ট্রেলিয়ার রোবট। তিন-চারজন রাজমিস্ত্রির কাজ সে একাই করতে সক্ষম। Tally হল নিজস্ব হিসাবনিকাশ (Self auditing) এবং বিশ্লেষণে সক্ষম বিশ্বের প্রথম স্বয়ংক্রিয় রোবট। Tesla সংস্থার 500 কোটি ডলার মূল্যের সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কারখানা Giga-র মজুতভান্ডার এবং পণ্যের দামের দিকটি নিপুণভাবে দেখাশোনা করে সে। মানুষের ভূমিকা এখানে ন্যূনতম। চেন্নাইয়ে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক-এ রয়েছে ভারতীয় রোবট 'লক্ষ্মী'। সে গ্রাহকদের স্বাগত জানিয়ে থাকে । ফ্রন্ট ডেস্কে লোক রাখার দরকারই নেই সেখানে।

২০২২ সাল নাগাদ কাজের দুনিয়ার কেমন হবে তার ছবি আঁকতে চাওয়া হয়েছে FICCI, NASSCOM এবং EY-এর Future of Job-2022, শীর্ষক প্রতিবেদনে (চিত্র - ১ দ্রষ্টব্য)।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ২০২২ সাল নাগাদ ভারতে কাজের দুনিয়ার ছবিটি কেমন হতে চলেছে তা নির্ভর করবে প্রধানত তিনটি বিষয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর। বিশ্বায়ন, জনবিন্যাসগত পরিবর্তন এবং নতুন শিল্পবিপ্লবের জমানায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে এদেশে কীভাবে গ্রহণ করা হবে --- এই বিষয়গুলি এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্যপ্রযুক্তি (IT), বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা (BPM) এবং আর্থিক পরিষেবা ও বিমা (BFSI)-র মতো ক্ষেত্রগুলিতে উপরিউক্ত তিনটি বিষয় অত্যন্ত বেশি প্রভাব ফেলবে। আবার পোশাক নির্মাণ, চর্মশিল্পের মতো চিরাচরিত ক্ষেত্রগুলিতে প্রভাব পড়বে অনেক কম। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে আগামীতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জমানায় কর্মজগতে সেই সব মানুষের চাহিদা হবে বেশি, যারা নিজেদের কাজটা ভালো বোঝেন এবং যারা উদ্ভাবন ও নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম। প্রযুক্তিবিদ, তথ্য বিশ্লেষক, তথ্যপ্রযুক্তিকর্মী এবং বিজ্ঞান গবেষকদের আরও বেশি দরকার হবে আগামী দিনে। এদের দক্ষতার প্রশ্নে প্রতিনিয়ত আরও দড় হয়ে উঠতে হবে। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি ক্রমে আরও বেশি মাত্রায় স্বয়ংচালিত ব্যবস্থাপনা, রোবট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারের দিকে ঝুঁকবে। ফলে এ সংক্রান্ত দক্ষতার বিকাশে স্বাভাবিকভাবেই আরও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ভবিষ্যতে।

পরিবর্তিত আবহে, বর্তমানের কর্মীসমাজকেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ তাদের কাজকর্মের ধরনটাই বদলে যেতে থাকবে প্রতিনিয়ত। এরই সঙ্গে প্রযুক্তি এবং পণ্য ও পরিষেবার সংযোগ ও সাযুজ্যবিধানে নতুন নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কাজটিও হয়তো বর্তাবে কর্মীদের ওপরে। বিভিন্ন গবেষণায় এটা স্পষ্ট যে আগামী দিনে তথ্যপ্রযুক্তি কিংবা জ্ঞানগত দিক থেকে দক্ষ কর্মীর সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহকদের চাহিদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরিতে সক্ষম এবং প্রক্রিয়াগত দিক থেকে দক্ষ মানুষেরও চাহিদা বাড়বে শ্রমের বাজারে। এখানে একটা বিষয় মনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একবিংশ শতকে সাবালক হয়ে ওঠা (millennials) চল্লিশ কোটিরও বেশি তরুণ-তরুণী ডিজিটাল পণ্য ও পরিষেবার বিশাল বাজার তৈরি করছেন। এজন্য দরকার নতুন ধরনের দক্ষতায় সমৃদ্ধ মানবসম্পদ। তথ্যপ্রযুক্তি বা সমধর্মী সংস্থাগুলি ইতোমধ্যেই নিজেদের কর্মীদের নতুন যুগের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষিত করে তোলার কাজ শুরু করেছে দ্রুতগতিতে। এজন্য ফলও মিলছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে বড়ো তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির (যাদের রাজস্ব ১০০ কোটি ডলারের বেশি) ৫০ শতাংশের বেশি কর্মী ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রশ্নে প্রশিক্ষিত। মাঝারি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে এই অনুপাত তেত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ শতাংশ। ছোটো সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে তা ৩৮ শতাংশ [২]।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি এবং Make in India-র মতো কর্মসূচির আওতায় বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে

চিত্র - ১

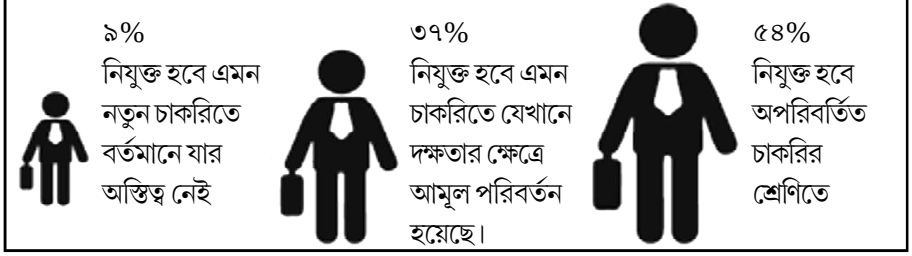

সঙ্গে গাড়ি শিল্পে মতো মুখ্য উৎপাদনক্ষেত্রগুলিতেও আগামী দিনে নতুন ধরনের দক্ষতায় সমৃদ্ধ কর্মীর চাহিদা বাড়বে। ইন্টারনেট সংযুক্ত গাড়ি, বিপুল তথ্যপ্রবাহ, (big data), জটিল উচ্চস্তরীয় পরিগণনা (Cloud Computing)-র যুগে আধুনিক সময়ের উপযোগী দক্ষতাবিশিষ্ট কর্মীর চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই বেশি হবে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে খুচরো বিপণন (e-Marketing)-এর প্রভাব কাজের বাজারে ইতোমধ্যেই পরিলক্ষিত। বৈদ্যুতিন-বাণিজ্য সংস্থাগুলি পণ্য কেনা-বেচা বা মজুতভাণ্ডারের দেখভালের কাজ সব ক্ষেত্রেই নতুন যুগের প্রয়োজনীয় দক্ষতাযুক্ত কর্মী চাইছে।

সমস্ত বিষয়গুলি বিচার করে দেখলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কর্মসংস্থানের প্রসারের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের 'ভারত গড়ুন' বা 'Make in India' কর্মসূচি সঠিক দিশায় এক সঠিক পদক্ষেপ। ভারত শ্রমপ্রতুল দেশ। পোশাক-আশাক কিংবা চর্মসামগ্রী উৎপাদন ক্ষেত্রের মতো শ্রমনির্ভর শিল্পের বিকাশে জোর দিলে ভারতে কর্মসংস্থানে ব্যাপক সাফল্য আসবে। কারণ,

এই উৎপাদনক্ষেত্রগুলিতে বিশ্বের প্রতিযোগিতার বাজারে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে এই দেশ। এইসব পণ্যের রপ্তানি বাড়াতে ব্রিটেন কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে প্রয়াসী হওয়া যেতেই পারে। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হলে পোশাক তৈরি, চর্মশিল্প কিংবা জুতোশিল্পের মাধ্যমে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে আরও তিনশো মার্কিন ডলার যোগ হতে পারে। ২০১৭-র অর্থনৈতিক সমীক্ষার ফলাফল ও তথ্য অনুযায়ী হিসেব করেই এটা দেখা যাচ্ছে [৩]।

অতিক্ষুদ্র শিল্পসংস্থাগুলির উজ্জীবন ও প্রসারের লক্ষ্যে ঋণদানে গতি আনতে সরকার একাধিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। Stand Up India প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি ব্যাঙ্ক শাখার মাধ্যমে একজন তপশিলি জাতি কিংবা তপশিলি উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত উদ্যোগপতি এবং একজন মহিলা উদ্যোগপতিকে ১০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। উদ্যোগ ও উদ্ভাবনে গতি আনতে হাতে নেওয়া হয়েছে Start Up India কর্মসূচি। অতিক্ষুদ্র সংস্থাগুলির স্বার্থে চালু হয়েছে ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল (Credit Guarantee Fund for Micro Units – CGFMU)। অতিক্ষুদ্র সংস্থাগুলিকে দেওয়া ব্যাঙ্ক, অ-ব্যাঙ্কিং সংস্থা (NBFC)-র ঋণ পরিশোধে দেরি হলে অর্থদাতা সংস্থার স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যেই এই তহবিল গড়ে তোলা হয়েছে। গত দু'বছরে MUDRA এবং প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার (PMMY) আওতায় সাড়ে সাত কোটি অ্যাকাউন্টে ঋণ বাবদ জমা পড়েছে তিন লক্ষ ১৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি [৪]।

পরিশেষে এটা বলা যেতে পারে যে এই সময়ে শিল্পজগত এবং সরকার পক্ষের অংশীদারিত্বের বিষয়টি আগের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আজকের দুনিয়ায় ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহ দেশের সামগ্রিক চালচিত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে চলেছে। পরিবর্তনশীল বিশ্বে ভারতীয় সমাজ, কর্মীগোষ্ঠী এবং শিক্ষাপ্রণালী যাতে সঠিক দিশায় বিবর্তিত হয়ে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারকে সহায়তায় আন্তরিকভাবে প্রস্তুত শিল্পমহল। প্রাসঙ্গিক কর্মকাণ্ডের রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং তথ্য সরবরাহেও তারা প্রস্তুত। ❑

- **পরিশিষ্ট :**

১) বার্ষিক প্রতিবেদন, আন্তর্জাতিক শ্রমসংগঠন (ILO), বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং বিদেশ মন্ত্রক ২০১৬-১৭।
২) FICCI, NASSCOM এবং EY-এর প্রতিবেদন।
৩) বার্ষিক প্রতিবেদন, DIPP ও FICCI, NASSCOM এবং EY ২০১৭।
৪) বার্ষিক প্রতিবেদন, MUDRA ২০১৬-১৭।

যোজনা ? ক্যুইজ

১। জাতীয় স্বচ্ছ গঙ্গা মিশনের জন্য সম্প্রতি কোন দেশ ভারতকে ১২০ মিলিয়ান ইউরোর ‘সফ্‌ট লোন’ (নমনীয় শর্তে ঋণ) দিয়েছে ?

২। সরকারি স্কুলের জন্য কোন রাজ্যে সম্প্রতি ‘মিল-বাঁচে’ নামক প্রকল্প চালু হয়েছে ?

৩। কর্ণাটকে সড়ক উন্নয়নের জন্য কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে ৩৪৬ মিলিয়ান ডলারের ঋণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ভারত ?

৪। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা International Energy Agency (IEA)-এর সঙ্গে Clean Energy Transition-এর লক্ষ্যে উদ্ভাবন বাড়াতে সমঝোতাপত্রে সই করেছে ভারত। এই আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তর কোথায় ?

৫। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উদ্ভাবনে উৎসাহ জোগাতে কেন্দ্র সরকার যে নতুন ধরনের র‍্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু করেছে, তার নাম কী ?

৬। বিমস্টেক-এর পঞ্চম শীর্ষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করে কোন দেশ ?

৭। সম্প্রতি ভারতীয় রেল ও GAIL India চুক্তিবদ্ধ হয়। তাদের লক্ষ্য কী ?

৮। গত ৭-৮ সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লিতে একটি বিশেষ ধরনের আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলন আয়োজিত হয়। সেটি কী ?

৯। কোন প্রকল্পের জন্য ভারত বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাথে ৩০০ মিলিয়ান ডলারের চুক্তিতে সই করে ?

১০। কবে ও কোথায় সর্বপ্রথম ‘সার্ক অ্যাগ্রিকালচার কোঅপারেটিভ বিজনেস ফোরাম’ আয়োজিত হয় ?

১১। অতিসম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা পৃথিবী ও বিজ্ঞান মন্ত্রকের "O-SMART" প্রকল্পকে অনুমোদন দিয়েছে। এখানে "O"-এর তাৎপর্য কী ?

১২। গুগল-এর “প্রজেক্ট নবলেখা” নামক প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য কী ?

১৩। PM-STIAC কী ?

১৪। ২০১৮ সালের জন্য কে Asia Society's Game Changer of the Year-এর শিরোপা জিতেছেন ?

১৫। এ বছর কোন দেশ ফিফার অনূর্ধ্ব-২০ মহিলাদের বিশ্বকাপ জয় করেছে ?

১৬। লাখওয়ার প্রকল্প কোন নদীর সঙ্গে যুক্ত ?

১৭। ভারতের একমাত্র 'marine hydraulic system'-যুক্ত বিমানবাহী জাহাজ কোনটি ?

১৮। 'Building Regional Architectures'-এর থিমের ওপর গত ২৭-২৮ আগস্ট ভিয়েতনামের হানোই-তে দু’দিন ব্যাপী যে সম্মেলন আয়োজিত হয় তার নাম কী ?

১৯। ব্যাক্তিগত আইন (সংশোধনী) বিল, ২০১৮-এর মাধ্যমে কোন অসুখের রোগীদের প্রতি বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করা হচ্ছে ?

২০। বিশ্ব ব্যাঙ্কের "bond-i" কী ?

উত্তর :

(১) জার্মানি। (২) মধ্যপ্রদেশ। (৩) এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক - ADB)। (৪) প্যারিস, ফ্রান্স। (৫) Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements (ARIIA)। (৬) শ্রীলঙ্কা। (৭) রেলের কর্মশালায় প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার। (৮) MOVE : India's First Global Mobility Summit। (৯) ‘এনার্জি এফিশিয়েন্সি স্কেল-আপ প্রোগ্রাম’-এর জন্য। (১০) ২৯ আগস্ট, ২০১৮; নেপাল। (১১) Ocean (মহাসাগর)। (১২) অনলাইন দুনিয়ায় ভারতের আঞ্চলিক সংবাদপত্র / পত্রিকার জন্য সুযোগ করে দেওয়া। (১৩) বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত নীতিগত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শদানের জন্য গঠিত ২১ সদস্যের কমিটি, যার পোশাকি নাম Prime Minister's Science Technology and Innovation Council। (১৪) ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইন্দ্রা নুই, চেয়ারম্যান তথা সি.ই.ও., পেপসিকো। (১৫) জাপান। (১৬) যমুনা। (১৭) আইএনএস বিক্রমাদিত্য। (১৮) তৃতীয় ভারত মহাসাগর সম্মেলন (Indian Ocean Conference)। (১৯) কুষ্ঠ রোগ। (২০) দুনিয়ার প্রথম ‘পাবলিক ব্লকচেন বন্ড’।

যোজনা ||| নোটবুক

এবারের বিষয় : এশিয়ান গেমস ২০১৮

ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা ও পালেম্বাং-এ গত ১৮ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হয় ১৮তম এশিয়ান গেমস। এই প্রথমবার দু'টি শহরে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত হল। এই প্রতিযোগিতার আরেক নাম 'এশিয়াড'। এই বারের এশিয়াডের প্রতীক Energy of Asia। এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের হাত ধরে পথ চলা শুরু ১৯৫১ সালে (দিল্লি)। ১৯৭৮-এর প্রতিযোগিতার পর থেকে আয়োজকের দায়িত্ব নেয় অলিম্পিক কাউন্সিল অব এশিয়া। অলিম্পিক্সের পর এশিয়াডই দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো মাল্টি-স্পোর্ট প্রতিযোগিতা হিসেবে স্বীকৃত। এবার অংশ নেয় ৪৫-টি দেশ। উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালের পর থেকে ইজরায়েল আর অংশগ্রহণ করেনি এশিয়াডে। এশিয়ান গেমসের আগামী আসর বসবে চিনে (২০২২ সালের ১০-২৫ সেপ্টেম্বর)।

১৫ সোনা, ২৪ রুপো, ৩০ ব্রোঞ্জ। এবারের এশিয়ান গেমসে ভারতের পদক সংখ্যা মোট ৬৯। যা ছাপিয়ে গিয়েছে অতীতের সব পরিসংখ্যানকে। কোনও সংশয় নেই, এশিয়ান গেমসে এটাই ভারতের সেরা পারফরম্যান্স। ২০১০ সালে চিনের গুয়াংঝোউতে এশিয়ান গেমসে এসেছিল ৫৭ পদক। ফলে, মোট পদকের সংখ্যায় এবার অতীতের সব নজির টপকে গিয়েছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। এবার এসেছে ১৫ সোনা। এর আগে একবারই ১৫ সোনা এসেছিল। ১৯৫১ সালে প্রথম এশিয়ান গেমসে ভারতের ঘরে এসেছিল ১৫ সোনা। ২০১০ সালে এসেছিল ১৪ সোনা। এবার ভারত ১৫ সোনা জিতে স্পর্শ করল ১৯৫১ সালের সোনা জেতার সংখ্যাকে। প্রসঙ্গত, ভারতের হয়ে নীরজ চোপড়া ও রানি রামপাল উদ্বোধনী ও বিদায়ী অনুষ্ঠানে যথাক্রমে 'ফ্ল্যাগ-বেয়ারার' (পতাকা-বাহক)-এর ভূমিকা পালন করেন। এই প্রতিযোগিতায়

সারণি - ১

পদক তালিকা : সেরা দশ

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১	চিন	১৩২	৯২	৬৫	২৮৯
২	জাপান	৭৫	৫৬	৭৪	২০৫
৩	দক্ষিণ কোরিয়া	৪৯	৫৮	৭০	১৭৭
৪	ইন্দোনেশিয়া	৩১	২৪	৪৩	৯৮
৫	উজবেকিস্তান	২১	২৪	২৫	৭০
৬	ইরান	২০	২০	২২	৬২
৭	চিনা তাইপেই	১৭	১৯	৩১	৬৭
৮	ভারত	১৫	২৪	৩০	৬৯
৯	কাজাকস্তান	১৫	১৭	৪৪	৭৬
১০	উত্তর কোরিয়া	১২	১২	১৩	৩৭

সারণি - ২				
পদকের পরিসংখ্যান : ভারত				
খেলার নাম	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
অ্যাথলেটিক্স	৭	১০	২	১৯
শুটিং	২	৪	৩	৯
কুস্তি	২	০	১	৩
ব্রিজ	১	০	২	৩
লন টেনিস	১	০	২	৩
রোয়িং	১	০	২	৩
বক্সিং	১	০	১	২
তীরন্দাজি	০	২	০	২
অশ্বারোহণ	০	২	০	২
স্কোয়াশ	০	১	৪	৫
সেইলিং	০	১	২	৩
ব্যাডমিন্টন	০	১	১	২
ফিল্ড হকি	০	১	১	২
কবাডি	০	১	১	২
কুরাশ (তুর্কি কুস্তি)	০	১	১	২
য়ুশু (চিনা কুংফু)	০	০	৪	৪
টেবিল টেনিস	০	০	২	২
সেপাক টাক'র (কিক ভলিবল)	০	০	১	১
মোট	**১৫**	**২৪**	**৩০**	৬৯

ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য দেখে নেওয়া যাক এক নজরে :-

- ১৯৯০ সালে "সেপাক টাক'র" বা কিক ভলিবল এশিয়ান গেমসের সঙ্গে যুক্ত হয়; এ বছর প্রথমবার ভারত এই খেলায় মেডেল জিতল।
- এই প্রথমবার ভারত টেবিল টেনিসে কোনও মেডেল জিতেছে এশিয়ান গেমসে (পুরুষ দলের জেতা ব্রোঞ্জ)।
- এশিয়ান গেমসে শুটিং-এ এই প্রথমকোনও ভারতীয় মহিলা সোনা জিতলেন (২৫ মিটার র‍্যাপিড ফায়ার পিস্টল ইভেন্টে রাহি সর্নোবত)।
- এই প্রথম এশিয়ান গেমসে কোনও ভারতীয় মহিলা কুস্তিগীর সোনা জিতলেন (৫০ কেজি ফ্রিস্টাইল শ্রেণিতে ভিনেশ ফোগত)।
- ব্যাডমিন্টনে মহিলাদের সিঙ্গেলসে প্রথম ভারতীয় হিসেবে এশিয়ান গেমসে মেডেল জিতলেন সাইনা নেহওয়াল (ব্রোঞ্জ)।
- প্রথম ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হিসেবে পি ভি সিন্ধু সিঙ্গেলসের ফাইনালে পৌঁছে নজির গড়লেন এবং তারপর রুপোও জিতলেন।
- দেশের হয়ে জ্যাভলিনে প্রথম সোনার মেডেল জিতে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়লেন নীরজ চোপড়া।
- এশিয়ান গেমসে কন্ট্র্যাক্ট ব্রিজের প্রথম আসরে পুরুষদের জুটি বা Pair-এ সোনা জিতে নিলেন ভারতের প্রণব বর্ধন ও শিবনাথ সরকার।
- এই নিয়ে পর পর তিনটি এশিয়ান গেমসে মেডেল জিতে বক্সিং-এ জাতীয় রেকর্ড গড়লেন বিকাশ কৃষ্ণ যাদব। ❑

তথ্যসূত্র : https://en.asiangames2018.id

যোজনা ডায়েরি

(আগস্ট ২০১৮)

আন্তর্জাতিক

- **বিমস্টেক-এর শীর্ষ সম্মেলন :**

গত ৩০-৩১ আগস্ট কাঠমান্ডুতে আয়োজিত হয় অর্থনীতি-কেন্দ্রিক বহুপাক্ষিক গোষ্ঠী Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)-এর চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মায়নামার-সহ ৭-টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এই দু'দিনের সম্মেলন শেষ হওয়ার পরেই পুনেতে বিমস্টেক-ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির সেনাপ্রধানদের সম্মেলন হওয়ারও কথা রয়েছে।

- **পাকিস্তানের ২২তম প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান :**

ইমরান খান। গত ১৮ আগস্ট পাকিস্তানের ২২তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি। এ দিন পাক প্রেসিডেন্ট মামনুন হুসেন শপথবাক্য পাঠ করান ইমরানকে। উল্লেখ্য, নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে উঠে আসে তার দল পাকিস্তান তেহরিক-এ-ইনসাফ (পিটিআই)। গত ১৭ আগস্ট সে দেশের পার্লামেন্টে হয় আস্থা ভোট। ম্যাজিক ফিগার ছিল ১৭২। ছোটো ছোটো দলগুলিকে নিজের দলে টেনে নিয়ে ১৭৬ ভোট অর্জন করে সেই পরীক্ষাও পাস করেছেন তিনি। যেখানে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী শাহবাজ শরিফের পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) পেয়েছে মাত্র ৯৬ ভোট। ইমরানের এই জয় কিন্তু পাকিস্তানের চিরাচরিত 'প্রথা'কে ভেঙে দিয়েছে। কারণ এত দিন পর্যন্ত দেশের ক্ষমতা গিয়েছে হয় পিএমএল-এন -এর হাতে, অথবা বেনজির ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)-র হাতে। কিন্তু ইমরান ক্ষমতায় এসে সেই দীর্ঘ 'প্রথা' ভেঙে দিয়েছেন।

- **গণিতের 'নোবেল' পেলেন অক্ষয় ভেঙ্কটেশ :**

গণিতে অবদানের জন্য 'ফিল্ডস মেডেল' পেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত গণিতজ্ঞ অক্ষয় বেঙ্কটেশ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণিতের সর্বোচ্চ পুরস্কার এটিই। গণিতের জন্য আলাদা করে কোনও নোবেল পুরস্কার নেই। 'ফিল্ডস মেডেল' কেই নোবেল বলে ধরে থাকেন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীমহল। প্রসঙ্গত, ছত্রিশ বছর বয়সি অক্ষয় ভেঙ্কটেশের জন্ম নয়াদিল্লিতে। ছোটোবেলাতেই বাবা-মায়ের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া চলে গিয়েছিলেন অক্ষয়। ছোটো থেকেই অঙ্ক আর পদার্থবিদ্যার দুনিয়ায় তিনি পরিচিত মুখ। এগারো আর বারো বছর বয়সে ফিজিক্স আর ম্যাথস অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়ে প্রথম নজর কাড়েন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে গবেষণা করতে যান এমআইটি-তে। এই মুহূর্তে তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক। নাম্বার থিওরি, অ্যারিথমেটিক জিওমেট্রি, টোপেলজি সহ গণিতের একাধিক বিষয়ে অবদানের জন্য তাকে ফিল্ডস মেডেল দেওয়া হয় বলে জানানো হয়েছে। এর আগে ২০১৮ সালেও ফিল্ডস মেডেল পেয়েছিলেন আরেক ভারতীয়, মঞ্জুল ভার্গব। চার বছর অন্তর গণিতে সর্বোচ্চ অবদানের জন্য দেওয়া হয় ফিল্ডস মেডেল। এই বছর অক্ষয় বেঙ্কটেশ ছাড়াও ফিল্ডস মেডেল পেয়েছেন আরও তিনজন। তারা হলেন কুর্দ বংশোদ্ভূত কচার বিরকার, জার্মানির পিটার শুল্‌জ ও ইতালির আলেসিও ফিগালি।

- **বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড়ো ছবি :**

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর তার নামও উচ্চারণ এক সময়ে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ছিল প্রায়। সেই দেশেই হাতে আঁকা বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড়ো ছবিটি গত ১৪ আগস্ট উন্মুক্ত করা হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছবিটির উচ্চতা ৪৩ ফুট, প্রস্থ ৩৪ ফুট। ক্যানভাসের উপর অ্যাক্রেলিকে এই ছবিটি এঁকেছেন নানা বয়সের প্রায় দেড় শতাধিক শিল্পী। এদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববরেণ্য শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ হাশেম খান, রফিকুন নবি, নাজমা আক্তার, কামাল পাশা চৌধুরী, নবেন্দু সাহা, উম্মে আরাফাত জাহান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাঠাগারের কাছেই বিশাল একটি মঞ্চে বাংলাদেশ চারুশিল্পী সংসদের আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর এই প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছে। আয়োজকদের আশা, এই শিল্পকর্ম সারা বিশ্বের বিখ্যাত ছবিগুলোর মধ্যে স্থান করে নেবে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির পাশে লেখা রয়েছে অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেই বিখ্যাত দুটি লাইন - 'যতকাল রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরী, যমুনা বহমান ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান'।

প্রসঙ্গত, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘাতকেরা হত্যা করেছিল ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট। তার পরিবারের আর কোনও সদস্যই সে দিন ঘাতকের বুলেট থেকে রক্ষা পায়নি,

শুধু বাংলাদেশের বাইরে থাকাতে বেঁচে গিয়েছিলেন তার দুই সন্তান শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। '৭৫ পরবর্তীকালে প্রায় দুই যুগ বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু নামটি উচ্চারণেও ছিল রাষ্ট্রের বাধা। সরকারি সমস্ত সংবাদমাধ্যমে তার নামও উচ্চারিত হয়নি। বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক এবং সব ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নাম। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায় উজ্জ্বল হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর এই বিশাল প্রতিকৃতি যে ঢাকায় স্থাপন করা হল, সেই শহরেই এক দিন বঙ্গবন্দু নামটি উচ্চারণের জন্য কারাগারে যেতে হয়েছে দেশটির অজস্র রাজনৈতিক কর্মীকে।

জাতীয়

✧ মাস চারেক আগে তপশিলি জাতি জনজাতি সংক্রান্ত আইন লঘু করার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সেই আইনে যে সব ধারায় ফাঁস আলগা করার রায় সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছিল, সংশোধনীর মাধ্যমে সেগুলি ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। সংশোধনী এনে পুরনো ধারাগুলি ফের জুড়ে নিয়ে লোকসভায় পাস হল তফশিলি জাতি জনজাতি নির্যাতন প্রতিরোধ সংশোধনী আইন। আর গত ৭ আগস্ট রাজ্যসভায় পাস হয়েছে ওবিসি কমিশন বিল। বিল দু'টি নিয়ে সংঘাতের পথে যাননি বিরোধীরা।

✧ অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের দায়িত্বে ফিরলেন অরুণ জেটলি। কিডনি প্রতিস্থাপনের প্রায় তিন মাস পরে। গত ২৩ আগস্ট সকালে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মতো রাষ্ট্রপতি জেটলিকে অর্থ ও কর্পোরেট মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। এত দিন পীযূষ গোয়েল ওই মন্ত্রকগুলির দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। তিনি এখন থেকে শুধু রেল ও কয়লা মন্ত্রকের দায়িত্বেই থাকবেন।

- **নোটা নয় রাজ্যসভা নির্বাচনে :**

রাজ্যসভার নির্বাচনে 'নান অব দ্য অ্যাবাভ' অর্থাৎ NOTA-এ ভোট দেওয়ার যে অধিকার ভোটারদের নির্বাচন কমিশন দিয়েছিল তা গত ২২ আগস্ট খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। উলটে নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, রাজ্যসভার নির্বাচনে কমিশন কখনওই ভোট না দেওয়াকে বৈধতা দিতে পারে না। কারণ তাতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নষ্ট হচ্ছে। প্রসঙ্গত, কমিশন লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে নোটা চালুর নির্দেশিকা জারি করেছিল ২০১৩ সালে। পরের বছর রাজ্যসভার নির্বাচনে ভোটার তথা বিধায়কের নোটায় ভোট দিতে পারবেন বলে আর একটি নির্দেশিকা জারি করে কমিশন। কিন্তু সম্প্রতি গুজরাতের রাজ্যসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে নোটা বাতিলের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন গুজরাত বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা কংগ্রেস নেতা শৈলেশ মনুভাই পারমার। এই মামলার রায় দিতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ এদিন কমিশনের নোটা সংক্রান্ত সেই নির্দেশিকা খারিজ করে দেয়।

- **নতুন বিচারপতি :**

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী, মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি করা হল। আর এ সঙ্গেই নতুন নজির সৃষ্টি হল শীর্ষ আদালতে। কারণ, এই সময়ে তাকে নিয়ে মোট তিন জন মহিলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি হিসেবে ও থাকছেন। অন্যরা হলেন, বিচারপতি আর. ভানুমতী ও বিচারপতি ইন্দু মালহোত্র ও বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বোচ্চ আদালতে ২২ জন পুরুষ বিচারপতি রয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসে মোট সাত জন মহিলা বিচারপতি এসেছেন। কিন্তু গত ৬৮ বছরে একসঙ্গে তিন জন মহিলা বিচারপতি কখনও থাকনেনি। তাই বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকে একে 'ইতিহাস' হিসেবে তুলে ধরছেন। শুধু তিনিই নন, কলেজিয়ামের প্রস্তাব মেনে ওড়িশা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিনীত শরণ এবং উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কে. এম. জোসেফকেও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি করা হয়েছে। তিন জনই ৭ আগস্ট শপথ নেন।

সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির পাশাপাশি বেশ কয়েকটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদেও কলেজিয়ামের প্রস্তাব কেন্দ্র মেনে নিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসুকে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করা হয়েছে। কেরল হাইকোর্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হৃষিকেশ রায় ওই হাইকোর্টেরই প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন। দিল্লি হাইকোর্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি গীতা মিত্তলকে জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করা হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর এই প্রথম কোনও মহিলাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে পেল।

- **'এক ভোটার এক এপিক নম্বর' নীতি :**

'এক ভোটার এক এপিক নম্বর' নীতি চালু করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। শুধু একটি মাত্র এপিক (সচিত্র পরিচয়পত্র) নম্বর দেওয়াই নয়, একই ব্যক্তি একাধিক রাজ্যে ভোটার তালিকায় নাম তোলাতেও পারবেন না। এতদিন কোনও ব্যক্তির নাম রাজ্যের একাধিক জায়গাতে থাকলে তালিকা সংশোধনের সময়ে তা বাদ দেওয়া হ'ত। কিন্তু এ রাজ্যের কোনও ভোটার ভিন রাজ্যে নাম তোলালে তা কাটার ব্যবস্থা ছিল না। 'ইআরও-নেট' নামক নতুন ওয়েব-বেসড পোর্টালের মাধ্যমে সারা দেশেই একাধিক জায়াগার ভোটার তালিকায় নাম থাকা ব্যক্তিদের খুঁজে বার করা সম্ভব হবে।

'ইআরও-নেট' পোর্টালের মাধ্যমে ভোটার যেমন দেশের যে কোনও প্রান্ত থেকে তালিকায় নাম তুলতে পারবেন; সে ভাবে কমিশনও সংশ্লিষ্ট ভোটারের যাবতীয় বিষয়ে দিল্লি সদর দফতর থেকে নজরদারি করতে পারবে। উল্লেখ্য, এতদিন কোনও ভোটার এক বিধানসভা থেকে অন্য বিধানসভার তালিকায় নাম তুললে তার দু'টি এপিক নম্বর হত। ফলে দু'টি নম্বর নিয়ে ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কেওয়াইসি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছিল। যা নিয়ে বিভিন্ন অনুযোগ কমিশনে জমা পড়ছিল। সেই সব খতিয়ে দেখে 'এক ভোটার এক এপিক নম্বর'-এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। সেপ্টেম্বর মাস থেকেই ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হচ্ছে।

- **ড্রোন নিয়ে কেন্দ্রের নতুন নীতি :**

ঘরের দোরগোড়ায় আর খাবার পৌঁছে দিতে পারবে না ড্রোন। পৌঁছতে পারবে না অন্য পণ্য বা বিস্ফোরক। বিমান মন্ত্রক গত ২৭ আগস্ট ড্রোনের বাণিজ্যিক ব্যবহার নিয়ে যে নীতি প্রকাশ করেছে, তাতে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বিমান মন্ত্রী সুরেশ প্রভু আজ জানান, কৃষি, স্বাস্থ্য ও বিপর্যয় মোকাবিলায় ড্রোনের ব্যবহার নিয়েও নয়া নীতি চালু হবে পয়লা ডিসেম্বর থেকে। যেমন ফসলের ক্ষেতে ড্রোনের মাধ্যমে কীটনাশক ছড়ানো যাবে না। বিশেষ ক্ষেত্র বাদ দিলে লাইসেন্স ছাড়া ড্রোন চালানোও নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।

নতুন নীতি অনুসারে, অসামরিক ড্রোন শুধু দিনে ওড়ানো যাবে এবং যিনি তা ওড়াবেন, তার নজরের মধ্যে ড্রোনটিকে থাকতে হবে। ন্যানো ড্রোন (২৫০ গ্রামের কম ওজন, ৫০ ফুট পর্যন্ত উড়তে পারে), ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেসন, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ও সামরিক এবং আধাসামরিকবাহিনী, পুলিশের ব্যবহৃত ড্রোন ছাড়া বাকি সব ড্রোনকেই নথিভুক্ত করে 'ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার' দেওয়া হবে। ২০০ ফুটের উপরে উড়তে পারে এমন মাইক্রো ড্রোন ও ৪৫০ ফুটের উপর উড়তে সক্ষম ছোট ড্রোনের ক্ষেত্রে অনুমতি নিতেই হবে। বিমান প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত সিনহা এদিন জানান যে নতুন নীতিতে ড্রোন ওড়ানোর অনুমতি দেওয়া হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে, 'ডিজিটাল স্কাই প্ল্যাটফর্ম'-এর মাধ্যমে; স্থানীয় পুলিশ এই অনুমতি দিতে পারবে আর ড্রোন-মালিকেরা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রতিটি উড়ানের আগে অনুমতি নিতে বাধ্য থাকবেন। বিমানবন্দর এলাকা-সহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সাধারণ নাগরিকের তরফে ড্রোন ওড়ানো এখনও নিষিদ্ধ। নয়া নীতিতেও বলা হয়েছে, নয়াদিল্লিতে বিজয় চক ও সংসদ ভবন এলাকা, সীমান্ত এলাকা, উপকূল এলাকা, রাজ্য সচিবালয়, সামরিক ঘাঁটি, নানা গুরুত্বপূর্ণ ভবনের আশপাশের এলাকায় ড্রোন ওড়ানো যাবে না।

পশ্চিমবঙ্গ

- পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী আসনের ফল ঘোষণা করা যাবে। সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষে গত ২৪ আগস্ট এই রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। পঞ্চায়েতের যে ২০ হাজারের বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি, তার ভাগ্য নিয়েই ছিল এই রায়। শুনানি শেষ হয়েছিল আগেই। কারও কোনও আপত্তি থাকলে ফল ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে ইলেকশন ট্রাইবুনালে আবেদন করা যাবে বলেও জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে ই-মেলে মনোনয়ন জমা দেওয়ার বৈধতাও নাকচ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।
- সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন পাঠ্যক্রম চালু হল। গত ৭ আগস্ট রাজারহাটের অ্যাকশন এরিয়া-থ্রিতে সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এমবিএ কোর্সের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

- **পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা কন্যাশ্রীতে সেরা ব্লক :**

নবগঠিত পশ্চিম বর্ধমান জেলায় কন্যাশ্রী প্রকল্পে প্রথম হয়েছে আদিবাসী অধ্যুষিত ব্লক কাঁকসা। গত ১৪ আগস্ট আসানসোলে পুরস্কৃত হয়েছে ব্লক প্রশাসন। দাবি, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর এই ব্লকে কন্যাশ্রী প্রকল্প রূপায়ণে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। কন্যাশ্রীর দু'টি ধাপ, কে-১ এবং কে-২-দু'টিতেই সমান নজর ছিল। নতুনদের অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি পুরনোদের নবীকরণে কোনও গাফিলতি রাখা হয়নি। কোও সমস্যা বা অভিযোগ পেলে সঙ্গে সঙ্গে তা সুরাহার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি ব্লককেই জেলা প্রশাসন বছরের শুরুতে লক্ষ্যমাত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। সেই লক্ষ্যমাত্রা মাথায় রেখে কাজ শুরু করেছিল ব্লক প্রশাসন। কিন্তু শুধু তা পূরণ করাই লক্ষ্য, এমন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেননি তারা, দাবি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্তাদের। তারা জানান, বাল্যবিবাহ রোধ, স্কুলছুটদের ফেরানো, পোলিও সচেতনতা-সহ নানা সামাজিক উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এই ব্লকের কন্যাশ্রীরা।

- **রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগমের সাফল্য :**

চার বছরে প্রায় চার গুণ। মাছের নানা রকমের পদ বিক্রি করেই বিপুল আয় বাড়িয়েছে রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগম। নিগম সূত্রের খবর, ২০১৪-১৫ সালে রেস্তরাঁ-অতিথিশালায় মাছের পদ বিক্রি থেকে আয় হয়েছিল ৫৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫০৪ টাকা। ২০১৭-১৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৯৯ লক্ষ ৮৯০ টাকা। অর্থাৎ চার বছর আগের হিসাব ধরলে বৃদ্ধি প্রায় চার গুণ। নিগম কর্তাদের মতে, এ সবই কর্পোরেট যুগে টিঁকে থাকার কৌশল। যেমন, বিভিন্ন হোটেলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ২০১৫ থেকে অনলাইন বুকিং চালু করেছে নিগম।

প্রসঙ্গত, বছর চারেক আগে নিগমের দুরবস্থা দেখে এক সময়ে কয়েকটি অতিথিশালার ঝাঁপ বন্ধ করার কথা ভেবেছিল নিগম। কিন্তু ইচ্ছা ও উদ্ভাবনের তাগিদ থাকলে যে খেলাটা ঘোরানো যায় তা প্রমাণ করলেন মৎস্য নিগমের আধিকারিক থেকে কর্মীরা। সারা রাজ্যে মৎস্য উন্নয়ন নিগম পরিচালিত আটটি অতিথিশালা রয়েছে। নিগমের অতিথিশালাগুলি হল ওল্ড দিঘা, বকখালির কাছে হেনরি আইল্যান্ড, বকখালি, নিউ দিঘা, বর্ধমানের যমুনাদিঘি, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, শিলিগুড়ি এবং ইএম বাইপাসের ক্যাপ্টেন ভেড়ি। তা ছাড়া, খাস কলকাতায় নলবনের ফুডপার্কে নিগমের জমাটি রেস্তরাঁ-পানশালা। নবান্ন ও বিকাশ ভবনের রেস্তরাঁ সামলাচ্ছে নিগম।

- **ছোটো শিল্পের জন্য ৩০-টি তালুকের আশ্বাস :**

গত ২১ আগস্ট ছোটো-মাঝারি শিল্পের সম্মেলনে রাজ্যের অর্থ তথা শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্রের আশ্বাস, তাদের জন্য তৈরি হচ্ছে আরও ৩০-টি শিল্প তালুক। শিল্পোদ্যাগীদের জমির সমস্যা তাতে মিটবে বলে তার আশা। এ দিন অমিতবাবু জানান, ২,০০০ একরে আরও ৩০-টি তালুক হচ্ছে। তাতে জমি পাওয়া আরও সহজ হবে। বস্তুত, রাজ্য ছোটো শিল্পোন্নয়ন নিগমের অধীনে এই শিল্পের জন্য ৫৩-টি তালুক আছে। তবে শিল্পমহলের অভিযোগ, শুধু তালুক তৈরিই যথেষ্ট নয়। অনেকে তালুকের পরিকাঠামো খারাপ। তাতেও নজর দেওযা জরুরি।

- **চাষির আয় বাড়াতে নাবার্ডের প্রকল্প :**

কৃষকদের শস্য উৎপাদন ও বিপণনের সুবিধা দিতে ফার্মার প্রডিউসার

অর্গানাইজেশন (এফপিও) প্রকল্পটি তৈরি করেছে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড)। এ বার তা চালু হচ্ছে রাজ্যে। নাবার্ডের পশ্চিমবঙ্গ শাখার চিফ জেনারেল ম্যানেজার সুব্রত মণ্ডলের দাবি, এ ধরনের প্রকল্প রাজ্যে প্রথম। যা কার্যকর হলে চাষিদের আয় প্রায় তিন গুণ বাড়বে বলেও দাবি তার। এই ব্যবস্থায় দামের ৪০% পর্যন্ত পাবেন চাষিরা। প্রতিটি এফপিও নথিভুক্ত হবে প্রডিউসার্স কোম্পানী অ্যাক্টের আওতায়। প্রকল্পে থাকবে ৫০০-১,০০০ জন সদস্যের একাধিক ইউনিট। তারাই হবেন ইউনিটটির শেয়ারহোল্ডার। দাবি, এফপিওতে একসঙ্গে অনেকটা বীজ কেনা, উৎপাদিত শস্য ঝাড়াই-বাছাই, প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি করা যাবে; তুলনায় কম খরচে ব্যবহার করা যাবে হিমঘর, গুদাম, চাষের যন্ত্র; নেটে বিপণনের সুবিধাও মিলবে।

শেয়ার বাবদ চাষির লগ্নি করা টাকার সমপরিমাণ কেন্দ্রের স্মল ফার্মার্স অ্যাগ্রো বিজনেস কনসোর্টিয়াম থেকে ঋণ মিলবে। ঋণের সর্বোচ্চ অঙ্ক হতে পারে ১০ লক্ষ। কৃষকদের শেয়ারে লগ্নি এবং কনসোর্টিয়ামের টাকা মিলে যে অঙ্ক দাঁড়াবে, তার সমান ঋণ দেবে ব্যাঙ্কগুলি। অর্থাৎ ১০ লক্ষ টাকার শেয়ার হলে তার সঙ্গে কনসোর্টিয়াম ও ব্যাঙ্ক ঋণ যোগ করে প্রতিটি ইউনিট শস্য উৎপাদন ও বিপননে ৪০ লক্ষ পর্যন্ত মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে। এফপিও গড়তে নানা খাতের প্রাথমিক খরচও জোগাবে নাবার্ড।

প্রকল্পের লক্ষ্য শস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন যৌথ ভাবে সারার ব্যবস্থা করা। সুব্রতবাবু জানান পশ্চিমবঙ্গে ২০ জন মিলে এক একর জমি চাষ করেন। এতে খরচ বেশি পড়ে। ট্রাক্টর বা টিলার ব্যবহারে সমস্যা হয়। শস্য ঠিক মতো বিপণন করে লাভ বাড়ানোর সুযোগও কম। সরাসরি বড়ো পাইকারি ক্রেতা বা বড়ো খুচরো বাজারে সেগুলি বেচার সুযোগ নিতে পারেন না চাষি। সুবিধা নেই নেট বাজারে বিক্রিরও। ফলে মোট দামের ৮৫% যায় মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে।

অর্থনীতি

✧ গত পয়লা আগস্ট ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি কমিটি স্বল্পমেয়াদি ঋণের হার ০.২৫% বাড়িয়ে, করে দিন ৬.৫%। জুন মাসে এই সুদের হার ৬% থেকে বাড়িয়ে ৬.২৫% করা হয়েছিল। মুদ্রাস্ফীতিকে বাগে আনতে এবং ভবিষ্যতে মূল্যবৃদ্ধি রুখতে রেপো রেট বাড়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

- **প্রথম ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার ৮.২ শতাংশ :**

চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি)-এর বৃদ্ধির হার পৌঁছে গিয়েছে ৮.২ শতাংশে। যা গত অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ছিল মাত্র ৫.৬ শতাংশ। উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড (জিভিএ)-এর হারও। পৌঁছেছে ৮ শতাংশে। গত অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের চেয়ে যা অন্তত আড়াই শতাংশ বেশি। ২০১৬ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকের পর আর দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার এতটা বাড়েনি। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসের তরফে এক বিবৃতিতে গত ৩১ আগস্ট এ কথা জানানো হয়েছে।

ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি হয়েছে উৎপাদন ও নির্মাণ শিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল সরবরাহ ও প্রতিরক্ষা-সহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে। ওই সবক'টি ক্ষেত্রেই বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের বেশি। বৃদ্ধির হার অনেকটাই তেজি কৃষি, মৎস্যচাষ ও বনসৃজনে। খনি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, হোটেল, পরিবহণ, যোগাযোগের মতো ক্ষেত্রগুলিতেও বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য বলে জানানো হয়েছে। গত অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৭ শতাংশ। তার আগের ত্রৈমাসিকে সেই বৃদ্ধির হার ছিল ৭ শতাংশ। তার আগের ত্রৈমাসিকেও বেড়েছিল দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার। এই পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট, গত কয়েকটি ত্রৈমাসিকে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার উত্তরোত্তর বেড়েছে।

দেশের জিডিপি বৃদ্ধির এই হার আরও নজর কেড়েছে এই কারণে যে, বিশ্বের দ্বিতীয় শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ চিনে জুন ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার হয়েছে ৬.৭ শতাংশ। আগের ত্রৈমাসিকের চেয়ে তা কমেছে। চিনে মার্চ ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৮ শতাংশ। বিশ্ব ব্যাঙ্কের দেওয়া পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, গত বছরেই অর্থনৈতিক শক্তিতে ফ্রান্সকে টপকে গিয়ে বিশ্বের শক্তিশালী অর্থনীতির প্রথম ৬-টি দেশের তালিকায় ঢুকে পড়েছে ভারত। সামনে ব্রিটেন থাকলেও অর্থনৈতিক শক্তিতে ব্রিটেনের চেয়ে খুব একটা পিছিয়ে নেই ভারত।

- **সার্বিক মূল্যবৃদ্ধি কমলো :**

খুচরোর পরে জুলাইয়ে কমলো সার্বিক মূল্যবৃদ্ধির হারও। গত ১৪ আগস্ট কেন্দ্রের প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুসারে, গত জুলাই মাসে তা দাঁড়িয়েছে ৫.০৯%। মূলত ফল ও আনাজের দর সরাসরি কমাতেই মূল্যবৃদ্ধি কমেছে বলে এ দিন জানিয়েছে পরিসংখ্যান। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লক্ষ্য মূল্যবৃদ্ধিকে ৪% হারে (+/-২) বেঁধে রাখা। জুনে সেই মাত্রা ছাড়ানোর মুখে দাঁড়িয়েছিল সার্বিক মূল্যবৃদ্ধি (৫.৭৭%)। খুচরো মূল্যবৃদ্ধিও পৌঁছেছিল ৫ শতাংশে। জুলাইয়ে তা আরও নেমে যায় (৪.১৭%)।

- **স্বাস্থ্য বিমার আওতায় এবার মানসিক রোগও :**

মানসিক রোগের চিকিৎসাকে স্বাস্থ্য বিমার পলিসিতে যুক্ত করতে সমস্ত সাধারণ বিমা সংস্থাকে নির্দেশ দিল বিমা নিয়ন্ত্রক আইআরডিএ। এখন হাতে গোনা দু'একটি বিমা সংস্থা মানসিক রোগের চিকিৎসার খরচ দেয়। মানসিক অবসাদ ও তার থেকে মানসিক রোগ যে হারে বাড়ছে, তাতে এই পদক্ষেপকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। চলতি বছরের মে মাসে মানসিক রোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করেছে কেন্দ্র। সেই আনিের ২১(৪) ধারায় বলা হয়েছে, অন্যান্য রোগের চিকিৎসার মতো মানসিক রোগের চিকিৎসার খরচ দেওয়ার ব্যবস্থাও স্বাস্থ্য বিমায় রাখতে হবে। সেই আইন মেনেই সাধারণ বিমা সংস্থাকে সংশ্লিষ্ট নির্দেশ দিয়েছে আইআরডিএ। এখন দু'একটি বিমা সংস্থার পলিসিতে মানসিক রোগের চিকিৎসায় টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে পৃথক ব্যবস্থা (রাইডার) আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানসিক রোগের চিকিৎসায় টাকা মেলে না।

- **এশিয়ার বৃহত্তম পাম্প স্টোরেজ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প :**

দেশে তো বটেই, সারা এশিয়ার বৃহত্তম পাম্প স্টোরেজ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়তে পা বাড়ানোর দাবি করল ডিভিসি। বোকারোর লাগু পাহাড়ে

১,৫০০ মেগাওয়াটের ওই প্রকল্পের চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। সম্ভাব্য খরচ ৫,২০০ কোটি টাকা। গত ১৭ আগস্ট সিআইআই আয়োজিত আলোচনাসভায় এ কথা জানান ডিভিসি-র চেয়ারম্যান প্রবীর কুমার মুখোপাধ্যায়। বোকারোয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটির প্রচুর জমি পড়ে। ফলে প্রকল্পের জন্য তা কিনতে হবে না। সমীক্ষাও সারা। রাষ্ট্রায়ত্ত ওয়্যাপকস তা করে সবুজ সংকেত দিয়েছে।

প্রবীরবাবু জানান যে ২৫০ মেগাওয়াট করে মোট ছ'টি ইউনিটের বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরিতেই অন্তত দু'বছর লাগবে। সম্ভাব্য খরচ ৪০ কোটি টাকা। শীঘ্রই তা তৈরির জন্য আগ্রহী সংস্থার কাছে দরপত্র চাওয়া হবে বলেও জানান তিনি। উল্লেখ্য, এ রাজ্যে পুরুলিয়ায় অযোধ্যা পাহাড়ে রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার ৯০০ মেগাওয়াটের একটি পাম্প স্টোরেজ বিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে।

- **সেবির বার্ষিক প্রতিবেদনে তথ্য প্রকাশ প্রসঙ্গ :**

শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত কোনও সংস্থা ঋণ খেলাপ করলে সেই তথ্য ঠিক সময়ে প্রকাশ করার নিয়ম চালু করার কথা ভাবছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি। বার্ষিক প্রতিবেদনে তারা জানিয়েছে, স্বচ্ছতা বাড়াতে এই ব্যবস্থা চালুর বিষয়টি খতিয়ে দেখছে তারা। ঠিক সময়ে ঋণ খেলাপের ঝুঁকি না জানানোয় সেবির নজরদারিতে পড়ে বিভিন্ন সংস্থা। সময় মতো তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা জোরদার হলে ব্যাঙ্কগুলি তাদের ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ ও সম্ভাব্য অনুৎপাদক সম্পদ সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

- **গাড়ি ও বাইকের বিমার মেয়াদ বাড়ল :**

এক বছর নয়। এখন থেকে চার চাকার গাড়ি কেনার সময়ে এক সঙ্গে ৩ বছরের জন্য তৃতীয় পক্ষ (থার্ড পার্টি) বিমা বাধ্যতামূলক হচ্ছে। স্কুটার বা মোটরবাইকের ক্ষেত্রে তা হতে চলেছে ৫ বছর। নতুন এই ব্যবস্থা পয়লা সেপ্টেম্বর থেকেই কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে বিমা নিয়ন্ত্রক আইআরডিএ। অন্য দিকে, দুর্ঘটনার ফলে নিজের গাড়ির ক্ষতি হলে (ওন ড্যামেজ) তা পূরণ করতে যে বিমা করা হয়, তা আগের মতোই এক বছরের জন্য করা যাবে। অবশ্য গ্রাহকের ইচ্ছে হলে ওন ড্যামেজের ক্ষেত্রেও এক সঙ্গে ৩ (চার চাকা) কিংবা ৫ (দু'চাকা) বছরের জন্য বিমা করিয়ে নিতে পারবেন। এখন অন্তত কেনার পরে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদে গাড়িগুলি বিমাকৃত থাকবে।

গাড়ি বিমার প্রিমিয়াম দু'টি খাতে নেওয়া হয়। তৃতীয় পক্ষ এবং 'ওন ড্যামেজ'। তৃতীয় পক্ষ বিমার প্রিমিয়াম ঠিক করে দেয় আইআরডিএ। ওন ড্যামেজের প্রিমিয়াম ঠিক করে বিমা সংস্থাগুলি নিজেরাই। গাড়ির মালিক এবং বিমা সংস্থার মধ্যে তৃতীয় পক্ষ বিমা নিয়ে যে চুক্তি হয়, তাতে দুর্ঘটনায় অন্য কোনও ব্যক্তির (তৃতীয় পক্ষ) মৃত্যু হলে বা আহত হলে তিনিই বিমার সুবিধা পান। তৃতীয় পক্ষের সম্পত্তির ক্ষতি হলেও পাওয়া যায় বিমার সুবিধা।

খেলা

- **এশীয় সেরা ভারতের কিশোরী ফুটবলাররা :**

ভারতকে এশীয় সেরার সম্মান এনে দিল দেশের কিশোরী ফুটবলাররা। ভুটানের মাটিতে বাংলাদেশকে হারিয়ে সাফ ফুটবলের অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল তারা। ফাইনালে ভারতের হয়ে একমাত্র গোলটি করে সুনীতা মুন্ডা। গত ১৮ আগস্ট ফাইনালের আসর বসেছিল ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে। চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে খেলা শুরুর আগে ফেভারিট ছিল বাংলাদেশই। তবে গোটা ম্যাচে তা বুঝতে দেয়নি সুনীতারা। বাংলাদেশের সঙ্গে কড়া টক্কর দিয়ে গিয়েছে তারা। চ্যাম্পিয়নের পদক পাওয়া ছাড়াও এ দিন টুর্নামেন্টের সবচেয়ে মূল্যবান ফুটবলারের ট্রফিটাও নিজের ঘরে তোলে ভারতের প্রিয়াঙ্কা দেবী।

- **সিনসিনাটি ওপেন জয় জোকোভিচের :**

টেনিস ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করলেন নোভাক জোকোভিচ। প্রথম টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে নয়টি মাস্টার্সেই খেতাব জিতলেন তিনি। গত ১৯ আগস্ট রাতে সিনসিনাটি ওপেনের ফাইনালে তিনি স্ট্রেট সেটে কার্যত উড়িয়েই দিলেন সাতবারের চ্যাম্পিয়ন রজার ফেডেরারকে। এর আগে সিনসিনাটি মাস্টার্সে পাঁচবার খেলেও কখনও চ্যাম্পিয়ন হননি জোকোভিচ। আসন্ন ইউ এস ওপেন। কেরিয়ারে এই প্রথমবার ইউ এস ওপেনের আগে হার্ডকোর্টে কোনও ফাইনালে হারলেন ফেডেরার। ২০ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী ফেডেরার মেনে নিয়েছেন যে সেরা ছন্দে তিনি ছিলেন না। ৩৭ বছর বয়সি সুইস তারকার সামনে ছিল কেরিয়ারের ৯৯তম ট্রফির হাতছানি। কিন্তু পারলেন না।

- **ফিফার নতুন র‍্যাঙ্কিংয়ে সিস্টেমে এগোল ভারত :**

ভারতীয় ফুটবল এগোল আরও এক ধাপ। ফিফার সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯৬-এ উঠে এলেন সুনীল ছেত্রীরা। জর্জিয়ার সঙ্গে যুগ্ম ভাবে ৯৬ নম্বরে রয়েছে ভারত। এর আগের ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত ছিল ৯৭ নম্বরে। ফিফা 'ইএলও' নামে র‍্যাঙ্কিংয়ের নতুন সিস্টেম চালু করতেই এক ধাপ উত্তরণ ঘটল। আগে মাসের কোনও নির্দিষ্ট দিনে র‍্যাঙ্কিং বদলাত। এখন থেকে প্রত্যেক ম্যাচের পারফরম্যান্সের নিরিখে বদলাবে র‍্যাঙ্কিং।

দ্বিতীয় বারের জন্য বিশ্বকাপ জেতার পর ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছে ফ্রান্স। ২০০২ সালের পর এই প্রথম র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বরে উঠে এল ফরাসিরা। দুইয়ে রয়েছে বেলজিয়াম। তিনে ব্রাজিল, চারে বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠা ক্রোয়েশিয়া। এ দিকে, বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্যায় থেকেই ছিটকে যাওয়ায় ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৫ নম্বরে নেমে এল জার্মানি। এক দশকেরও বেশি সময়ে এটা জার্মানির সবচেয়ে খারাপ র‍্যাঙ্কিং। ২০০৬ সালে তাদের র‍্যাঙ্কিং ছিল ২৬। তারপর এত বাজে র‍্যাঙ্কিং এই প্রথম।

- **ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে সিন্ধুর রুপো :**

ক্যারোলিনা মারিন ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে পৌঁছেছিলেন সাইনা নেহওয়ালকে হারিয়ে। আর ফাইনালে হারালেন পিভি সিন্ধুকে। চিনের নানজিংয়ে ফাইনালে সিন্ধুকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে দিলেন মারিন। আর পিভি সিন্ধুকে সন্তুষ্ট থাকতে হল রুপো নিয়েই। প্রসঙ্গত, গত বছর জাপানের নজোমি ওকুহারার কাছে ফাইনালে হেরে গিয়েছিলেন সিন্ধু। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পর পর দু'বার রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল পিভি সিন্ধুকে। তার আগে ২০১৩ ও ২০১৪-তে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে এটা ছিল তার চতুর্থ পদক। অন্য দিকে, নতুন রেকর্ড তৈরি করলেন স্পেনের ক্যারোলিনা মারিন। তিনিই প্রথম মহিলা সিঙ্গলস প্লেয়ার যিনি তিনটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হলেন। এর আগে ২০১৪ ও ২০১৫-তে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন মারিন।

• **ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম, টেস্টে ৬০০০ পূর্ণ কোহালির :**

টেস্টে ৬০০০ রান পূর্ণ করলেন বিরাট কোহালি। গত ৩১ আগস্ট সাউদাম্পটনে জেমস অ্যান্ডারসনকে বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে এই মাইলস্টোনে পৌঁছলেন ভারত অধিনায়ক। কোহালি হলেন দশম ভারতীয় ব্যাটসম্যান যার টেস্টে ছয় হাজার রান রয়েছে। তিনি নিলেন ১১৯ ইনিংস। যা ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম। সুনীল গাভাস্কারের ১১৭ ইনিংসের পরেই তিনি। শচীন তেন্ডুলকর নিয়েছিলেন ১২০ ইনিংস। এদের পরে রয়েছেন বীরেন্দ্র সেহওয়াগ (১২৩ ইনিংস) ও রাহুল দ্রাবিড় (১২৫ ইনিংস)। ক্রিকেটবিশ্বে দ্রুততম ছয় হাজার রানের রেকর্ড অবশ্য ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের দখলে। তিনি ৬৮ ইনিংস নিয়েছিলেন। আরও কোনও ব্যাটসম্যান একশোর কম ইনিংসে ছয় হাজার টেস্ট রানে পৌঁছননি।

ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এখন টেস্টে মোট রানে কোহালির চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন শচীন তেন্ডুলকর (১৫৯২১ রান), রাহুল দ্রাবিড় (১৩২৬৫ রান), সুনীল গাভাস্কার (১০১২২ রান), ভিভিএস লক্ষ্মণ (৮৭৮১ রান), বীরেন্দ্র সেহওয়াগ (৮৫০৩ রান), সৌরভ গাঙ্গুলী (৭২১২ রান), দিলীপ বেঙ্গসরকর (৬৮৬৮ রান), মহম্মদ আজহারউদ্দিন (৬২১৫ রান), গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ (৬০৮০ রান)। পরিসংখ্যান বলছে, টেস্টে ক্রমশ উন্নতির রাস্তায় রয়েছেন কোহালি। প্রথম ১০০০ রান করতে নিয়েছিলেন ২৭ ইনিংস। পরের ১০০০ রান করেন ২৬ ইনিংস। ৩০০০ করতে নেন আর ২০ ইনিংস। পরের ১০০০ আসে ১৬ ইনিংস। তার পরের ১০০০ আসে ১৬ ইনিংসে। আর ৫০০০ থেকে ৬০০০ করতে নেন মাত্র ১৪ ইনিংস।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

✧ ৬০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে নাসার। আগামী ১ অক্টোবরে। নাসার লোগোর জন্ম ১৯৫৯-এ। যেখানে 'গ্রহ' বোঝাতে আঁকা হয়েছে নীল গোলক। 'তারা'র অর্থ মহাকাশ। 'V' বলতে বোঝাচ্ছে বিমান চালানোর বিজ্ঞান আর 'গোলাকার কক্ষপথ' দিয়ে বোঝানো হচ্ছে মহাকাশ ভ্রমণ। ১৯৫৮ সালের ২৯ জুলাই 'ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাক্ট'-এ সই করলেন তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার। আনুষ্ঠানিক ভাবে নাসার জন্ম হল তার আরও দু'মাস পর। অক্টোবরের ১ তারিখে। জন্ম হল মানবসভ্যতার আধুনিক ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের।

✧ 'সেগ-১', 'বুটস-১', 'টুকানা-২', 'ফরসা মেয়র-১'। বয়স আন্দাজ ৩০০ কোটি বছর। এই চার গ্যালাক্সির খোঁজ দিয়েছে মেক্সিকোর ডরাম ইউনিভার্সিটির 'ইনস্টিটিউট ফর কম্পিউটেশনাল কসমোলজি'-র ডিরেক্টর কার্লোস ফ্রেঙ্ক-এর নেতৃত্বে একটি বিজ্ঞানীদল। সম্প্রতি এ কথা ঘোষণা করেছে 'দ্য ন্যাশনাল অটোনমাস ইউনিভার্সিটি অব মেক্সিকো'। বয়সে বড়ো হলেও আকারে বেশ ছোটো এই ৪ গ্যালাক্সি। বিজ্ঞানীদের কথায়, 'স্যাটেলাইট-গ্যালাক্সি'। কারণ চাঁদ যেমন পৃথিবীকে আবর্তন করছে, তেমনই আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি-কে ঘিরে পাক খাচ্ছে এরা। সংশ্লিষ্ট গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে 'অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল'-এ।

✧ উজ্জ্বল গোলাপিই নাকি ছিল পৃথিবীর সব চেয়ে প্রাচীন রং। অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-র এক গবেষকের দাবি তেমনই। তার গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে 'প্রোসিডিংস অব দি ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস অব দি ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা' পত্রিকায়। সাহারা মরুভূমির নিচে পশ্চিম আফ্রিকার মরিটেনিয়ার টাওদেনি বেসিনে থাকা ১১০ কোটি বছরের পুরনো পাথরে গোলাপি রঞ্জক খুঁজে পেয়েছেন তিনি। নুর গুয়েনেসি নামে ওই গবেষক বলছেন, ভূতাত্ত্বিক রেকর্ডে এটাই সব চেয়ে পুরনো রং। তার দাবি, সামুদ্রিক জীব থেকে বিভিন্ন রঞ্জক যখন তৈরি হয়েছে, তারও ৫০ কোটি বছর আগে তৈরি হয়েছে উজ্জ্বল গোলাপি রঞ্জক। এটিরও উৎস প্রাচীন সামুদ্রিক জীব।

• **তিন নভশ্চরকে মহাকাশে পাঠাবে ভারত :**

স্বাধীনতার ঠিক পঁচাত্তর বছরের মাথায় ভারতীয় মহাকাশযানে চেপে এ দেশের নভশ্চরদের মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার যাবতীয় পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছে মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। রাশিয়া, আমেরিকা ও চিনের পরেই চতুর্থ দেশ হিসেবে মহাকাশে গবেষণার উদ্দেশ্যে মহাকাশচারী পাঠাতে চলেছে ভারত।

গত ১৫ আগস্ট 'গগনায়ন-২০২২' প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত ২৯ আগস্ট সেই অভিযানের খুঁটিনাটি তুলে ধরেন ইসরোর চেয়ারম্যান কে সিভন। 'গগনায়ন' মোট তিনটি ভাগে ভাগ করেছে ইসরো। খরচ ধরা হয়েছে মোট ১০ হাজার কোটি টাকা। প্রথম দু'টি পর্বে একই ধাঁচের মহাকাশযান পাঠিয়ে সেটিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হবে। তবে দু'টি ক্ষেত্রেই কোনও মহাকাশযানে মানুষ থাকবেন না। ৪০ মাসের মাথায় তৃতীয় মহাকাশযানে তিন জন নভশ্চরকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সিভন জানান যে ঠিক চার বছর বাদে শ্রীহরিকোটার উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে মহাকাশযানটি ছাড়া হবে। তাতে থাকবেন তিন জন মহাকাশচারী। উৎক্ষেপণের ১৬ মিনিটের মাথায় মহাকাশযানটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০০-৪০০ কিলোমিটার দূরত্বে পৌঁছে পৃথিবীকে পাক খাওয়া শুরু করবে। সে জন্য ব্যবহার করা হবে ভারতের নিজস্ব জিএসএলভি এম কে-থ্রি রকেট। 'গগনায়ন' প্রকল্পটিকে মোট তিনটে ভাগে ভাগ করেছে ইসরো। খরচ ধরা হয়েছে মোট ১০ হাজার কোটি টাকা। প্রথম দু'টি পর্বে একই ধাঁচের মহাকাশযান পাঠিয়ে সেটিকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হবে। তবে দু'টি ক্ষেত্রেই কোনও মহাকাশযানে মানুষ থাকবেন না। ৪০ মাসের মাথায় তৃতীয় মহাকাশযানে তিন জন নভশ্চরকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইসরো আরও জানিয়েছে, পৃথিবীকে ঘিরে মহাকাশযানের যে 'অরবাইটাল মডিউলটি' পাক খাবে তাতে দু'টি অংশ থাকবে। একটিতে মহাকাশচারীরা থাকবেন। সেটির নাম 'ক্রু মডিউল'। যা যুক্ত থাকবে 'সার্ভিস মডিউল'-এর সঙ্গে। ৫-৭ দিন মহাকাশচারীরা মহাকাশে থাকবেন। ইসরোর মতে, মহাকাশযান ফিরিয়ে আনার পদ্ধতিটি সবচেয়ে কঠিন। উল্লেখ্য, নাসার অভিযাত্রী কল্পনা চাওলার 'কলম্বিয়া' মহাকাশযানটি পৃথিবীতে ফেরার পথে 'হিট শ্লিড'-এ সমস্যা হওয়ায় বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসতেই সেটি জ্বলে যায়। ইসরোর পরিকল্পনা অনুযায়ী, ফেরার জন্য ইঞ্জিন চালু হওয়ার পরেই মহাকাশচারীদের (ক্রু) মডিউলটি ১২০ কিলোমিটার উচ্চতায় সার্ভিস মডিউল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এর পর মাধ্যাকর্ষণের টানে ক্রু মডিউলটি সোজা

ভূপৃষ্ঠের দিকে নেমে আসবে। যানটির গতি নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হবে স্বয়ংক্রিয় ব্রেক।

- **চন্দ্রযানের সাফল্য :**

চাঁদের পৃষ্ঠে বেশ কিছুটা এলাকা জুড়ে রয়েছে 'ওয়াটার আইস' বা বরফ। এই বরফ গলেই পরবর্তীতে জল তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, এমনটাই জানালেন বিজ্ঞানীরা। চন্দ্রপৃষ্ঠের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতেই নাকি রয়েছে এই বরফ। ভারতের পাঠানো মহাকাশযান চন্দ্রযান-১-এর তোলা ছবি থেকেই এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছেন নাসার বিজ্ঞানীরা। ২০০৮ সাল থেকে ২০০৯ সালে চন্দ্রযান-১-র তোলা ছবি থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, ফের চাঁদে অভিযানে পথে তোড়জোড় চলছে ভারতের। চন্দ্রযান-২-এর প্রস্তুতি শুরু করেছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। এর আগে মঙ্গল গ্রহের উত্তর মেরু, বামন গ্রহ সেরেসেও 'সারফেস ওয়াটার আসি'-এর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।

'প্রসেডিংস অব দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস' পত্রিকায় এই সংক্রান্ত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। চাঁদের কালো অংশ রয়েছে বরফ, এমনটাই জানাল মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। চন্দ্রযান-১-এর 'দ্য মুন মিনারোলজি ম্যাপার' যন্ত্রে এই বরফের অস্তিত্বের কথা জানা গিয়েছে। চাঁদের মাটি থেকে মাত্র কয়েক মিলিমিটার উচ্চতায় ওই হিমায়িত জলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বলে এ বার চাঁদে জলের সন্ধানে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের কাজেও গতি আসবে বলে দাবি করছেন মহাকাশবিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীরা গবেষণাপত্রে জানিয়েছেন, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে যে বরফ রয়েছে সেটা একই জায়গায় জমায়েত হয়ে রয়েছে। আর উত্তর মেরুতে থাকা বরফ অনেকটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। চাঁদের ওই অন্ধকার অংশে তাপমাত্র কখনই মাইনাস ১৫৭ ডিগ্রির উপরে ওঠে না। ওই এলাকাও সূর্যের আলো কখনও প্রবেশ করতে পারে না। একেই সাধারণ ভাষায় চাঁদের কলঙ্ক হিসাবে ধরা হয়। এখানে আগেও বরফের উপস্থিতি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা, তবে এবার বিষয়টা আরও স্পষ্ট হল।

- **সূর্যের উদ্দেশ্যে রওনা হল নাসার মহাকাশযান :**

গত ১২ আগস্ট ফ্লোরিডায় নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী 'ডেল্টা ফোর হেভি রকেট'-এর কাঁধে চেপে মহাকাশে পাড়ি জমালো 'সূর্যমুখী' মহাকাশযান 'পার্কার সোলার প্রোব' পৃথিবীর বিভিন্ন কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করতে করতে পার্কার সোলার প্রোব শুক্র গ্রহে (ভেনাস) পৌঁছবে প্রায় দেড় মাস পর। অক্টোবরে। তার পর আরও অনেক অনেক পথ পেরোতে হবে ওই মহাকাশযানকে সূর্যের মুলুকে পৌঁছতে। আর সেই পথ পেরোতে সময় লাগবে কম করে ২ থেকে ৪ বছর। যার মানে, ২০২০ সালের আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে প্রথম সৌর মুলুকে 'পা' ছোঁয়াবে পার্কার মহাকাশযান। তার পর তা আরও এগিয়ে সূর্যের বায়ুমণ্ডলের একেবারে বারির স্তর বা করোনায় ঢুকে পড়বে ২০২২ সালের মাঝামাঝি।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

- **দূষিত বায়ু কমাচ্ছে আয়ু :**

ভারতীয়দের আয়ু গড়ে দেড় বছরেরও বেশি (১.৫৩ বছর) কমিয়ে দিচ্ছে বায়ুদূষণের মাত্রা। প্রায় একই অবস্থা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চিন, মিশর, সৌদি আরব ও নাইজিরিয়ারও। বাতাসে বিষের মাত্রা কমানো সম্ভব হলে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও চিনের নাগরিকদের আয়ু গড়ে ৮ মাস থেকে ১ বছর ৪ মাস পর্যন্ত বাড়তে পারে। পরিবেশবিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক জার্নাল 'এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি লেটার্স'-এ সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র এ কথা জানানো হয়েছে। গবেষণা দেখিয়েছে, বায়ুদূষণের ফলে নাগরিকদের গড় আয়ু সবচেয়ে বেশি কমছে বাংলাদেশে। ১.৮৭ বছর। পাকিস্তানে কমছে গড়ে ১.৫৬ বছর। চিনে ১.২৫ বছর। আর মিশর, সৌদি আরব ও নাইজিরিয়ায় সেই আয়ু গড়ে কমছে যথাক্রমে ১.৮৫ বছর, ১.৪৮ বছর এবং ১.২৮ বছর।

ওই ছোটো ছোটো দূষণ-কণাগুলি (পিএম-২.৫) বায়ুমণ্ডলে আসে বিদ্যুৎকেন্দ্র, গাড়ি, ট্রাক, অগ্নিকাণ্ড, ফসল পোড়ানো ও কারখানার চিমনি থেকে। বায়ুমণ্ডলে দূষণ-কণা (পার্টিকুলেট ম্যাটার বা 'পিএম')-র ব্যাস আড়াই মাইক্রোমিটার বা, মাইক্রন ('পিএম-২.৫')-এর বেশি নয়, এটা ধরেই গবেষণাটি করা হয়েছে। বায়ুমণ্ডলে ওই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা (পিএম)-গুলি খুব সহজে মিশে যেতে পারে, আকার-আকৃতিতে তা খুব ছোটো হয় বলে। পিএম কণাগুলির ব্যাস যদি তার চেয়ে বেশি হয় (পাঁচ বা, দশ), তা হলে তুলনামূলক ভাবে তাদের বায়ুমণ্ডলে মিশে যেতে সময় লাগে বেশি। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বলছেন, দূষণ-কণাগুলি অত ছোটো (পিএম-২.৫) হয় বলেই সেগুলি খুব সহজে ফুসফুসের অনেক গভীরে ঢুকে যেতে পারে। আর বায়ুমণ্ডলে পরিমাণে তা প্রচুর থাকে বলে শ্বাস নিলেই তারা হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে হৃদপিণ্ডে। যাতে হৃদরোগ, স্ট্রোক, শ্বাসকষ্ট ও ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়বে।

প্রয়াণ

- **অটলবিহারী বাজপেয়ী (১৯২৪-২০১৮) :**

চলে গেলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটলবিহার বাজপেয়ী। দীর্ঘ অসুস্থতার পরে ১৬ আগস্ট নয়াদিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস) হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। পরের দিন রাজঘাটে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯ - তিনবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। প্রথম দফায় তেরো দিন, দ্বিতীয় দফায় তেরো মাস আর তৃতীয় দফায় পূর্ণ সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের দায়িত্বভার সামলেছেন তিনি। ২০১৪ সালে তাকে ভারতরত্ন দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়া দেশ তাকে মনে রাখবে এক দুর্দান্ত সাংসদ, কবি, বাগ্মী ও গণতন্ত্রের এক অতন্দ্র প্রহরী হিসেবেও। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাজধর্ম বরাবরই তার কাছে ছিল প্রথম প্রাধান্যের বিষয়। ভারত যদি ধর্মনিরপেক্ষ না হয়, তা হলে ভারত ভারতই নয় - এমন মন্তব্যও শোনা গিয়েছিলেন তার মুখে।

১৯২৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর গোয়ালিয়রে জন্ম অটলবিহারী বাজপেয়ীর। মা কৃষ্ণা দেবী, বাবা কৃষ্ণবিহারী বাজপেয়ী। বাবা ছিলেন

কবি, পেশায় স্কুলশিক্ষক। কবিতায় হাতেখড়ি বাবার কাছেই। গোয়ালিয়রের ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে স্নাতক হন। পরে কানপুরের ডিএভি কলেজ থেকে স্নাতকোত্তরে উত্তীর্ণ হন প্রথম শ্রেণিতে। ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত - বেশ তরুণ বয়সেই তিনটি ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন বাজপেয়ী। ছাত্রাবস্থাতেই 'আর্যসমাজ'-এর যঙ্গে যুক্ত হন। বাবাসাহেব আপ্তের অনুপ্রেরণায় ১৯৩৯ সালে যোগ দেন আরএসএসে। কয়েক বছরের মধ্যেই হয়ে ওঠেন সঙ্ঘের প্রচারক। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও যোগ দিয়েছিলেন অটলবিহারী। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশ নিয়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন। জেল খেটেছিলেন ২৩ দিন।

১৯৫১ সালে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বাজপেয়ী যোগ দেন ভারতীয় জনসঙ্ঘে। দলের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রিয়পাত্রও হয়ে ওঠেন শীঘ্রই। ১৯৫৭ সালে উত্তরপ্রদেশের বলরামপুর থেকে বাজপেয়ী প্রথম বার লোকসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৬৮ সালে ভারতীয় জনসঙ্ঘের সর্বভারতীয় সভাপতি হন। ১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার অবসান। চরণ সিংহের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় লোক দল এবং মোরারজি দেশাইদের কংগ্রেস (ও) এবং বাজপেয়ী-আডবাণীদের জনসঙ্ঘ মিশে যায়, তৈরি হয় জনতা পার্টি। মোরারজি দেশাইয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বে দেশে প্রথম অ-কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। অটলবিহারী বাজপেয়ী সে মন্ত্রিসভায় বিদেশমন্ত্রী হন।

জনতা পার্টি অবশ্য বেশি দিন ঐক্যবদ্ধ থাকেনি। ১৯৮০ সালে সাবেক জনসঙ্ঘীরা বেরিয়ে যান জনতা পার্টি থেকে। তৈরি হয় ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), যার প্রথম সভাপতি হন বাজপেয়ী। ১৯৯৬ সালে লোকসভা নির্বাচনে একক বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে বিজেপি। দেশের দশম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। কিন্তু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না দলের। ১৩ দিনে পতন ঘটে বাজপেয়ী সরকারের। ১৯৯৮ সালে ফের নির্বাচনের মুখোমুখি হয় দেশ। আরও বেশি আসন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে বিজেপি। ফের সরকার গঠন করে এনডিএ। কিন্তু সে বারও পূর্ণ মেয়াদ ক্ষমতায় থাকতে পারেননি বাজপেয়ী। তেরো মাসে সরকার পড়ে যায়। ১৯৯৯ সালের নির্বাচনের রায়ও ছিল বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের পক্ষেই। তৃতীয় বার সুযোগ পেয়ে প্রথম অ-কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পূর্ণ মেয়াদ ক্ষমতায় থাকার রেকর্ড গড়েন বাজপেয়ী।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয় কার্যকালে অটলবিহারী বাজপেয়ী অনেকগুলি ক্ষেত্রে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। দেশের আর্থিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছিল। রাজকোষ দ্রুত ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল। দেশ জুড়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন গতি পেয়েছিল। ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে এনডিএ-র পরাজয়ের সমস্ত দায় নিজের কাঁধে নিয়ে বিরোধী নেতার পদ নেওয়া থেকেও সরে দাঁড়িয়েছিলেন। ২০০৯ সালে আর নির্বাচনেও লড়েননি।

- **সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৯২৯-২০১৮) :**

প্রয়াত লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার তথা সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। তার বয়স হয়েছিল ৮৯। গত ১৩ আগস্ট কলকাতায় তার মৃত্যু হয়। ১৯৬৮ সালে সিপিএমে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে প্রথম বার সাংসদ হয়েছিলেন। ২০০৮-এ দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে বহিষ্কৃত হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছর সিপিএমের সদস্য ছিলেন। এর পর থেকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরেই থেকেছেন তিনি। ১০ বারের সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় জীবনে এক বারই নির্বাচনে হেরেছিলেন। ১৯৮৪-এ যাদবপুর কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হন তিনি। এর পর বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে জিতে ফের সাংসদ হন। ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত লোকসভার স্পিকারের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি।

- **মুথুভেল করুণানিধি (১৯২৪-২০১৮) :**

গত ৭ আগস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ডিএমকে সুপ্রিমো মুথুভেল করুণানিধি ওরফে কলাইগনার। বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। একটি বর্ণময় জীবন। কখনও তিনি লেখক, কখনও কোনও চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যকার। কখনও বা তিনি রাজনীতিক। তামিল রাজনীতির এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ চরিত্র। যার জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে কখনও তিনি দেশের 'কিং মেকার'।

১৯২৪-এর ৩ জুন জন্ম মুথুভেল করুণানিধির জন্ম তামিলনাড়ুর নাগাপাট্টিনাম জেলার তিরুক্কুভালাই গ্রামে। তখনও স্কুলের গণ্ডি পেরোননি। বয়স মাত্র ১৪। ওই অল্প বয়সেই জাস্টিস পার্টির নেতা আলাগিরিস্বামীর বক্তৃতা শুনে রাজনীতিতে আসার ব্যাপারে খুব উৎসাহী হয়ে পড়েন করুণানিধি। যোগ দেন 'দ্রাবিড় স্বাভিমান আন্দোলন'-এ। তবে রাজনীতিতে পা রাখলে কি হবে, ওই সময় লেখক হিসেবেই ছড়িয়ে পড়ে তার খ্যাতি। ছোটোবেলা থেকেই লিখতেন কবিতা। বয়স একটু বাড়তে উপন্যাস, নাটকও লিখতে শুরু করেন করুণানিধি। সেই লেখার খ্যাতি এতটাই ছড়িয়ে যায় যে তাকে দিয়ে চিত্রনাট্য লেখানোর জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায় তামিল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রযোজক, পরিচালকদের মধ্যে। লেখক হিসেবে তার সেই খ্যাতি এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, পুরোদস্তুর রাজনীতিক হয়ে ওঠার পরেও 'কালাইগনার' অর্থাৎ 'শিল্পী' বলে ডাকা হত করুণানিধিকে আপামর জনতা তো বটেই, তামিল রাজনীতি মহলেও তাকে 'কালাইগনার' বলারই চল ছিল বেশি। দেশের স্বাধীনতার দু'বছর পর, ১৯৪৯ সালে করুণানিধি যোগ দেন দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগম (ডিএমকে)-এ। তার পর রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য হতে তার সময় লেগেছিল আরও ৮ বছর। তামিলনাড়ু বিধানসভায় করুণানিধি প্রথম নির্বাচিত হন ১৯৫৭ সালে। তখন তার বয়স ৩৩। বিধানসভায় নির্বাচিত সদস্য হয়ে ঢোকার পর জীবনে আর কখনও কোনও বিধানসভা ভোটে হারেননি 'কালাইগনার'। ১৯৬১ সালে ডিএমকে-র কোষাধ্যক্ষ হন তিনি। আর তার পরের বছর হন তামিলনাড়ু বিধানসভায় বিরোধী দলের উপনেতা। তার ৫ বছর পর প্রথম মন্ত্রিত্ব পান করুণানিধি। ১৯৬৭ সালে তামিলনাড়ুর পূর্তমন্ত্রী হন।

তবে তার পর শুরু হয় 'কালাইগনার'-এর দ্রুত উত্থান। মন্ত্রীসভায় প্রথম আসার দু'বছরের মধ্যেই তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যান করুণানিধি। ১৯৬৯ সালে তামিলনাড়ুর তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী আন্নাদুরাইয়ের মৃত্যুর পরে তার স্থলাভিষিক্ত হন 'কালাইগনার'। সেই ১৯৬৯ সাল থেকে মোট ৫ বার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন করুণানিধি।

- **কোফি আট্টা আন্নান :**

টানা দু'বার বিশ্বের সর্বোচ্চ কূটনৈতিক পদের ভার সামলেছেন তিনি। তার আগে কোনও আফ্রিকান বংশোদ্ভূত এই দায়িত্ব সামলানোর কৃতিত্ব অর্জন করেননি। রাষ্ট্রপুঞ্জের সেই প্রাক্তন মহাসচিব, ২০০১ সালের শান্তি নোবেল-জয়ী কোফি আন্নান গত ১৯ আগস্ট সুইৎজ়ারল্যান্ডের বার্নের একটি হাসপাতালে মারা গেলেন। বয়স হয়েছিল ৮০। ১৯৩৮ সালের ৮ এপ্রিলে ঘানার কুমাসির এক অভিজাত পরিবারে জন্ম কোফি আট্টা আন্নানের। বাবা ছিলেন প্রাদেশিক গর্ভনর। এক যমজ বোনও ছিল তার। আকান ভাষায় মধ্যনাম আট্টার অর্থও তা-ই, যমজ। প্রথমে মিনেসোটার কলেজে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা। পরে জেনিভায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পড়েন। তারও পরে ম্যাসাচুসেটসের ম্যানেজমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তরের পড়াশোনা। ফরাসি, ইংরেজি-সহ অনেকগুলি ভাষায় দক্ষ ছিলেন আন্নান। ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জে যোগ দেন তিনি, ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজ়েশনে।

১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৬, একটানা রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিবের পদে ছিলেন আন্নান। অংশ নিয়েছেন অজস্র শান্তিরক্ষা অভিযানে। এক দিকে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইয়েমেন বা ইরাকে শান্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। অন্য দিকে, আফ্রিকার দরিদ্রতম দেশগুলির খিদে মেটানোর দায়িত্বও নিজে হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ২০০১ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গেই যৌথ ভাবে নোবেল শান্তির পুরস্কার পান। তবে বিশ্ব রাজনীতি তোলপাড় করা বহু অস্থির সময় দেখেছেন তিনি। আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার পরে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে লড়াই চালানোটা ছিল তার অন্যতম কঠিন চ্যালেঞ্জ। রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে অবসরের পরেও বিশ্বশান্তি রক্ষায় নান কাজ করে গিয়েছেন আন্নান। তার কূটনৈতিক ক্যারিশ্মার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জে আমেরিকার প্রাক্তন দূত রিচার্ড হলব্রুক তাকে 'ইন্টারন্যাশনাল রকস্টার অব ডিপ্লোমেসি' বলে ডাকতেন। প্রসঙ্গত, আন্নানের উত্তরসূরি, রাষ্ট্রপুঞ্জের বর্তমান মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।

- **বিদ্যাধর সুরজপ্রসাদ নাইপল (১৯৩২-২০১৮) :**

উপমহাদেশের অন্যতম প্রতিভাধর সাহিত্যিক বিদ্যাধর সুরাজপ্রসাদ নাইপল ওরফে ভি এস নাইপলের জীবনাবসান হয়েছে। গত ১১ আগস্ট লন্ডনে তার বাসভবনে ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যু হয় ভারতীয় বংশোদ্ভূত ত্রিনিদাদের এই ঔপন্যাসিকের। ২০০১ সালে সাহিত্যে নোবেল পান নাইপল। তার অমর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে 'এ হাউস ফর মিস্টার বিশ্বাস', 'ইন এ ফ্রি স্টেট' 'এ বেন্ড ইন দ্য রিভার'-এর মতো উপন্যাস। ভারত থেকে ত্রিনিদাদে কুলিগিরি করতে-যাওয়া পরিবার থেকেই উঠে এসেছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের এই লেখক। ১৮৮০-র দশকে নাইপলের দাদু-ঠাকুমা কাজের খোঁজে ত্রিনিদাদে পাড়ি জমান। ত্রিনিদাদে বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে নাইপলের বাবা ছিলেন প্রথম ইংরেজি ভাষার সাংবাদিক। সাংবাদিকতা ছাড়াও তিনি লেখালেখি করতেন। তার মধ্যেই ১৯৩২ সালে ত্রিনিদাদে জন্ম হয় ভি এস নাইপলের। যদিও পরবর্তীতে জীবনের বেশির ভাগ সময় ইংল্যান্ডেই কাটিয়েছেন নইপল। ব্রিটেনের নাগরিকত্বও পেয়েছিলেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজে একটি স্কলারশিপ পেয়ে তিনি লন্ডনে যান।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই তিনি প্রথম উপন্যাস লেখেন, যদিও তা প্রকাশিত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষে লন্ডনের ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারিতে ক্যাটালগ তৈরির চাকরি পান। তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'দ্য মিসটিক ম্যাসিওর' প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। নোবেল এবং ১৯৭১-এ বুকার ছাড়াও বহু সাহিত্যের পুরস্কার রয়েছে নইপলের ঝুলিতে। এ ছাড়াও ১৯৮৯ সালে নাইউটহুড পেয়েছেন তিনি।

- **অজিত ওয়াড়েকর (১৯৪১-২০১৮) :**

প্রয়াত ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকর। বয়স হয়েছিল ৭৭। গত ১৫ আগস্ট রাতে মুম্বইয়ে মৃত্যু হয় তার। দীর্ঘ দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ওয়াড়েকর। মোট ৩৭-টি টেস্ট খেলেছেন। ২,১১৩ রান করেছেন। ১৪-টি হাফ সেঞ্চুরি এবং একটি সেঞ্চুরি করেন তিনি। টেস্টের পাশাপাশি এক দিনে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটও অধিনায়কত্ব করেন। ১৯৭১-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তারই নেতৃত্বে বিদেশের মাটিতে সিরিজ জিতেছিল ভারত। যা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯৬৬-তে মুম্বইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্টে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। ১৬-টি টেস্টে নেতৃত্ব দেন ওয়াড়েকর। তার মধ্যে চারটে ম্যাচ জিতেছিল ভারত, হেরেছিল চারটে ম্যাচ। ১৯৭৪-এ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন তিনি। ক্রিকেটার, কোচ এবং নির্বাচক - তিন ভূমিকাতেই দেখা গিয়েছে তাকে।

- **কুলদীপ নায়ার (১৯২৩ - ২০১৮) :**

প্রয়াত সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার। গত ২২ আগস্ট দিল্লিতে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৫। ১৯২৩ সালে অবিভক্ত পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কুলদীপ নায়ার। পড়াশোনা, বড়ো হয়ে ওঠা লাহৌরে। দেশভাগের পর লাহৌর ছেড়ে দিল্লিতে চলে আসেন। উর্দু ভাষায় সাংবাদিকতা শুরু করেন তিনি। পরে 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকায় এডিটর হিসেবে কাজ করেন। সংবাদ সংস্থা ইউএনআই-এর শীর্ষপদেও তিনি দীর্ঘ দিন কর্মরত ছিলেন।

ভারতীয় সাংবাদিকতা কুলদীপ নায়ারকে মনে রাখবে তার নির্ভীক কলমের জন্য। শান্তি, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের দাবিতে সর্বদাই ,চল ছিল তার কলম। দেশভাগের যন্ত্রণা আর বিশ্বাসভঙ্গের কথা বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে তার লেখায়। ১৯৯০ সালে গ্রেট ব্রিটেনে তাকে হাই কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত করে ভারত সরকার। ১৯৯৭ সালে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে মনোনীত হন তিনি। কুলদীপ নায়ারের বিখ্যাত লেখা 'বিটুইন দ্য লাইনস' অনুবাদ হয়েছে অনেকগুলি ভাষায়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় অন্তত ৮০-টি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তার লেখা। দ্য স্টেটসম্যান ছাড়াও তিনি কাজ করেছেন আরও অনেক সংবাদপত্রে। মুক্ত সংবাদমাধ্যমের দাবিতে তার লড়াইয়ের জন্য ২০০৩ সালে অ্যাস্টর পুরস্কার পান তিনি। শেষ জীবনেও ভারতের জেলে বন্দি পাকিস্তানি নাগরিক ও পাকিস্তানের জেলে বন্দি ভারতীয় নাগরিকদের মুক্তির আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে জড়িয়ে ছিলেন তিনি।

সংকলন : রমা মণ্ডল ও পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

Government of India

প্রসারিত হচ্ছে দরিদ্রের উন্নয়ন

সুনিশ্চিত সকলের জীবনের মানোন্নয়ন

বাড়ছে দেশের বিশ্বাস...

সাচ্চা ইরাদা

সঠিক বিকাশ

সব গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ।
এখন ৪ কোটি পরিবার পাবে বিদ্যুৎ।

উজ্জ্বলা প্রকল্পে ৩.৮ কোটি
পরিবারের জন্য ধোঁয়ামুক্ত জীবন।

জনধন থেকে জনসুরক্ষা :
দরিদ্রদের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
ও বিমার সুরক্ষা।

স্বচ্ছ ভারত আন্দোলনের মাধ্যমে
৭.২৫ কোটির বেশি শৌচালয় নির্মাণ।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায়
১ কোটি দরিদ্র পরিবারের
মাথার ওপর ছাদ।

বিশদে জানতে 48months.mygov.ins দেখুন

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

September, 2018
R.N.I. No. 19740/69

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
পপুলার আর্ট প্রিন্টার, ১ মুক্তারাম বাবু সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৭ থেকে মুদ্রিত।